সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে
১৯২৬
প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি

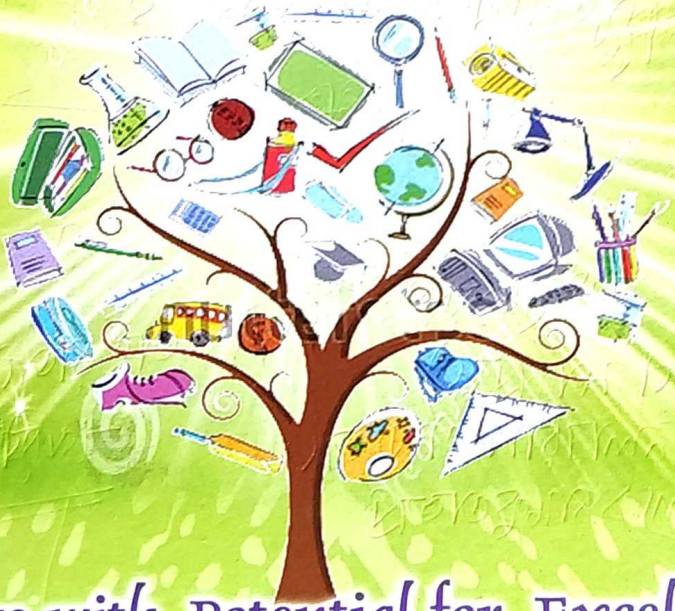

প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি

আবহমান

(College with Potential for Excellence & Re - accredited by NAAC).

কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

শিক্ষক - শিক্ষণ বিভাগ

শিক্ষাবর্ষ - ২০১৫-১৬

LATE BISWAMBHAR DINDA
Founder of the College
1873 - 1937

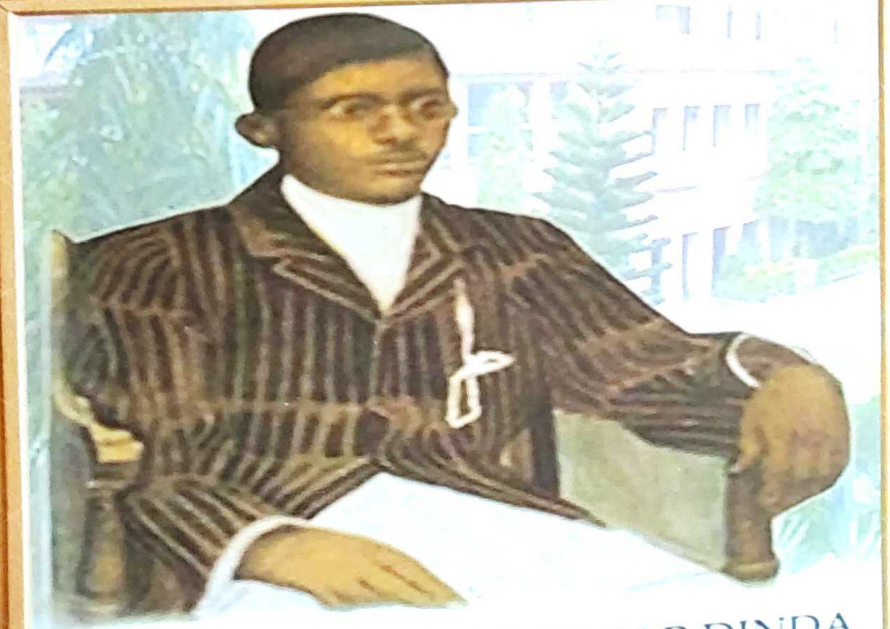

LATE PRABHAT KUMAR DINDA
1905 - 1925
The only son of the founder in whose memory the College was founded

আবহমান

(College with Potential for Excellence & Re-accredited by NAAC)

বার্ষিক পত্রিকা ২০১৫ -২০১৬

(শিক্ষক - শিক্ষণ বিভাগ)

প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি

কাঁথি ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর
দূরাভাষ ঃ (০৩২২০) ২৫৫ -০২০
২৮৮ - ২৭৫ / ২৫৪ - ৭১৫

আবহমান

বার্ষিক পত্রিকা ২০১৫ -২০১৬

শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ ডঃ সংঘমিত্র মাইতি, অধ্যাপক চন্দন ভক্তা, অধ্যাপক গৌরহরি পাত্র ও শাশ্বতী চ্যাটার্জী।

প্রকাশ কাল ঃ ২০১৫ -২০১৬

প্রকাশক ঃ ডঃ অমিত কুমার দে , অধ্যক্ষ, প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি

যুগ্ম সম্পাদক ঃ শিখা গায়েন, শম্পা বেজ

পত্রিকা উপদেষ্টা ঃ ডঃ অমিত কুমার দে, ডঃ সংঘমিত্র মাইতি, অধ্যাপক অমিত কুমার বেরা।

বর্ণবিন্যাস ও অলংকরণ ঃ **সমাপ্তি জানা, বীথি দেবাচার্য্য।**

মুদ্রণে ঃ–
মা কালী জেরক্স
বলাগেড়িয়া ব্যাঙ্ক ক্যাম্পাস,
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর
মোঃ- ৯৭৩৪৩৯৯৯৪৭ /৯৯৩২৭৪২৭০৮

যাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ

ডঃ অমিত কুমার দে, ডঃ সংঘমিত্র মাইতি, অধ্যাপক অমিত কুমার বেরা, অধ্যাপক চন্দন ভক্তা , কলেজের পরিচালক মণ্ডলীর সমস্ত সদস্য ও সদস্যা, কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক - শিক্ষিকা - শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। পত্রিকা প্রকাশনা ও মুদ্রণ কর্মে নিযুক্ত সমস্ত কর্মী।

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা নং
1.	জাতীয় সঙ্গীত		5
2.	শোক প্রস্তাব		6
3.	শ্রদ্ধাঞ্জলি		7
	* আবুল পকির জৈনুলান্দিন আব্দুল কালাম		
	* মহাশ্বেতা দেবী		8
4.	বিভাগীয় প্রধানের কলমে		9
5.	সম্পাদকীয় কলমে		11
6.	Member of Governingbody 2014 - 2018		12
7.	Year of Inception -1966 B.Ed. Section		13
8.	Teaching Staff. (B.Ed. Section)		14
	Non Teaching Staff		
9.	Name of the School of Internship		15
10.	Committee		16
11.	সারা বছরের কর্মসূচী		18
12.	Teacher Training and values Education	Dr. Amit Kumar De, Prencipal. P.K. College	19
13.	শিক্ষামূলক ভ্রমন- গিরিবর্ত্ম এবং মায়াবিনী মানালী	ড. সঙ্ঘমিত্র মাইতি বিভাগীয় প্রধান, বি.এড. বিভাগ	25.
14.	বন, বন্যপ্রাণী ও মানব জীবন	অধ্যাপিকা,বিদিশ ত্রিপাঠী	32
15.	Language of Mathematics	Prof - Yogamaya Samanta Lecturer.	34
16.	Tribal Culture of Odisha and their Folk tales	Malika Pal (F - I)	36
17.	শ্রীনিবাস রামানুজন - গণিত জগতের এক বিস্ময় প্রতিভা	শাশ্বতী চট্টোপাধ্যায় (ডি -৭)	40
18.	আগামী দিনের ভাবনা	শাশ্বতী গিরি (এফ -৩৭)	47
19.	প্রিয় বন্ধু	রামঙ্কর জানা (এফ -৫৯)	48
20.	বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও	শম্পা বেজ (এফ -০৬)	49
21.	বিবাহ	শিখা গায়েন (এফ-০৯)	52
22.	ঘাসফুল	সঞ্চিতা চন্দ (এফ -৬৬)	53

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা নং
23	মৃত্যু	সুতপা ঘোষ (এফ - ৬৭)	53
24.	স্বাধীনতার এতদিন পরেও	আনিশা খাতুন (এফ-১৬)	54
25.	অবুঝ শিশু	প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল (ডি- ০৬)	54
26.	চাকরির ডিগ্রি	মৌসুমি মণ্ডল (ডি -১৭)	55
27.	আক্ষেপ - অপেক্ষা	অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী (এফ -৫৩)	56
28.	সেতুর ঠাকুর	বিদিশা দাস (এফ-২২)	57
29	জীবনের সারাংশ	বীথি দেবাচার্য্য (এফ - ৩৮)	58
30.	গ্রীষ্ম চেতন	রোজিনা খাতুন (এফ -০৭)	58
31.	স্বপ্ন	লতিকা বেরা (এফ -৬০)	59
32.	কর্তব্যা - কর্তবঞ্চ	বিশ্বজিৎ মণ্ডল (এফ -৩৪)	59
33.	যুগ যন্ত্রনা	কৃষ্ণা মাইতি (এফ-৪১)	60
34.	দূষন	মৌমিতা রায় (এফ - ০৫)	60
35.	স্বাধীনতার সুখ	ঐশী মাইতি (এফ-৫৫)	61
36.	বঙ্গনারীর প্রতি	অংশুমান মাইতি (এফ -১৪)	61
37.	আলোর সন্ধানে	শুক্লা সিন্হা মহাপাত্র (এফ -৬৯)	62
38.	প্রকৃতি মা	রনিতা সাউ (এফ-৬৩)	62
39.	আমি কে	বর্ণালী মাইতি (এফ-০৮)	63
40.	ছেলেবেলা	দেবলীনা মিদ্যা (এফ-২৭)	64
41.	আন্ধার পানি	সঙ্গীতা বেরা (এফ -২৪)	65
42.	মাতৃভূমি	প্রতিমা পাত্র (ডি-০২)	66
43.	We are also Human	Jaya Samanta (F-49)	67
44.	As I got you.	Santu Pattanayk (D-10)	68
45.	The Dear is no more	Poulami Maity (F-29)	68
46.	খুঁজ পাই	যোগেন্দ্রনাথ শীট (এফ-৭৭)	69
47	একটু উষ্ণতার ছোঁয়া	সূর্য্যকান্ত ধাড়া (এফ-৭৯)	69
48	আমার আকাশ	সত্যজিৎ পন্ডা (ডি-০৯)	70
49.	বান	মধুমিতা মাইতি (এফ-৮১)	70
50.	আদরের ছোট ভাই	মৌমিতা মণ্ডল (এফ- ২৭)	71
51.	প্রকৃতি প্রেম	শান্তনু পন্ডা (এফ-৫৭)	72
52.	ক্যানভাস	বিজয়লক্ষ্মী পাত্র (এফ-১১)	72
53.	Never Give UP	Samapti Jana (F-10)	73
54.	বিবেকানন্দের উদ্ধৃত বানী		74
55.	ছাত্রদের নাম ঠিকানা, ফোন নম্বর		75

জাতীয় সঙ্গীত

জনগণমন- অধিনায়ক জয় হে
ভারতভাগ্যবিধাতা !
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে,
তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে
ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় , জয় হে ।।

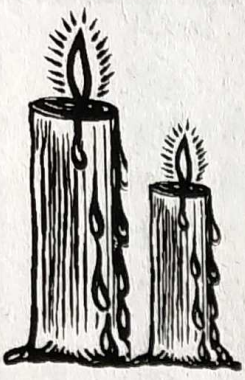

শোক প্রস্তাব

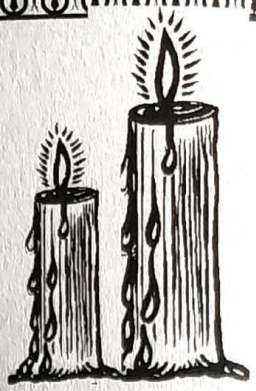

আন্তজার্তিক স্তরে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গী সংগঠন গুলির আক্রমণে নিহত তরুণ সৈন্য, বীরযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের প্রতি (বিনম্র চিত্তে আমরা শোক ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ও আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।)

২০১৬ সালে পাঠানকোট সেনা ছাউনি ও উরি ছাউনিতে পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীদের বর্বরোচিত আক্রমণে আমরা হারিয়েছি অগণিত সেনা জোয়ানদের যা অপুরণীয়। তাদের প্রতি (বিনম্র চিত্তে আমরা শোক ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ও আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।)

এছাড়া সাম্প্রতিক কালে জাতীয় এবং রাজ্য স্তরে যে সব ব্যক্তিগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংঘর্ষে , মৌলবাদী আক্রমণে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে , তাঁদের বিনম্র চিত্তে আমরা শোক ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং আত্মার শান্তি কামনা করি।

এছাড়াও কলকাতাতে উড়ালপুল দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিক, পথচারী এবং ব্যবসায়ীর প্রতি বিনম্র চিত্তে আমরা শোক ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং আত্মার শান্তি কামনা করি।

এই মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্তছিলেন যাঁদেরকে আমরা হারিয়েছি। তাঁদের বিনম্র চিত্তে আমরা শোক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ও তাঁদের আত্মার শান্তি কামনাা করছি।

এছাড়া সাম্প্রতিক কালে ঘটে যাওয়া আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ উগ্র মৌলবাদের আক্রমণে নিহত ব্রাহ্মণ পুরোহিত , সাধারণ মানুষের অকাল প্রয়াণে আমরা শোকাহত ও তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরিশেষে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে. আব্দুল কালাম (মিশাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া) ও বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর প্রতি বিনম্র চিত্তে আমরা শোক ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এছাড়াও যাঁরা অগোচরে স্মৃতির বাইরে রয়ে গেলেন তাঁদের সকলকে আমাদের সহস্র প্রণাম জানাই।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

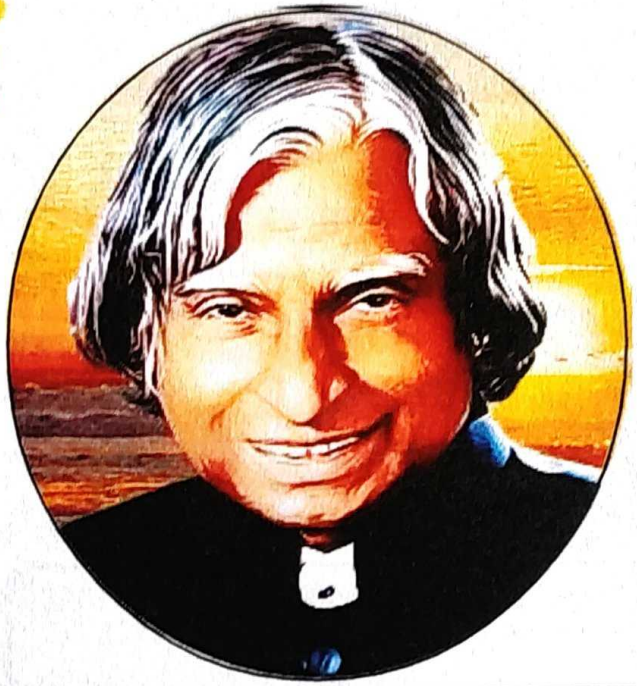

আবুল পকির জৈনুলাব্দিন আব্দুল কালাম

জন্ম ঃ ১৫ই অক্টোবর,১৯৩১,রামেশ্বরম্ তামিলনাড়ু

মৃত্যু ঃ ২৭শে জুলাই ২০১৫, শিলং, মেঘালয়

'স্বপ্ন সেটা নয় যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে
স্বপ্ন সেটাই যেটা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না'

— এ.পি.জে . আব্দুল কালাম

এ.পি.জি. আব্দুল কালাম এক দরিদ্র তামিল পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা রামেশ্বরম্ ও ধনুস্কোটির মধ্যে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের নৌকায় পারাপার করাতেন এবং মা গৃহবধূ ছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ে সাধারণ মানের ছাত্র ছিলেন কিন্তু তিনি বুদ্ধিদীপ্ত ও কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। তাঁর শিক্ষা গ্রহণে তীব্র বাসনা ছিল, ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি পড়াশুনা করতেন এবং অঙ্ক কষতেন। রামনাথপুরম্ স্কোয়ার্টজ ম্যাট্রিকুলেশন স্কুলে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে ১৯৫৪ সালে তিরুচিরাপল্লির সেন্ট জোসেফ কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক হন এবং ১৯৫৫ সালে মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি থেকে বিমান প্রযুক্তি শিক্ষা করেন।

এরপর চল্লিশ বছর তিনি প্রধানত প্রতিরক্ষা অনুসন্ধান ও বিকাশ সংগঠন (ডি.আর.ডি.ও.) এবং ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় (ইসরো) বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রশাসক হিসাবে কাজ করেন। ব্যালস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও মহাকাশযানবাহী রকেট উন্নয়নের কাজে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে মিশাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া বলা হয়। ১৯৯৮ সালে পোখরান টু পরমাণু পরীক্ষায় তিনি প্রধান সাংগঠনিক ও প্রযুক্তিগত ভূমিকা পালন করেন।

২০০২ সালে এ.পি.জে. কালাম ভারতের একাদশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। পরে তিনি শিক্ষাবিদ লেখক ও জনসেবকের সাধারণ জীবন বেছে নেন। ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান ভারতরত্ন সহ একাধিক সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছিলেন।

মহাশ্বেতা দেবী

জন্ম ঃ ১৪ই জানুয়ারী ১৯২৬, ঢাকা
মৃত্যু ঃ ২৮ শে জুলাই, ২০১৬ কলকাতা
পিতা ঃ মনীশ ঘটক, মাতা ঃ ধরিত্রী দেবী

মনীশ ঘটকের আদি নিবাস ছিল পাবনা জেলার ভরেঙ্গা গ্রামে। পরে মনীশবাবু মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে বসবাস করেন। মহাশ্বেতা দেবী ১৯৪২ সালে রাজশাহী থেকে ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হন এবং আশুতোষ কলেজ থেকে আই .এ. পাশ করার পর বিশ্বভারতী থেকে ইংরেজি অনার্সে স্নাতক হন। ১৯৬৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশন এবং রমেন মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। বিজয়গড় জ্যোতি রায় কলেজেও তিনি অধ্যাপনা করেছেন।

মহাশ্বেতী দেবী বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর লেখা 'অরণ্যের অধিকার', 'অগ্নিগর্ভ' , 'তিতুমির হাজার চুরাশির মা' সহ বেশ কয়েকটি উপন্যাস কালজয়ী হয়েছে। লেখার পাশাপাশি আদিবাসী বিশেষত লোধা ও শবর সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য নানারকম কল্যাণমূলক কাজও তিনি করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সাহিত্য ও সামাজিক কাজের জন্য বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। ১৯৭৯ সালে তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান। ভারত সরকার ১৯৮৬ সালে ' পদ্মশ্রী' পরে ' পদ্মবিভূষণ' সম্মান প্রদান করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি ' জ্ঞানপীঠ' এবং আন্তজার্তিক সম্মান ' ম্যাগসাই' পুরস্কার পান। ১৯৯৯ সালে বিশ্বভারতী তাঁকে ' দেশিকোত্তম ' উপাধি প্রদান করেন।

বিভাগীয় প্রধানের কলমে —

ভারতের বৈদিক,বৌদ্ধ, মধ্যযুগীয় ও ইসলামীয় শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পাশ্চাত্যের ধর্ম নিরপেক্ষ বুর্জেয়া শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যন্ত সকল শিক্ষা ব্যবস্থাই শিক্ষকের কাছে দাবী করেছে তিনি যেন তাঁর শিক্ষার্থীদের স্থিতাবস্থার এক বিনয়নম্র অনুগামীতে পরিনত করেন। তাই শিক্ষার্থীদের সংবেদন গুনের বিকাশ এমনভাবে ঘটাতে হবে যাতে ভারতীয় সমাজে বৈষম্যভিত্তিক শোষন বিহিন সমাজ গড়ার অঙ্গীকার রূপে স্বীকৃতি পায়। এরই প্রভাবে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের সংবেদনশীল মনোভাবে প্রকাশ ঘটানোর অভিনবত্ব পূর্ন মনোভাব তৈরী হয়।

এই প্রাচীন মহাবিদ্যালয়ে " আবহমান" বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা সমস্ত প্রশিক্ষন রত শিক্ষার্থীদের বিভাবন সৃজনাত্মক দক্ষতার প্রকৃতির আত্ম প্রকাশ ঘটে। এই আবহমান পত্রিকা তাদের কুসুমিত ক্ষমতার দীপ্তময় উন্মেষের প্রথম পদক্ষেপ, যা তাদের বিস্তৃত আভিরূপ্য বর্ণময় জীবন কাজে উৎসাহিত করবে।

ভারতে চার্বাক, সাংখ্য, ন্যায় এবং গ্রীসের শিক্ষার ইতিহাস খুবই কুল্য বিস্তৃত এবং ক্রমান্বয়ে আদর্শ শিক্ষায় পরিণত হয়। আমরা সকলে চাই শোষণ মুক্ত সমাজ। আমরা সকলে বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করব। তাঁর মাতৃভক্তি দয়া ও সমাজ সংস্কারকের আদর্শ ও চেতনা আমাদের অনুপ্রেষণা জাগরনের প্রথম পদক্ষেপ ।

২০১৫ - ২০১৬ শিক্ষা বর্ষের অধ্যয়ন প্রস্তুতি ও বিভিন্ন সেমিষ্টার পরীক্ষা পর্বের মধ্য দিয়ে এবং সাথে সাথে বিভিন্ন পরিশীলন অনুষ্ঠানের দ্বারা শিক্ষার্থীদের আভিরূপ্য শৈল্পিক আন্দেশার সৃষ্টিধর্মী মননশীল এই পত্রিকায় স্থান দেয় পাঠকের নবীন মনে, কিন্তু তাদের এষা অনুসন্ধিৎসা, বিবিৎসা , বুবুৎসা গুণের দ্বারা বিশেষ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। তাদের ঋত জাগরনের সঙ্গে সঙ্গে ঔচিত্য প্রকাশ ঘটাবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ আমাদের সকলের শিক্ষাগুরু এবং তাঁরা প্রতিটি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি , দৃষ্টিভঙ্গি ,তত্ত্ব, শৃঙ্খলা, পাঠক্রম সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং তাহার শিক্ষার্থীদের আচরণের বাঞ্ছিত দিকের পরিবর্তন ঘটাবে। NCTE Regulation Act 2014 অনুযায়ী বর্তমানে দুই বছরের B.Ed. Programme গ্রহন করা হয়েছে। ফলে এই স্তরে পাঠক্রমের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এই নিয়ম অনুযায়ী এই বিভাগে ভর্ত্তি প্রক্রিয়া চলে। বিভিন্ন বিষয় পাঠক্রমে ও পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হয়। তাহা হল - Theory class, Engagement with field and EPC, practicum Teaching School intrernship, sharing the experience with the teaching

educators and engage with other co - curricular activities , orientation in college for pedagogy files of school subject and internship Teaching skills বিভিন্ন বিষয়ে এই প্রোগ্রাম এ সংযুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের ফলে তাদের নতুন নতুন অন্দেশার সৃষ্টি তাদের নব নব গুণের সংবৃত্তি হবে।

আগামীদিনে আশাকরি শিক্ষার্থীদের লেখাগুলি আরও কুল্য বিস্তৃতি ও সৃজনধর্মী হবে। তাছাড়া বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে কিছু সময় হাতে নিয়ে স্বল্প পরিসরে পত্রিকাটির প্রকাশ খুবই আনন্দের। আর পত্রিকার অলংকরণ, লেখার ছন্দবদ্ধতা, ভাষার যাদুকরণ আমাদের চির শ্বাশ্বত সত্যের নিরবিচ্ছিন্ন প্রকাশ ঘটবে।

পত্রিকা প্রকাশে যাদের আন্তরিক সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন পত্রিকা বিভাগের সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দ। মুদ্রণ বিভাগের কর্মীবন্ধুবৃন্দ যাঁদের অক্লান্ত শ্রম সহিষ্ণুতা পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করেছে তাদের জন্যেই রইল আন্তরিক শুভেচ্ছাও অভিনন্দন।

আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টার বাইরে কিছু ত্রুটি হয়ত থেকেই গেছে। তবু এই পত্রিকাটি বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির নানান বিষয় রচনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টির অভিনবত্বে উল্লাসিত হয়ে উঠুক এই কামনা করি।

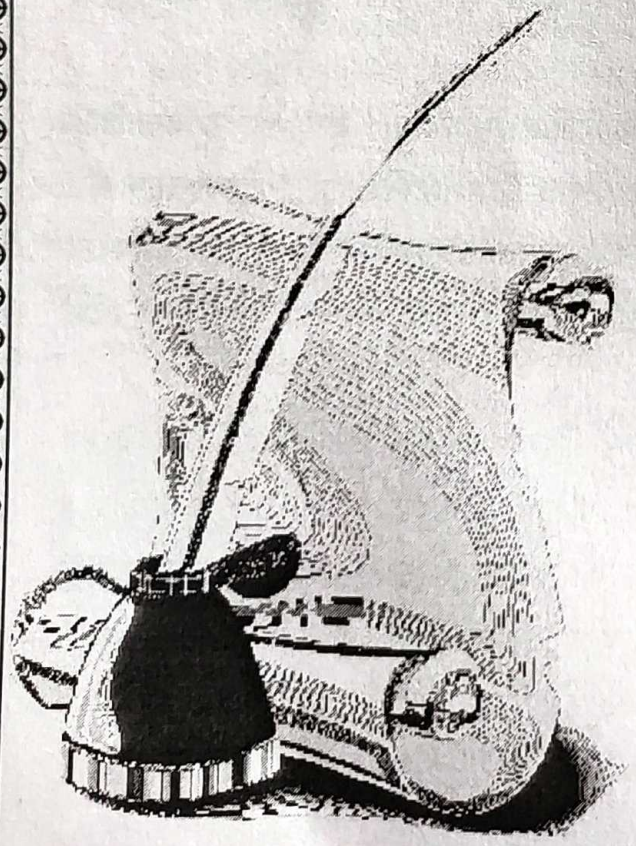

ড. সঙ্ঘমিত্র মাইতি
বিভাগীয় প্রধান, বি.এড. বিভাগ
প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি
পূর্ব মেদিনীপুর

.... সম্পাদকীয় কলমে

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৫ –২০১৬ শিক্ষা বর্ষের অন্তিমলগ্নে প্রকাশিত হল শিক্ষক – শিক্ষন বিভাগের বার্ষিক পত্রিকা আবহমান। যে কথা লিখতে আমাদের এই লিখনী ধরা, সে তো আমাদের কাছে অনির্বচনীয় আনন্দের ক্ষন। ২০১৫ –১৬ শিক্ষাবর্ষে প্রভাত কুমার কলেজের বি.এড. বিভাগের প্রশিক্ষার্থীর ভূমিকা নিয়েই আমাদের আগমন। অথচ এক সৌভাগ্য ও সম্মান বুঝি আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছিল। বন্ধুদের ভালোবাসায় ও বিভাগীয় অধ্যাপক – অধ্যাপিকাদের পছন্দে আমরা পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পেলাম। দায়িত্ব বরাবরের জন্য চ্যালেঞ্জের। কারন দায়িত্ব দাবী করে সযত্নে প্রয়াসের এবং যার মধ্যে থাকে কঠিন দায়িত্ব পালনের আশঙ্কাও।

বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. সংঘমিত্র মাইতি মহাশয়, অধ্যাপক অমিত কুমার বেরা মহাশয় এবং শুভানুধ্যায়ীদের অকৃত্রিম সহযোগীতা ও সুপরামর্শ শেষ পর্যন্ত আমরা সমস্ত প্রতিকূলতা ,আশঙ্কা জয় করতে পেরেছি – এজন্য সকলের প্রতি রইল আমাদের পক্ষ থেকে অজস্র ধন্যবাদ ও আন্তরিক অভিনন্দন।

সারা পৃথিবী জুড়ে যখন নৈতিক অবক্ষয়ের ধারা অব্যাহত, মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার পুর্নগঠনে অধ্যাপক মণ্ডলী ও প্রশিক্ষনার্থীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'আবহমান' পত্রিকার প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমরা বুঝেছি যে, শিক্ষা কেবল সংকীর্ন অর্থে নয়; বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে পাঠনোপযোগী জীবন গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। বৌদ্ধিক জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সামাজিক গুনাগুলির বিকাশের মধ্য দিয়ে জীবনে পূর্নতা আসে — সেই লক্ষ্যে আমাদের অন্তর্নিহিত সুকুমারবৃত্তিগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছে ।

' আবহমান' – এর প্রতিটি পাতায় পাতায় সর্বোপরি, পত্রিকার লেখাগুলি ভবিষ্যৎ জীবনে সকলের কাছে অমূল্য স্মৃতি ও সম্পদ হয়ে থাকুক — এই কামনা করে শেষ করছি।

শিখা গায়েন ,শম্পা বেজ
যুগ্ম সম্পাদক, পত্রিকা বিভাগ
শিক্ষক - শিক্ষন বিভাগ প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি

P.K. COLLEGE , CONTAI

Members of 8th Governing Body (2014-2018)

1.	Mr. Soumendu Adhikari	President, Governing Body & Chairman Contai Municipality
2.	Dr. Amit Kumar De	Principal & Secretary
3.	Sri Dibyendu Adhikari	Govt. Nominee
4.	Sri Mrinmoy Panda	Govt. Nominee
5.	Prof. Anup Maiti	University Nominee
6.	Vacant	University Nominee
7.	Sri Bimalananda Kar	B.D. Trust Nominee
8.	Prof. Subir Samanta	Teacher's Representative.
9.	Dr. Pradipta Pnchadhyayee	Teacher's Representative.
10.	Dr. Snehasis Maiti	Teacher's Representative.
11.	Prof. Lakshman Chandra Ojha	Teacher's Representative.
12.	Sri Anandamay Mitra	Representative of Non Teaching Staff
13.	Sri Sandip Ghorai	Representative of Non Teaching Staff
14.	General Secretary , Students Union .	Student Representative

B.Ed. SECTION
YEAR OF INCEPTION - 1966

In 1966 , Under the headship Prof. Banabehari Maity, the then Principal of Prabhat Kumar College, Contai Stared the Teacher Training Section under the affiliation of University of Calcutta with a student intake of 100 only. The nearby schools participated in the teacher's training section with their full heart. At that time, the course was named as B.T. (Bachelor;s Training) Presently, a total of sixteen full time teachers have been appointed by the present Governing Body of the college for smooth conduct of the NCTE affiliated course with an intake of total 100 students.

TEACHING STAFF

1.	Dr. Amit Kumar De. - M. Com, B.Ed. Ph.D.	Principal
2.	Dr. Sanghamitra Maiti, M.A. (Edu.) M.Ed. Ph.D.	Head of the Department
3.	Mr. Amit Kumar Bera , M.A. (Beng.) M.Ed.	Assistant Professor
4.	Mr. Chandan Bhakta, M.A. (Hist). M.Phill M.Ed.	Assistant Professor.
5.	Mr. Gourhari Patra, MA. (Geo) M.Ed.	Lecturer
6.	Ms. Jayati Maiti, M.A. (Edu)., B.Ed.	Lecturer
7.	Mr. Hemanta Chakraborty, M.A. (Eng), M.Ed.	Lecturer
8.	Mr. Manish Roy, M.A. (Sans), M.Ed.	Lecturer
9.	Mr. Biswajit Sahoo, M.Sc. (Chem), M.Ed.	Lecturer
10.	Ms. Yogamya Samanta, M.Sc. (Math), M.Ed.	Lecturer
11.	Ms. Ananya Jana, M.Sc. (Zoo) M.Ed.	Lecturer
12.	Mr. Amit Kumar Patra, M.A. (Mus), M.Ed.	Lecturer, Fine Arts.
13.	Ms. Bidisha Tripathy, M.A. (Geo) M.Ed.	Lecturer
14.	Mr. Sumit Kumar Das, M.P.Ed.	Part - time Teacher Directory of Phy. Education.
15.	Ms. Piyali Mondal, M.A. (Education), B.Ed.	Lecturer
16.	Mr. Gopal Ghorai, M.A. (Geography), B.Ed.	Lecturer

LIBRARIAN :

1. Mr. Debasis Bera, M.Com, MLISc., M.Phil, Diploma in Computer.

NON - TEACHING STAFF

1.	Mr. Anandamay Mitra , M.Com	Head Clerk & Accountant
2.	Mr. Kallol Pal	B.Sc. Cashier
3.	Mr. Biswajit Das	M.A. Clerk
4.	Mr. Sunil Das	M.P. Clerk
5.	Mr. Tara Sankar Panda	H.S. Laboratory Skilled Worker
6.	Mr. Mantu Maji	B.A. Bearer (Ad)
7.	Mr. Samir Mondal	VIII, Sweeper (Ad)

School of Internship এর বিদ্যালয়গুলিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন

- Kishor Nagar Sachindra Shiksha Sadan.
- Contai Town Rakhal Chandra Vidyapith .
- Contai Harisabha High School.
- Contai Model Institution.
- Bahitrakunda High School.
- Contai Kshe tramohan Vidyabhaban.
- Contai Hindu Girls' High School.
- Mahisagote Sahid smriti Vidya Mandir.
- Contai High School.
- Satmile High School.

P.K. College , Contai
Department of B.Ed.
Session - 2015 -2017

Committee

The different sub- committee and the members of the committee in the meeting date 10.07.15

Cultural Sub Committee

Amit Patra, Chairperson
Bidisha Tripathy, Vice Chairperson

1. Saswati Chatterjee
2. Sunipa Bhunia
3. Subhra Pramanik
4. Santu Pattanayak
5. Satyajit Pand2a
6. Monalisha Mondal
7. Sumana Adhikary
8. Sudip Chanda
9. Parvin Khatun
10. Jaya Samanta
11. Modhurima Pal
12. Jogendra Nath Shit
13. Bithi Debachariya
14. Moumita Roy
15. Pallabi Maity

Magazine Sub- committee

Dr. Sanghamitra Maiiti- Chairperson
Ananya Jana - vice Chairperson

1. Sampa Bez (Asst.Sec)
2. Sikha Gayen (Sec).
3. Tanushree Maiti
4. Swatilekha Maiti
5. Samapti Jana
6. Anirudha Chakraborty
7. Kuntal Tunga
8. Sovan Dash
9. Oishi Maiti
10. Moumita Maiti
11. Bithi Debacheriya

Game & Sports Sub - Committee

Yogamaya Samanta, Chairperson

1. Saswati Giri - Convener
2. Sudipa Rout - J. Convener.
3. Aysanali Khan
4. Amirul Haque
5. Binoy Kr. Paul
6. Santu Pattanayak

Excursion-Tour

Prof. Chandan Bhakta, Chairperson

Mantu Maji

1. Subir Kumar Sheet - Convener
2. Raman Kumar Jana - Join Convener
3. Pratima Patra
4. Amrit Ghorai
5. Sunil Jana
6. Mallika Paul
7. Priyanka Mukherjee
8. Saibal Panda
9. Mousumi Mandal
10. Swastika Maiti
11. Sukla Singha Mahapatra
12. Debashree Giri
13. Moumita Kulia
14. Baisakhi Sau
15. Sutapa Ghosh

Gardening and cleaning

1. Prof. Hemanta Chakraborty - *Chairperson*
   Students Name - All students are involve

FINANCE SUB- COMMITTEE

Prof. Biswajit Sahoo-Chairperson

1. Anushuman Maiti - Convener
2. Saswati Chattajee - Joint Convener
3. Satyajit Panda.
4. Oishi Maity.

শিক্ষক - শিক্ষন বিভাগের সারা বছরের কর্মসূচী

- অরণ্য সপ্তাহ পালন
- নবীন বরণ
- রাখী বন্ধন
- শিক্ষক দিবস
- স্বাধীনতা দিবস
- আলোচনা সভা (অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন)
- শিক্ষানীয় কেন্দ্র পরিদর্শন এবং শিক্ষামূলক ভ্রমন
- দেওয়াল পত্রিকা উদ্বোধন ।
- সরস্বতী পূজা
- দোল উৎসব

Teacher Training and Values Education

Dr. Amit Kumar De
Principal, P.K. College.

At the outset it was assumed that this tpoic would draw the general attention more strongly towards the issue. It is much important for our community, because it would challenge it to take risks when involving itself in more ideological discussions, considering that the ongoing educational debate till then was emphasizing more scientific, organizational and technical features than issues of philosophical and political nature. As far as the educational community is concerned, many organizations began indeed considering the issue of education for values as an updated theme lying in the center of many important discussions and actions. And as a result, educational systems are also geared again to take and share responsibilities in what concerns the personal and social education of their students, thus trying to meet the expectations of society in general and families' in particular. These ones are less and less available to take up the clarifying educational encounter with their children who are feeling more and more vulnerable and confused regarding the multiplicity of contradictory values emerging from a variety of instances around them, and where media, especially television, internet and print media have played a principal influence. In line with this the school curriculum also became the object of continuous analysis and criticism, curricular matters being requested to work out and consider more explicitly the valuing processes associated to the expression of those areas within the various contexts of daily life where such processes act upon or are underlying. It is my expectation that the write up will be a source of information, arguments, and different perspectives for looking at values issues, all contributing to

strengthen the unique responsibility of educators. This may be the pathway for young teachers to encounter great meanings value educations.

Indian Scenario- In India, most value education programmes have been initiated by religious organizations. However, many organisations are actively involved in promoting value education in their own schools in the form of informal or formal classes. Gandhiji said that 'formation of character should have priority over the alphabet' and Swamiji said that teaching of religion must be part and parcel of education which, according to him was essential to teach values. Over the years, however, value education has taken the back seat.

Indian School Curriculum-In the last decade the CBSE and NCERT have taken initiatives to re-introduce Value Education into the curriculum. NCERT had set up a National Resource Centre for Value Education(NRCVE) in 2000. In 2002, it launched a "National Programme for Strengthening Value Education." The focus was on generating awareness, material development, teachers' training, promotion of research and innovations in the education of human values. The CBSE had introduced Life Skills in classes VI and VII in 2003 and by 2005 had extended it up to class X. Now, they not only have a set of lesson plans for teachers of the subject but have also introduced the concept of Value Based Integrated Learning (VBIL) wherein all lessons are linked to some "value". It is also in concurrence with the NEP. However, the situation on the ground is very different. Some schools call it "Value Education", others call it "Life Skills" and some even call it "Personality Development". Some schools have prescribed books for the subject, but unlike subjects like Music, Dance, or Physical Education there are no specially trained teachers for the subject. No school schedules more than one class a week for VE. All classes are taken by teachers who have not been trained to teach

the subject and often, seem to have no interest in it. Most are unaware of the efforts made by CBSE to help them with teaching this subject. Many teachers use the period allotted for the subject to teach other subjects. How then can we expect "Value Education"?

In an attempt to ease assessment of Life Skills and Attitudes and Values, CBSE has laid down guidelines for the same in their Comprehensive and Continuous Evaluation (CCE). The joking side is that, it has created resentment amongst some teachers and parents and created a lot of resistance in schools. The class teachers, who are often subject teachers, do not have time to observe children's reactions, behavior, responses etc, since their focus tends to be on the "academics". Hence, filling up the elaborate assessment sheet becomes a huge task. Parents seem to question the teachers' judgment and the basis of their subjective statements regarding this subject in students' reports. If we were to have specially trained teachers for VE or LS, and they were to observe the child in a structured environment, their comments would carry far more credibility. Shouldn't we actually be doing what great leaders and philosophers have advised for centuries? Shouldn't we give priority to character building over academics? It might take decades for such a paradigm shift but in the meantime, teacher training in Value Education will go a long way in filling the present gap. Though the NCERT and CBSE have been trying to do their bit in this area there is much that needs to be done.

Now the question is 'can values be taught'?

The objection from many is that values cannot be taught, they need to learn or acquire. Ideally, values must be taught by people who are willing to lead by example. Given the state of public life in our country today – where corruption, violence and intolerance are increasingly evident in day to day interactions – isn't it high time that educationists made a concerted effort to

teach values? Let, try to explain the view on how values can be taught from three different perspectives – the rational, the thoughtful and the cognitive.

The rational perspective – If teaching is the giving of instruction or is intended to impart knowledge or skill and if it is done through discussions, experimenting, lectures, demonstration, modeling, role playing etc., why isn't it possible to use the same methods for value education? The knowledge content would relate to universal concepts like honesty, respect, compassion etc., and the methods used would be the same as we used for other subjects. Now, can the lecture method be used to teach each and every subject including values? Can discussions be used to teach all the subjects? It is possible to use all methods to teach all subjects including values. Only the proportion or presentation may vary. While teaching Dance or Music, more time is spent on demonstration and less on discussion when compared to social studies. Just as an English teacher would need to be articulate to be effective, to teach values, the teacher would need to 'walk the talk' and be a good role model. This, in other words, is 'demonstration'. Values too cannot be inculcated unless the laws of life are experimented with and put into the practice. So though all methods are used, demonstration, discussion and practice would be the more important when it comes to teaching values.

The thoughtful perspective – Let us now take a look at what great scientists and philosophers have to say about the system of teaching. Rishi Aurobindo had said "The first principle of teaching is that nothing can be taught." Swamiji had said "No one was ever really taught by another. Each of us has to teach himself. The external teacher offers only the suggestion which rouses the internal teacher to work to understand things." Socrates had said "I cannot teach anybody anything; I can only make them think." Galileo had said "You cannot teach people anything. You can only help them discover it within themselves". Einstein had said "I never teach my pupils; I only attempt to provide the conditions in which they can learn".

So, according to all these luminaries, scientist or philosopher, Indian or Greek, nothing can be taught. It can only be learned, and we, as teachers, have to facilitate the process. Whether it is Math, Science, English, Music or Values, the methods would remain the same. The responsibility of the teacher increases manifold and the need for good role models becomes an absolute necessity.

The cognitive perspective – It has been said that nothing has been taught unless it is learned. So cognitive scientists focus on how learning takes place. The learning pyramid, below, shows very clearly that the traditional lecture method of teaching is practically ineffective and that it is demonstration, discussion and 'doing' that hold the key to effective learning.

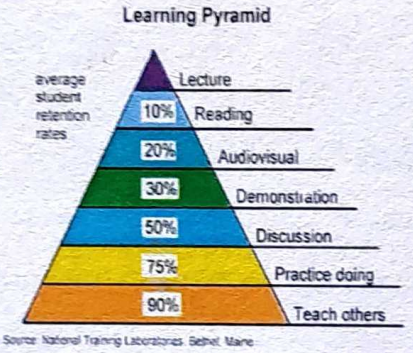

In case of teaching values, demonstration is considered more effective than discussion. However, the important point to note is that teaching others is considered the most effective way to learn. So if values are taught in a structured manner by teachers who are specially selected for their interests and aptitudes, and then trained, it should have far reaching effects. Not only would students learn but teachers too would benefit.

The issue really should not be about whether values can be taught or not. The focus should be on finding good role models who will use modern teaching methods to teach values, and help students become capable of making better choices in life.

If we can at least agree that schools need to join hands with parents to counteract the negative influences of modern life and that children need a role model with whom they can discuss issues which confuse and amaze them, on even a weekly basis, we would be making taking the first step. One period a week is already available in most schools. We can use this time more effectively by selecting teachers with a specific set of skills, interests and aptitudes and training them to make best use of the available resources.

Conclusion-Finally there are different ways in which teachers' education can respond to curricular changes at the school level. At the first level, there is the purely immediate response of taking any recommended reform as a sacred 'given' and translating it into an add on through a methodology course. Secondly, the response is based on a broad understanding of the suggested intervention but again confined to the introduction of any course. A third way of responding would be not to uncritically accept the proposed change but to submit it to critical inquiry. Study what it means to the entire process of teachers' education and work out its implications in the light of a well articulated rationale and philosophy. It is such studied and informed response that should come forth from teachers' education to the demand for its value orientation. Thus, the core message of value education for teachers and teacher educators is not that they should do extra or additional things but they should do whatever they are expected to do by their calling; teaching, testing, relating to the community, parents and students, with a sense of commitment, sincerity and dedication. The professional ethics for teachers is in itself a complete programme of value education for teachers.

প্রভাত কুমার মহাবিদ্যালয়, কাঁথি
বি.এড. সেমিনার হল এর উদ্বোধন
এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন
তারিখ- ২২.০২.২০১৬
উদ্বোধক -
সভাপতি-
ড. অমিত কুমার দে

ফিরে দেখা

..... শিক্ষা মূলক ভ্রমন

গিরিবর্ত্ম রোটাং এবং মায়াবিনী মানালী .....

ড. সংঘমিত্র মাইতি, বিভাগীয় প্রধান বি.এড. বিভাগ।

গিরিপথের পদযাত্রী এখন আমরা সবাই পিচ্ছিল গিরিপথের তুষারাচ্ছাদিত সেই গিরিবর্ত্ম। যা দক্ষিণে প্রায় সাত হাজার ফুট নীচে কুলু উপত্যকা এবং উত্তরে প্রায় তিন হাজার ফুট নীচে লাহুল উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দুই উপত্যকার মধ্যবর্তী বিভাগে পীর পাঞ্জলের সাড়ে তের হাজার ফুট উঁচুতে সেই ভয়ংকর রোটাং গিরিবর্ত্ম। আমরা রোটাং এর পদচারী প্রভাত কুমার কলেজের শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগের আমরা ও প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থী সবাই।

পাহাড়ে ঘেরা প্রাচীর চতুর্দ্দিকে কিন্তু প্রাচীর গুলি খুবই খাড়াই ও তুষারাচ্ছন্ন এই তুষার শুভ্র আচ্ছাদিত এই গিরিবর্ত্মের উপর দিয়ে আসা হিমেল হাওয়ায় ঠকঠক করে কাঁপছি আমরা সবাই। তবে কাঁপুনি হাড়ভাঙা কিন্তু তা বলতে বাধা নাই। এই শুভ্র তুষারের বুকে হাঁটতে হাঁটতে পা অবশ হয়ে আসছে ক্রমশঃ। এর ভ্রমণের অন্তিম সময়ে পথে মধ্যে পোষাক ও জুতো পরিহিত করে সবাই সকলে সেইদিকের যাত্রারত। কিন্তু আনন্দের উন্মাদনায় সেই কষ্টের জ্বালানুভূতি ক্রমশ মলিন হতে যাচ্ছিল। তবে ক্রমশ উচ্চতর আবহাওয়া অবস্থিতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের কম বেশী শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। অস্বাভাবিক নাক ও চোখে জ্বালা। যেন সবাই একরকম ক্লান্ত ও অবসন্ন। কিন্তু তবুও আমরা সবাই গিরিবর্ত্ম রোটং এর পদচারী। অর্থাৎ কুলু উপত্যকার প্রাণধারা বিবাশার উৎস দর্শনার্থী। সেই দুরগম ও ভয়ংকর গিরিবর্ত্ম রোটাং এ পুরু গালিচার মত তুষারের উপরেই বসে পড়লাম আমরা সবাই এবং আনন্দে মাতোয়ারা সবাই। এখানে আনন্দের অনুভূতি প্রবল। কিন্তু প্রকৃতিই সবাইকে নিয়ন্ত্রিত করছে। ঠান্ডার অনুভূতি সেই সময়ে পাওয়া চামরি গাইয়ের দুধের গরম চা খুবই আরাম হচ্ছিল এবং সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মাঝে মাঝে মেঘলা হয়ে আসছে আবহাওয়া। সেই সময় এক হঠাৎ তুষার বৃষ্টি হওয়ার ফলে আমরা সবাই যেন এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি করছি। অবিরাম দমকা বইছে কনকনে ভীষণ ঠান্ডা বাতাস। পাহাড়ে ঘেরা সেই বিস্তীর্ণ তুষার বক্ষে অবস্থিত আমরা সবাই। যেন সামনের মানুষ চলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে দৃষ্টির আড়ালে। এবং তাহা তুষারপাতের ফলে। সেই উপত্যকা পৃষ্টের ভাড়া করা সেই প্যান্টের ভাঁজে ভাঁজে তুষার কণা আবৃত্ত। যেন আমরা মধ্য হিমালয়ের তুষার রাজ্যের নব অতিথি বাঙালি আমরা সবাই।

গিরিবর্ত্ম রোটাং তুষার রাজ্যই বটে। এই উপত্যকায় জুন থেকে অক্টোবর এই তুষার রাজ্যে মানুষের ভীষণ আনাগোনা। বাকী সময় গিরিবর্ত্ম রোটাং ভয়াবহ অগম্য জীবন প্রতিকূল অবস্থা সবার। তবে কারুর সাধ্য নেই সেই দূর্বিসহ ভয়াবহ রোটাং অতিক্রম করার। কিন্তু এরই আশেপাশে অসংখ্য গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়। তবে সারা অঙ্গে তুষারের বর্ম ধারণ করেছে এবং মাথায় তুষারের কিরীট এমন মনে হয়। অর্থাৎ এযেন ভয়ংকর দুর্গম সুন্দর তুষার ধবল তরঙ্গায়িত সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয়।

রোটাং শব্দটি তিব্বতী। এই শব্দের অর্থ হ'ল মৃতের স্তুপ। এই গিরিপথের তুষার ঝড়ে প্রাণ দিয়েছে নাকি অসংখ্য নরনারী। আর বাদ যায়নি ভারবাহী পশু। তাই তিব্বতীয়রা এই প্রকৃতির ভয়াবহতা বুঝতে নাম দিয়েছে রোটাং। তবে সেই নামটাও এখনও খুবই পরিচিত এবং জনপ্রিয়। তাই হিমালয়ের বুকে থাকা বিপজ্জনক

গিরিপথ খুবই কম রয়েছে। পূর্বে স্থানীয়দের বদ্ধধারণা ছিল এটি একটি গিরিশিখর। যাকে ইংরেজিতে বলা PASS । অর্থাৎ দু'টি গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী পথরেখা তবে দৈর্ঘ্য মাইল দুই এবং প্রস্থে আধ মাইলের কম। ভূমি নিরীক্ষা চিহ্নিত স্থান থেকে অবগত হই।

রোটাং এর একটু উঁচুতে একটা ছোট কুন্ড রয়েছে। এই কুন্ডের ধারে বসে নাকি কোনকালে তপস্যা করছিল ঋষি বাসুদেব তাহা ঐতিহাসিক মহাকাব্য থেকে অবগত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেখানে রক্ষিত ছিল ব্যাস ঋষির এক পাথরের অবক্ষয় মূর্তি। এই কুন্ডই বিপাশার উৎসকুন্ড ''ব্যাস ঋষি'' এবং পরবর্তীকালে তাই থেকে হয়েছে ''বিয়াস রিখি'' অর্থাৎ কুলু উপত্যকার সৃজনরূপ প্রাণধারা। নদী বিপাশার উজান বেয়ে মান্ডি, কুলু কার্তবাইন হয়ে মানালীতে এসে ছেদ পড়েছিল সবাই এর যাত্রার। এই যাত্রাপথে খিদার অন্তিম তাগিদ গিরিপথের মাঝে রাষ্ট্রীয় পরিচালতি পার্কের মধ্যে সবাই আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য কিছু সময় অতিবাহিত করি। সেই মায়াবিনী মানালী থেকে রোটাং যাত্রার প্রাথমিক শুরু হিসেবে চিহ্নিত। তবে নব মানালীথেকে রোটাং এর দূরত্ব একান্ন কিলোমিটার। ময়াবিনী মানালী সাড়ে ছয় হাজার ফুট এবং রোটাং সাড়ে তের হাজার ফুট। তবে এই একান্ন কিলোমিটারের মধ্যে উঠে এসেছি আমরা সবাই সাত হাজার ফুট উঁচুতে, অবাক লাগে ভাবতেও। তাহার দৃশ্যপট খুবই অবাকময় ও ভয়াবহ। মানালী রোটাং পথের শেষ জনপথ সম্ভবত মায়ী-ই। এরপর আর কোন জনবসতি বা চা ও খাওয়ার দোকান নজরে পড়েনি। যা পড়েছে তা শুধু পর্বত ছায়া ঘেরা পাথর, ঝরর্ণা, ঢলে পড়া তুষার, বরফ। মারী মানালী থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। মারীর উচ্চতা বার হাজার ফুট। তবে এই মারীর সঙ্গে মিশে আছে ইতিহাসের এক প্রবাদ কাহিনী। এই মারীর ঠান্ডাতেই আন্দাজ করা গেল রোটাং এর ঠান্ডা আরও কত ভয়াবহ হতে পারে। তাই মনের তাগিদে এখান থেকেই চমরি গায়ের দুধের গরম চা ফ্লাক্সে নেওয়া হল সকলের জন্য এবং আর কিছু পরিমাণ শুষ্ক খাবারও ব্রেকফাস্ট নেওয়া হ'ল। আর হিমালয়ে নির্জ্জনের অন্দর মহলের যাত্রী হতে চলেছি আমরা। এবং অতিথি হতে চলেছি হিমালয়ের নিস্তব্ধ চির তুষারে আবৃত্ত এক শুভ্র ঠান্ডা রাজ্যের।

তাই সেই সাড়ে তের হাজার ফুট উঁচু চির তুষার রাজ্যে রোটাং এর তুষার শুভ্র গালিচার উপর বসে আমরা ও সবাই। লাহুল উপত্যকার দিক থেকে একদল ভুটিয়া উঠে আসছে ভেড়ার পিঠে মাল চাপিয়ে। তবে তাদের গন্তব্যস্থল কুলুর দিকে। দড়ি দিয়ে ঘন্টা বাঁধা প্রত্যেকটি ভেড়ার গলায়। ঠুং ঠুং শব্দ পাহাড়ী রাস্তায় চলায় তালে তালে দিচ্ছিল মাতিয়ে। এই এলাকার লোক ভুটিয়াদের বলে ''গদ্দী'' এই গদ্দীরাই তুষার রাজ্য অতিক্রম করে লাহুলের দিক থেকে নিয়ে আসে ঠান্ডার জন্য মানুষের উল কম্বল এবং আর কুলুর দিক থেকে নিয়ে যায় মানুষের খাদ্য, চাল, আটা, চিনি, নুন অরো কত কী। যা এই জন বসতির জীবনযাত্রার জন্য। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এই গিরিবর্ত্মের পাহাড়ি রাস্তা ঘাটের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সেই তুষারাচ্ছন্ন বসবাসকারি মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ণে বিশেষর পদক্ষেপ। ফলে সেই পর্বতে ঘেরা গিরিরর্ত্মের পাহাড়ি সড়ক পথে ট্রাক্কের চলাচল শুরু হয়েছে। গ্রীষ্মের দিনে কুলু কিংবা মানালী থেকে বাসে যাতায়াত চলে উত্তরে লাহুল স্পিতি উপত্যকার বিভিন্ন জনবসতির জায়গায়। যা পাহাড়ি মানুষের জীবযাত্রার মানোন্নয়ণের বিশেষ পদক্ষেপ। অর্থাৎ লাহুল উপত্যকার সদর হল কেলঙ। এবং স্পিতি উপত্যাকার সদর কাজার সঙ্গেও সরাসরি সংযোগ মানালীর পাহাড়ি সড়ক পথেও। ফলে সেই ছোট ছোট সহজ পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর শহর। সম্প্রতি মানালী থেকে সড়ক পথ গিয়েছে লাডাকের সদর তেঁতেও। সরকারি বাস পরিবহন ব্যবস্থা সর্ব সাধারণের জন্যেও দেখি। মায়াবিনী

মানালী থেকে লে'র দূরত্ব ৪৮৫ কিলোমিটার। লের উচ্চতা ১২০০০ ফুট। কিন্তু এখানে পাহাড়ী পথে পৌঁছাতে গাড়ির সাহায্য নিতে হয়। পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গিরিপদ ১৭৫৮২ ফুটের তাংলাংলা গিরিপথটি খুব জনপ্রিয় বটে। তবে এই লাহুল স্পিতি বা লে' সম্পর্কে আমাদের কাছে সব কিছু অজানা ছিল। কিন্তু ভৌগোলিক পরিসীমা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সেই অজানার মূল কারণই ছিল এই দুর্ভেদ্য ও দুর্গম গিরিবর্ত্ম রোটাং যা ভয়ঙ্কর। বরফে ঢাকা রোটাং অতিক্রম করা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্ভেদ্য। এই দুর্গম রোটাং এর পূর্বের নাম ''রিতঙ্কা জোত''। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম মুরক্রাফট এবং তার সহবন্ধু জর্জ ট্রেবেক বোখারা যাবার পথে কুলু থেকে যাত্রা শুরু করে দুর্গম, দুর্ভেদ্য ও ভয়ঙ্কর গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে।

লাহুল উপত্যকার ১৬২৫০ ফুটের বড়ালচা গিরিশিখরের পাদদেশে পৌঁছে ছিলেন চন্দ্রা নদীর তীর ধরে। এই বড়ালচা গিরি শিখরে অতিক্রম করে থাকে লাডাকের জনপদ লে' তে। মুর ক্রফট ছিলেন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন ভেটেনারী সার্জেন। এবং ট্রেবেক একজন তরুণ সরকারী সার্ভেয়ার। তাঁরাই এই গিরিবর্ত্মের নাম 'রিতঙ্কা জোত' চিহ্নিত করে বলেই জানা যায়।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল লেটিভ ইনফ্যান্ট্রির সার্জেন ডাঃ জে. সি গেরাভ স্পিতি উপত্যকার সমীক্ষায় এই দুর্গম গিরি সংকট অতিক্রম করতে হয়েছিল। তিনি এই গিরি সংকটের নাম উল্লেখ করেন রোটাং বলেই। এই সময় থেকে 'রিতঙ্কা জোত' পরিচিত হয়েছে ''রোটাং'' নামে সকলের ধারণা কিন্তু এই দুর্গম গিরিবর্ত্ম চির তুষারাবৃত রোটাং সাধারণের মানুষের কাছে ভয়াবহ।

প্রাচীণ ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে এক মিশনারী যাজক ১৬৩১ খীস্টাব্দে এই দুর্গম তুষারাবৃত গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেছিলেন তিব্বতের দিক থেকে কুলু উপত্যকায় আসার পথে। এই ইতিহাসের প্রামাণ্য পথে এটাই নাকি গিরিবর্ত্মটি অতিক্রমের প্রথম ঐতিহাসিক কাহিনী। কিন্তু দ্বাদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর সময় কুলুর রাজ সৈন্যদল নাকি আক্রমণ করেছিল লাহুল রাজ্য এই গিরিসংকট পেরিয়ে। কিন্তু তার কোন প্রামাণ্য - ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলেনি।

ইতিহাস এই সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনাই আমরা বাস্তবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। সেই গিরিশিখরের ভয়াবহতা এবং রূপলাবন্য তুষার আবৃত। এই গিরি শিখরের দক্ষিণের গিরি শিরার অনেকটা উপরে আমরা সবাই। এবং উত্তরের পাহাড়টা গিরি সঙ্কট ঘেঁসে। কিন্তু অনেকটা খাড়াই। তবে তুষারের উপর দিয়েই আসতে হয়েছে আমাদের সকলকেই। তবে এই গিরিশিখরের তুষার স্তুপের কোথাও কোথাও তুষার গলে গড়িয়ে স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ জলধারা। এবং নীচে তা আকার নিচ্ছে স্রোতস্বিনীর রূপ।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সময় অতিক্রান্ত। এবং দেখতে দেখতে শুরু হয়েছে মৃদু তুষারপাত। যেন গায়ে এসে পড়েছে তুষার কণা। যেন মনে হচ্ছে কোথা থেকে বিপুল সাগুদানা গায়ে এসে পড়েছে। কিন্তু কনকনে ঠান্ডা বাতাস। "Rotang Wind" না হলেও কিন্তু সকলের ভীষণ আতঙ্ক। তুষারপাতের ফলে অন্ধকার আবহাওয়া ক্রমশ ঘণীভূত। এই কঠিন পরিস্থিতিতে সকলের চোখের সামনে রোটাং রূপ বদলাচ্ছে। এবং তার প্রকৃতি মিনিটে মিনিটে ভয়ঙ্কর হচ্ছে। তা মানুষের কাছে তার রূপ আবেগও কঠিনরূপ অনুভূত।

ক্ষণে ক্ষণে দেখতে পারছিলাম মাথার উপর ছিল পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশ। এবং পরের মুহূর্তে দেখতে পারছিলাম ভয়ংকর পরিবেশের চারদিকের রূপালী চূড়ায় চকচকে রোদ। কিন্তু বাঁদিকের পাহাড়ের দিকটায় ছিল খানিকটা কুয়াশার ছোঁয়া। তবে হাল্কা মেঘের আনাগোনা খোকসারের দিকে উৎরাই দেখা

যাচ্ছিল। কিন্তু তার প্রান্তরে ছিল আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা। সেই মায়াময়ী রোটাং (Rotang) হঠাৎ কেমন রূপ বদলে উঠল। রোটাং এর আবহাওয়ায় কোন স্থিরতা নেই। দুপুরে পড়ে থাকা এখানে ঠিক নয়। এই সময়ে তুষারপাত এবং তুষার ঝড় প্রবল। এখানে তুষারপাতের চেয়ে বিপজ্জনক সেই ঝড়। তা কয়েক হাজার মাইল বেগে প্রবাহিত হতে থাকে। তাই আমরা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি নেমে আসলাম। আমরা সকলে গিরিবর্ত্মের উপরের দিক থেকে শুরু করলাম ধীর গতিতে নামতে। তখন দেখতে পাচ্ছি বরফ গলা জল নামছে পায়ের তলা দিয়ে কি মনোরম শব্দ কুলকুল করে। আমরা সকলে সেই বরফে ঢাকা পাহাড় থেকে পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছি। এবং মাঝে মাঝে আছাড়ও খাচ্ছি সেই পিচ্ছিল পাথরে। আমরা সকলে শিশু বিপাশাকে কয়েকবার পারও হলাম ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। শেষ পর্যন্ত গিরিবর্ত্মের ছোট সমতল প্রান্তরটুকুতে নেমে এলাম সকলে আমরা।

এই প্রান্তের আবহাওয়া ছিল অন্যরকম এবং বিপরীত ক্রমে কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও আলো ঝলমলে। পূর্ব দিকের একটি তুষার ধবল গিরি শৃঙ্গের ফাঁক দিয়ে এক প্রশান্ত সোনালী রোদ আছড়ে পড়ছে। তার একদিকে পাহাড়ের ঘন ছায়া ও শিশু বিপাশার রূপালী স্রোতে আলোছায়া দোলা দিচ্ছে। রোটাং এর সাদা তুষারের কালো প্রান্তর কুয়াশার লুকোচুরি ভয়ংকর মেখলা। আর দুরে সোনাপানি হিমালয়ের বুকে লাল রঙের অপূর্ব আল্পনা। এই বিপাশার বহুদূর নীচ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এক অপূর্ব রূপালী স্রোত রেখা। শিশু বিপাশা নীচের ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠছে কিশোরী রূপ এবং লাবণ্যময়ী রূপ। এই বিপাশা নদী যেন আঁকা বাঁকা শিথিল বেণী ছাপিয়ে নৃত্যের তালো তালে নেমে এগিয়ে চলেছে। এই কিশোরী নূপুর নিক্কনা বিকাশে শত শত রূপালী ঝরণা এসে তাকে আলিঙ্গন করছে। এই রটাং এর রূপ সত্যই নয়নাভিরাম এবং তাহা যেন স্বর্গের অলকাপুরী। এই কিশোরী বিপাশা চপল চটুল নৃত্যের তালে তার ভঙ্গিমা সকল দূরাগত দর্শনার্থীদের মনে প্রাণে আকর্ষণ করে।

পাহাড়ের প্রান্তরের এক পাশ দিয়ে সড়কপথ লাহুলস্পিতি উপত্যকার নামার কৃষ্ণসর্পিল পথ। এখান থেকে দশ কিলোমিটার নামলেই দেখা যাবে চন্দ্রা নদীর অববাহিকা অঞ্চল। এবং তার নিকটবর্তী প্রথম জনপথ হল খোকসার। এরই পশ্চিমের কিছু দূরে তিনটি নদীর সঙ্গমস্থল। সেই তিনটি নদী হ'ল - তান্ডি - চন্দ্রা ও ভাগা সেখান থেকে। সেই ভাগা নদীর তীর ধরে লাহুলের সদর কেলঙ। খোকসার থেকে আর একটি পূর্বদিকে চন্দ্রা নদীর তীর ধরে সড়কপথ এবং তা কিছুদূর নিয়ে ফুটি রুনী হয়ে কুনডুমে গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে স্পিতির সদর কাজায়। কেলঙ থেকে সড়কপথে ক্রমাগত বড়ালচা, সারচু, লাচু লাংলা, ডেবরিং, রুমসে উপসি হয়ে লাডাকের রাজধানী লে' তে। এই কৃষ্ণ সর্পিল পাহাড়ীপথ খুবই ভয়ঙ্কর ও দুর্গম। রোটাং থেকে কেলঙের দূরত্ব ৭০ কিলোমিটার। এবং কাজার দুরত্ব ২০০ কিলোমিটার। তান্ডি থেকে চন্দ্রাভাগা পশ্চিমে গিয়ে ফিরোট হয়ে ক্রমশঃ চাম্বা উপত্যকায় ঢুকেছে। এই ভয়ঙ্কর দুর্গমপথে ত্রিলোকনাথ তীর্থ।

এখন মোহময় রোটাং এবং মায়াময়ী বিপাশা তা খুবই যথাক্রমে ভয়ংকর ও স্বর্গের অলকাপুরী রোটাং এর ক্ষুদ্র প্রান্তরে আমরা সকলে পথচারী। এই পথে একদল গায়ে তাদের প্রত্যেকের গায়ে নানা রঙের পাথর বসানো রূপো আর পেতলের অলঙ্কার পথ কাঁপিয়ে চলেছে। কিন্তু সেই পথের ফাঁকে ফাঁকে তখন জমে আছে বরফ। সদ্য বরফ গলা জলে ভেজা প্রান্তরে দাঁড়িয়েই ভয়ঙ্কর সুন্দর রোটাংকে আমরা সকলে পর্যবক্ষেণরত। এবং সেই মুহূর্তে আমাদের ভ্রমণ কমিটির ছাত্র - ছাত্রীরা আমাদের সকলকে চকলেট পরিবেশন করে এবং সেই মুহূর্তে বিপাশার পাশে দাঁড়িয়ে সকলে আমরা সবাই রিখিতে। বিপাশা নদ আপন খেয়ালে কুল কুল করে বয়ে নিজ গতিতে চলেছে। তা কম দূরত্বে বিয়াস রিখিতে জন্ম। তাই এখনও শিশু। কিন্তু তা ভাবতে অবাক লাগে। এই

বিপাশাই কুলু পাঞ্জাবের প্রাণধারা। এবং হিমাচলের পূণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী। প্রায় ৩০০ মাইল পথ হিমাচল ও পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে বিপাশাই পরিক্রমারত। এবং তা শেষে শতদ্রু নদীতে মিশেছে। কিন্তু এই বিপাশাই পাঞ্জাবের পঞ্চনদীর অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত। বিপাশা নদীর পোশাকী নাম হল বিয়াস। প্রাচীন যুগে এই নদীর কত নামই না ছিল। তখন তাকে কত নামে যে ডাকা হত। কখন বলা হত বিপাশা, কখনও উরুঞ্জিরা এবং আবার কখন বলা হত আর্ষকীয়। তবে গ্রীকরা 'হাইফাসিস' নামে চিহ্নিত করত। এই নদ যুগে যুগে মুক্তধারা রূপে অতিক্রম করে চলে আসছে। তবে রোটাং এই মুক্তধারার প্রকৃত উৎস। কিন্তু রোটাং যুগে যুগে মানুষের কাছে ভয়ংকর হলেও তা আমাদের কাছে স্নিগ্ধ সুন্দর।

শুভ্র বরফে ঘেরা হিমালয়ের চরণতলের সেই মানালী- কুলু উপত্যকার অনিন্দ্য সুন্দররূপ মন কেড়ে নেয়। এই ভৌগোলিক সীমায় সবুজ অরণ্যে ঘেরা ছোট পাহাড়ী জনপথ। সেই সবুজ শাল - সেগুন - পাইনের সারি সারি দীর্ঘতম সেই গাছ আচ্ছাদন সকলের কাছে মনোময়। সেই তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ হিমালয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমরা সকলে সিমলা থেকে গাড়ী করে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আঁকাবাঁকা কৃষ্ণ সর্পিল পাহাড়ের খাদের ধার ধরে চড়াই - উৎরাই পেরিয়ে পাহাড়ী পথে বিলাসপুর - সুন্দরপুর - মান্ডি ছাড়িয়ে আমরা সকলে সেই গহন গিরিকন্দরে। আমরা সকলে আসার সময়ে সূর্যদেবের আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে সবুজে ঘেরা পাহাড় পর্বত। যখন আমরা কুলুতে অবস্থানরত, তখন সূর্যদেব অস্তমিত সবুজে ঘেরা পাহাড় পর্বতারণ্যের ফাঁক দিয়ে সেই লাল রৌদ্র আভা রাস্তার উপর আছড়ে পড়ছে। কুলুতে জমির পর জমিতে বেদানা গাছের চাষ। গাছ ভর্ত্তি বেদানা। দেখতে অপূর্ব লাগছে। সেই সময় বিপাশার উজান বেয়ে বিকালের সেই লাল রৌদ্র আভার মধ্য দিয়ে এসেছিল গাড়ী। তাই আমরা সকলে ভালো করে দেখেছি মানালী। সেই সঙ্গে ভালো করে দেখছি তার অঙ্গাভরণ।

যখন মানালীতে পৌঁছেছি তখন সূর্যদেব অস্তমিত। সকালে মানালী ধরা দিয়েছে তার অপূর্ব মায়াবিনী রূপে। হোটেলে কাঁচের জানালার পর্দ্দা সরিয়েই দেখি চোখের সামনে এক অপূর্ব দৃশ্য, তখন হোটেলের বাহিরে প্রচন্ড ঠান্ডা। ভোর অতিক্রম করে সকালের রৌদ্রের আলো সবুজের উপর শুভ্র পাহাড়গুলি যেন হাসছে খিলখিলিয়ে। এবং সেই হাসির বিরাম নেই। সেই দৃশ্যরূপে ফেরাতে পারলাম না চোখ। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। বোধ হয় প্রকৃতি বুঝতে পারলো তার রূপের নেশায় মুগ্ধ আমি। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকৃতি আরও অভিভূত করার জন্য আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই আলোছায় মনে হচ্ছে প্রকৃতি সবুজ ঘাঘরাটি রেখে পরে নিল গোলাপী বক্ষবাস। সঙ্গে সঙ্গে ঝিকমিকিয়ে উঠল তার সমস্ত অঙ্গ। সেই মানালী মন্ত্রমুগ্ধ করে রৌদ্র বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে. ততক্ষণে গোলাপী বক্ষবাস পাল্টে পরে নিয়েছে সোনালী বক্ষবাস। সেই সময় রামধনু সাতরঙ ছড়িয়ে দিয়েছে আশেপাশে। দেখতে পেলাম যেন সাদা কালো মেঘের ওড়না জড়িয়ে নিয়েছে গায়ে। মনে হল রূপময়ী নটী যেন সে। ততক্ষণে রূপের পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে যেন এক মায়াবিনী রূপ। সকলের কাছে মানালীকে মায়াবিনী না বলে কোন উপায় নাই। সময়ের পরিবর্তনে দিনের মধ্যে কতবার রূপ বদলাল সে। সেই রূপের নানা পরিবর্তন আগুন ধরাল মনের মধ্যে। সেই হিমাচলের রূপসী রাজকন্যা যেন মানালী তা যেন প্রতিটি পর্যটকদের মনের মধ্যে শুধু রূপের নেশা ধরিয়ে দিতেই জানে। জানে শুধুমাত্র সৌন্দর্য পিপাসু পর্যটকদের মন মাতিয়ে দিতে।

আমরা সকলে বিপাশা - মানালসুর সঙ্গমে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম সেই মায়াবিনীর আরেক বাহির রূপ। রোটাং থেকে পাহাড়ের বুক চিরে কলকল করে নেমে আসছে শীতল বিপাশা। তবে এধারে হিড়িম্বার দিক থেকেও নেমে আসছে মানালসু। দুই পাহাড় নদীর শীতল জলের ধারা দু'দিক দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সঙ্গমে। । সেই জলের ধারা দুধ শুভ্র। সেই দুধ শুভ্র শীতল জলে লুটো পুটি খাচ্ছে রোদের আভা। তবে মানালী সঙ্গমে থেকে কেবল বিপাশা নামে নিয়েই বয়ে চলেছে কুলুর দিকে। এবং সেখান থেকে আরো নীচে পাঞ্জাবে।

কুলু উপত্যকার বিশেষ আকর্ষণ এই রূপবতী মানালী। উপত্যকার উত্তরতম প্রান্তে পাহাড়ের ধাপে ধাপে জনবসতি সেই ছোট সুন্দর শহর। এই শহরটি দীর্ঘতম পাইন গাছ আর দেওদারের সবুজ অরণ্যের ছাওয়া পাহাড়ে ঘেরা শান্ত নির্জন মানালীর সঙ্গে বিপাশা যেন একাত্ম। বিপাশা মানালীর প্রাণ। বিপাশার লোহার পুল পেরিয়ে বাঁদিকে রাস্তাই রোটাং গিরিপথের পথ। মানালী থেকে রোটাং এর দূরত্ব একান্ন কিলোমিটার। তবে এই দূরত্বের মধ্যেই খাড়াই প্রায় সাত হাজার ফুট। মানালী সাড়ে ছ' হাজার এবং রোটাং সাড়ে সাড়ে তের হাজার ফুট খাড়াই। এই পথে বশিষ্ট আশ্রম, নেহেরু কুন্ড, রাহালা জলপ্রপাত,মারী রানী নালা প্রভৃতি।

দুধ শুভ্র শীতল নদ বিপাশা মানালীর প্রাণ। সারিবদ্ধ আপেল গাছের সৌন্দর্য মানালীয় ঐশ্বর্য। আর্থিক সমৃদ্ধির প্রাণ। কুলু উপত্যাকায় আপেল গাছ। রক্তিম আপেল গাছ কি অপূর্ব। এই মানালীতে লক্ষ্য করি আরো আ পেলের বৈশিষ্ট্য। ভ্রমণের প্রতিটি মুহূর্তে সর্বত্রই ঝুলে রয়েছে অজস্র গাছে সোনালী ও রক্তিম আপেল। তবে সেই সোনালী ও রক্তিম আপেলের শুধু রূপ নয় আছে গুণ। এখন মানালী এই সুস্বাদু আপেল থেকে পর্যটকদের ফরেন লিকার পানের সহচরী। যত আমরা অগ্রসর হই দেখি বিপাশার উভয় কূলে উপত্যকাভূমিতে সারি সারি সুদৃশ্যমান আপেল বাগান। গাছ ভর্ত্তি আপেল। এই উপত্যকা ভূমিতে শুধু আপেল গাছ নয়। রয়েছে - পীচ, চেরী, আখরোট ও এখানে আরেক সম্পদ হল পটাটো সীড, এই সম্পদ মানালীর অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

সিমলায় ম্যাল রোড পর্যটকের কাছে জনপ্রিয়। আমরা সকলে এই পথে এগিয়ে সামনে হিড়িম্বা মন্দির। হিড়িম্বা রাক্ষসী নয় - দেবী হিড়িম্বা। তা দেখতে পাহাড়ের উপরে উঠতে হয় খানিকটা অরণ্যে ঘেরা কিছুটা ছাড়ায় ঘন নির্জ্জন বনভূমি। তারই মাঝে অপূর্ব কারুকার্যখচিত ছোট কাঠের মন্দির। তাতে দেবীর অধিষ্ঠান। কিন্তু কয়েকটি সোপান বেয়ে উঠতে হয় এই মন্দিরে। মন্দিরে প্রবেশের পথ একটি। মন্দিরের অভ্যন্তরে সর্বক্ষণ জ্বলছে একটি আলো। দেবী হিড়িম্বা শ্বেতপাথরের সিংহবাহিনী। খুব ছোট মূর্ত্তি। তবে তা যেন জীবন্ত। লগ্ হাউসের সামনে দিয়ে সোনালী রক্তিম আপেল ক্ষেতগুলোকে বাঁদিকে রেখে পাহাড়ী পথ দিয়ে হাঁটছি আমরা সবাই। তা সবুজে ঘেরা পাইন। সেই পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে কিছুটা রোদের আলা এসে পড়েছে পাথরি মাটিতে। যেন আলো আঁধারি ভাব। কোথা ও পাথরের উপর দিয়েই বয়ে চলেছে ঝরনার জল। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মানাল সুর গর্জন। দেখছি যেন পাথরে পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে মানালসুর তার স্নিগ্ধ হিমবাহের শীতল শুভ্র জলের ধারা নিয়ে। আমরা সকলে হাঁটতে হাঁটতে এলাম মানালসুর তীরে। সেই মানালসুরের রূপ

কিছুক্ষণ ধরে দেখলাম। মানালসু কলকল করে বহে চলেছে। সেই হিমবাহের শীতল জল নেমে আসছে অপূর্ব সেই রূপ। যেন তাহা পাথরের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরির খেলা। কিছু দূরেই বিপাশার সঙ্গে তার সঙ্গম। আমরা সকলে হাঁটতে হাঁটতে এলাম সেই দুই নদের সঙ্গমে ওধার থেকে এসেছে বিপাশা এবং তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মানালসু। তাই দুই পাহাড়ী নদীর সঙ্গম। এই সঙ্গমের রূপ ভয়ংকর। কিন্তু তা সুন্দর। বিপাশার পারে ও রোটাং ও কেলং ইত্যাদি যাওয়ার মোটর পথ। সেই পথ আঁকাবাঁকা। দীর্ঘ কালো পথ দেখা যাচ্ছে বহুদূর পর্যন্ত। এবং উপর নাগার্বি বাজার বরফ রাজ্য। ওপারের এই পথের নেহেরুকেও বশিষ্ঠ আশ্রম ও রহলা জলপ্রপাত।

বিপাশার পুল পেরিয়ে চড়াই ভেঙ্গে উঠতে হ'ল বশিষ্ঠ আশ্রমে। কিন্তু গ্রামটির নাম বশিষ্ঠ। এবং এখানে যা আছে পাশাপাশি আটটি গরম জলের কুন্ডু। এখানে বহু যাত্রী স্নান করছে। এখানে মন্দিরটা খুব চমৎকার। চত্বরে দাঁড়িয়ে নীচে দেখা যায় বিপাশার স্রোত রেখা।

এরপর আমরা নেহেরু কুন্ডে। এটি একটি সুপেয় জলের ছোট ফোয়ারা। মানালী - কেলং রাস্তার উপরেই পড়ে। তাহা মানালী থেকে ছয় কিলোমিটার। এই কুন্ডের তীরে বসে শোনা যায় বিপাশার কুলকুল শব্দ। আমরা সকলে আরো উপরে প্রায় আট হাজার ফুট। এখন বিপাশা অনেক নীচে নেমে গেছে। মনে হচ্ছে একটি দীর্ঘ সাদা ফিতার ন্যায় আঁকা বাঁকা স্রোতধারা বিপাশাকে বেশ লাগছে। কিন্তু আমরা সকলে হিমালয়ে অন্দরমহলের যাত্রী। তবে এখানে ঠান্ডা কনকনে হাওয়া গায়ে যেন বিঁধছে। এবং এই সময় কালো মেঘ জলে লুটোপুটি খাচ্ছে। সাদা বরফের মাথায় কি দারুন দেখাচ্ছে। এখানে অরণ্যের আবরণ খুব ক্ষীণ। চতুর্দিকে পাহাড় ও পাথরের ঘণ আবরণ ও বেষ্টনী। আরো কিছুটা উঠে ডান দিকে রাস্তার পাশেই রহলা জলপ্রপাত সাড়ে আট হাজার ফুট। তিনশো ফুট উঁচু থেকে জলের ধারা লাফিয়ে পড়ছে আপন গতিতে। কিন্তু তাহা বিপাশার মূল স্রোতে শেষ পর্যন্ত মিশেছে তবে অনেক নীচে।

আমরা সকলে রোটাং এর দিকে মারী হয়ে গেলাম। মারী হল শেষ জনপথ। মানালী থেকে মারীর দূরত্ব পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার এবং তার উচ্চতা বার হাজার ফুট। রোটাং এর গিরিপথ সাড়ে তেরো হাজার ফুট। আমরা মানালী থেকে অনেক দূরে। এখন ঝাপসা দেখাচ্ছে নিচে ফেলা আসা মানালী শহরকে। তবে রোটাং এর অপর পারে আরেক উপত্যকা লাহুল - স্পিতি চন্দ্রা ও ভাগা নদীর অঞ্চল ধরে একটি স্বপ্নের রাজ্য আরেক মায়াবিনী উপত্যকা হিসেবে চিহ্নিত।

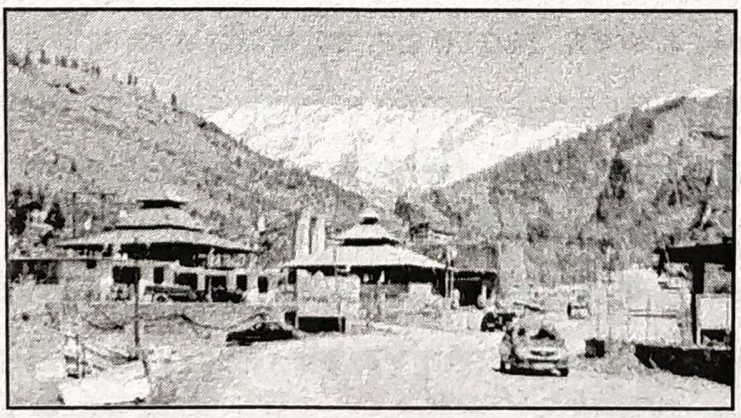

বন, বন্যপ্রাণী ও মানবজীবন

অধ্যাপিকা - বিদিশা ত্রিপাঠী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন —,

' বনে থাকে বাঘ/ গাছে থাকে পাখি / জলে থাকে মাছ অর্থাৎ যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করবে। বন্যেরা বনে থাকবে শিশু থাকবে মাতৃক্রোড়ে। তাহলেই বন ও বন্যেরা এবং শিশু ও মাতার পারস্পরিক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক যেমন প্রতিষ্ঠিত হবে তেমনি উভয়ের অস্তিত্বও সার্থক হবে।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে যেমন আহার বস্ত্র বাসস্থানের দরকার তেমনি প্রয়োজন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার। সেই ভারসাম্যে পশু, পাখি, অরণ্যভূমি সব কিছু সংযুক্ত। বন, বন্যপ্রাণী দেশের অন্যতম সম্পদও। এগুলি যথাযথ রক্ষা করাও মানুষের সামাজিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু বর্তমানে নগরায়নের ফলে বন কেটে বসতি স্থাপিত হচ্ছে, ফলে বন্যপ্রানীদের অস্তিত্বের সংকট দেখা যাচ্ছে। বনের পশু ঢুকে পড়েছে লোকালয়ে এবং মাতৃক্রোড় থেকে শিশুরাও বঞ্চিত হয়ে লালিত - পালিত হচ্ছে অন্য কোথাও। মানব জীবনের স্বার্থে , সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে, পরিবেশের শৃঙ্খলার প্রয়োজনে এই লক্ষন আদৌ শুভ নয়।

ভারতের বন্যপ্রাণী অন্যান্য দেশের তুলনায় রকমারি বৈচিত্র্যমন্ডিত। বন্যপ্রাণী সম্পদের মধ্যে ছোট কানওয়ালাহাতি, একশৃঙ্গ গন্ডার, বাঘ, সিংহ, ময়ূর, বুনো শুয়োর, কুমীর , ঘড়িয়াল, বিভিন্ন ধরনের বর্ণময় পাখি - প্রভৃতি বন্য সম্পদের প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এত বৈচিত্র্য একসঙ্গে অন্য কোনো দেশে আছে কিনা সন্দেহ, এই বন্য সম্পদের প্রজাতিকে লুপ্ত হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেই অরণ্য ও অরণ্য প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজন।

যে মানুষ তার জীবন- বিকাশের উপাদান বন থেকে একদিন আহরণ করেছিল সেই মানুষ নিজেদের স্বার্থে বন সংহারে প্রবৃত্ত হল। ফলে বন্য প্রানীরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলো, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের বাসস্থান নির্মান করার জন্য বন কাটার প্রয়োজন দেখা দিল। শুধু বাসস্থানের জন্য নয়, মানুষের বাঁচবার জন্য ও যথেষ্ট ভোগের জন্য বন কাটতে মানুষ বাধ্য হল। অথচ সেই তুলনায় গাছ লাগানোর কাজ কম হল। অথচ গাছ আমাদের অক্সিজেন সরবরাহে সাহায্য করে ও কার্বন ডাই অক্সাইড কে শুষে নিচ্ছে। মানুষের যথেষ্ট গাছ কাটার ফলে বন্যপ্রানীদের অস্তিত্ব বিপন্ন হল।

ভারতে ১৯৭২ সালে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য আইন পাস হয়েছে । বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য আইন পাস হয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংবিধানের যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য, বনের বাস্তুতন্ত্রকে সুস্থিত করার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে বন ও বন্যপ্রাণীকে সুরক্ষিত রাখার পদ্ধতি হল বন সংরক্ষণ। এই আইনের প্রেক্ষাপট হল বিভিন্ন জায়গায় বন যেমন নষ্ট

হচ্ছে, তেমনি বিরল প্রজাতির বন্য প্রাণীও অবলুপ্ত হচ্ছে এর জন্যে বন সংরক্ষণের প্রয়োজন ।

এছাড়া মানুষের শখের খেয়ালে বন্যপ্রাণী হত্যা, মাংসের লোভে, চামড়ার লোভে, নানা শ্রেনীর প্রাণী হত্যা করা হচ্ছে নির্বিচারে। হিসেব অনুযায়ী সবুজ উদ্ভিদ ৯৯ শতাংশ থাকলে সেখানে ১ শতাংশ প্রাণী স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে সবুজ নিধনের ফলে অরন্যের পরিধি কমছে বহুলাংশে। ফলে সবুজের অভাবে বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে জলবায়ুর ও ভারসাম্য রক্ষায় সমস্যা দেখা দিয়েছে।

বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজন পরিবেশ রক্ষা, প্রাকৃতিক ভারসাম্য সুরক্ষিত করার কারণে। মানুষের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করতে হবে সবুজের , রক্ষা করতে হবে প্রাণী সম্পদকে। বর্তমানে বন যেভাবে কাটা হচ্ছে এবং বন্য প্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যেভাবে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে তাতে মানব জীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। পরিবেশবিদরা এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। কিন্তু এই কাজ তো শুধু পরিবেশবিদদের নয়, আমাদের সবাইকে এ বিষয়ে ভাবতে হবে। শুধু আইন করে এ কাজ করা যাবে না, এর জন্য প্রয়োজন সার্বিক সচেতনতা । সরকারের নীতি ও কর্মপন্থার মধ্যেও স্বচ্ছতা থাকা প্রয়োজন।

শুধু আইন করে নয়, নান্দনিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে এইসব বিষয়। পশু হলেও তাদের বাঁচবার অধিকার আছে, কিংবা বন কাটলেও আবার যাতে নতুন বন সৃজন করা যায় তার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আধুনিক জীবনে গাছের প্রয়োজন, তাই গাছ কাটলেও তার বিকল্প ও ভাবতে হবে। কারণ যেভাবে বনকেটে, পশুহত্যা করে মানুষ আজ সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছে তা তারা নিজেরাও জানে না। তাই জলবায়ু সহ প্রকৃতি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আবশ্যিক। তাই জরুরী কর্তব্য ভিত্তিতে বন ও বন্যপ্রাণী সম্পদ রক্ষা আমাদেরই করতে হবে। এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন।

—০—

Language of Mathematics

Yogamaya Samanta, Lecturer

' Mathematics is the language in which God has written the Universe" - Galileo

Without language , we can not talk anything. Similiarly, mathematics has its own language. without , mathematical language , the Civilization can not talk . Because Mathematics is the mirror of Civilization ' - Hogben.

Mathematical talk consists of making use of mathematics symbolism. The symbol of mathematics constitute of language which is gradually developed by and for the pupil. The use of symbols makes the mathematical language more elegant , precise than other language.

It is very much important for teacher and student to speak mathematics i.e. to handle symbols. The processof speaking of mathematical language runs as follows : an abstraction Process, followed by a symbolisation process, followed again by the tearning of the use of the symblos. All most all mathematical statements, relations and operations are expressed using mathematical symbols such as +,-, X, ÷, %, <, >, =, $\leq$, $\sqrt{}$,7, Σ and so on. It is highly impossible to prepare a comprehenisve list of all the mathematical symbols.

" The language of mathematics is the system used by mathematician to communicate mathematical ideas among themselves. This language consists of a substrate of some natural language using technical terms and grammatical Conventions that are peculiar to mathematical discourse supplemented by a highly specialized symbolic notation for mathematical formulas".

FEATURES OF MATHMEMATICAL LANGUAGE :-

1. Mathematical language is clear, welldefined and useful.
2. Mathematics language consists mathematical terms, mathematical concepts, formulae, theories, priniples and signs etc.

3. Mathematical language is univers al and that can be verified at any place and any time.
4. By mathematical language , we represents any thing in small word by abbreviation. like gram → gm .
5. The distrinction between a number and numeral is to distinguish between a thing and the name of thing .
6. It's has own grammar. The mather matical formulas Can be a part of speech in natural - language phase or even assume the role of a full - fledged sentences.
7. It is non temporal there is no past, present or future in mathematics . Every thing just is.
8. Mathematical language is devoid of emotional Content, although informally mathematicians tend to enliven their speech with phrases like " Look at the subspace killed by this operator.
9. Ordinary speech is full of ambiguities, innuendoes hidden agendas and unspoken cultural asumptions Paradoxically, the very Clarity and lack of ambiguity in mathematics is actually a stumbling block for the neophyte.
10. Mathematics has its own brand of teehnicar terminology like group ring, field etc.

The use of appropriate language is the key to making mathematics intelligible.

" Mathematics is not about numbers, equations, compulations or olgrithms, it is about understanding". _ William Thurston"

Tribal culture of Odisha and their Folk tales

Mallika Pal (F-1)

Odisha occupies an unique position in the ethnographic map of India for having the largest variety of tribal communities . Although they are found in all the districts of the state, yet more than half of their total strength are found in the districts of koraput, Rayagada, Naurangpur , Malkangiri , Kalahandi, Nauapara, Kandhamal, Baudh, Keonjhar, sundargarh, and Mayurbhanj .

Any society tribal or otherwise comprises of organized groups of people who have learnt to live and work together, interacting in the pursuit of common goals. Each Society its own rules of business and tricks of trade which helps its people to define their relationship with one another and live and work together. The tribes of odisha are at various stages of socio- economic development.

Cultural Identity:- The tribal people express their cultural identity and distinctiveness in their social organization , language , rituals and festivals and also in their dress, ornament, art and craft. They have retained their own way of managing internal affairs of the village mainly through two institutions namely , the village council and they youth dormitory. The dormitory is so to say a school of dancing and expression of the communal art of the people . The elders of the village assemble at the dormitory house every day for every important event in their corporate life. There is also mandaghar". Mandaghar is the largest hut. It has wall on three sides and is open in front . The wooden parts and side walls are carried with decorative symbols depicting animals. In front of the mandaghar is the small open space where dance takes place almost every night after the days work is over . Every fact of their life covering round - the – year activites is intimately connected with religious beliefs and ritual practices . It is these aspects of their culture that give meaning and depth to their lives, and solidarity to their social structure.

Supernatural belief : - The tribes believe that their life and work are controlled by supernatural beings whose abode is around them in hills , forests, rivers and houses. Their Gods differ from one another in compositions, function, character and nature. They also believes that, illness or misfortune s attributed to displeasure and malicious act of the Gods or ancestors. The sacrifice of different kinds of livestock accompanied by all the rites and ceremonials of fetishism is considered appropriate appeasement.

Ceremonies and Festivals :- The ceremonies and festivals of the tribes can be classified into two groups , that is those that relate to the individual families and

those that relate to the village as a whole . The ceremonies and rites relating to birth of a child , marriage, death are observed family – wise whereas those relating to various agricultural cycle , eating of new fruits, hunting etc. are observed by the village community .

Some of the important festivals observed by the tribal communities of Odisha include Guar, Gotar, Push Punei, Kedie, Karam festivals, chaitparab, Magha- Parab etc. With the advent of time, traces of borrowing from Hindu Pantheon and religious ceremonies are noticed among the tribes of Odisha. They have started worshipping Siva, Parbati and Lord Jagannath. Hindu festivals like Raja, Laxmi Puja, Dasahara and Gamha are also becoming popular among them day by day.

The tribes of Odisha , despite their poverty and their pre – occupation with the continual battle for survival , have retained the rich and varied heritage of colourful dance and music forming integral part of their festivals and ritual Among them, the dance and music is developed and maintained by them selves in a tradition without aid and intervention of any professional dancer or teacher. It is mainly through the songs and dances the tribes seek to satisfy their inner urge for revealing their soul. The performance of these only give expression to their inner feelings, their joys and sorrows; their natural affections and passion and their appreciation of beauty in nature and in man. Tribal dances have some accompaniments by means of which the rhythm is maintained. This consists of clapping of hands or beating of drums or an orchestra of different instruments.

Like dance, the song sung by different tribal groups differ from One tribe to other. Among the tribes every one is a musician and poet. When happily inspired, they can coin a song then and there and sing it . Like any others , when they see things of beauty and meet pleasantly, they exhibit this pleasure and happiness by composing songs. Though there is no modernity and fineness, their ideas being natural the compositions are good, inspiring and melodious.

Tribal art and craft : - The joy of free life find expression in tribal art and craft. The artistic skill of the tribal people is not only manifested in their dance and music but also in their dress and ornaments, wall paintings , wood carvings and decorations etc. The beautiful wall paintings and floral designs of the santals and the ikons of the saoras which depict geometric designs and stylistic figures of plants and animals are the best example of tribal art. Wall paintings and

decorations are observed among the Mundari group of tribals are also very attractive.

Handicrafts :- The tribal people turn out excellent handicrafts for their own use . The wood carving of the kondhus , metal works by lost wax process among the Bathusdies, cane and bamboo basketry works among the juanges and Bhuyans, are all symbolic of artistic creation .

Folk Tale :- he tribal people are enriched in folk literature .They handed down stroicesand songs orally generation to generation . At first , we have to know what is folk tale.

Folk tale is a story or legend handed down from generation to generation usually by oral retelling. Folk tale often explain something that happens in nature or convey a certain truth about life.

The beginning of the story starts with " once upon a time ...." or a similar phrase. Magic events, characters and objects are part of the story . One character is some one of royalty (king , queen , prince, princess etc.) one character is wicked. One is good . Goodness is rewarded in the story. Certain numbers like three and seven are in the story (Three eggs, seven sisters etc). The story ends with " they lived happily ever after."

I want to give an example of such Folk Tale which was told by an old women from Paraja community , smili guda, koraput district –

Story of the Evil spirit at Kamalpur :-

Once upon a time , in Kamalpur village a man committed suicide whose name was Prabir.His spirit moved from one person to other.Whenever this spirit attack any person in the village he used to say " I am back, I am back, I will not leave anyone " After this incidence villagers were very frightened. Then they consulted that they will call a Tantric for help.After calling that Tantric, there were a long discussion among the villagers and him . After this, Tantric tried to do a puja to deprive that evil spirit from that village . In that puja Tantric called that evil spirit . The spirit having much power killed that Tantrie . After seeing this incidence of the death of Tantric, villagers moved to a big shock and they were afraid.

After this again the villagers were done a meeting to call a more powerful tantric . After a lots of struggle , finally they found a tantric. This second Tantric demaned for satisfying him a plentiful amount of money . Villagers agreed to that

Tantric's demand. They said, "We are ready to fulfill your needs, but if we are giving you money in one hand , we want peace in other hand," After that Tantric changed different types of mantras and called that spirit in front of him. Then evil spirit came with full power and said to Tantric, " go back to your place , otherwise I will kill you." He warned that evil sprit, "I will not go alone;I take you too and go."Then the spirit did a lot. Of dramas to distract Tantric. Seeing this, the villagers became very frightened again , but Tantric assured them by saying that the evil spirit will never kill any person , so be strong. After a lots of struggle he planned for a trick to capture the evil sprit.He prepared a small house to call that . So that he can trap it.Then Tantric chanted mantras and throw mustered to that spirit and he was much successful by doing this and that spirit was vanished from that place. After this, villagers took a long breath. And they were very happy and gave money , other poperty to that Tantric. After that people lead a comfortable life with out fear.

Like this story there are lots of story and most of then will be lost. Because folk literature is handed down orally and by large, only the elder person still remember the tales. If we do not collect and record these tales, it will be difficult to retrieve them. It is the duty of us or the youth to preserve the precious folk literature and government should also think about the tribal and their rich cultures which are day by day going forwards extinct .

Reference : -

Proop . Vladimir, " Morphology of the Folktale" 1928. 2nd ed. Trans. Lawrence Scott. Austin: U of Texadp, 1968 Print

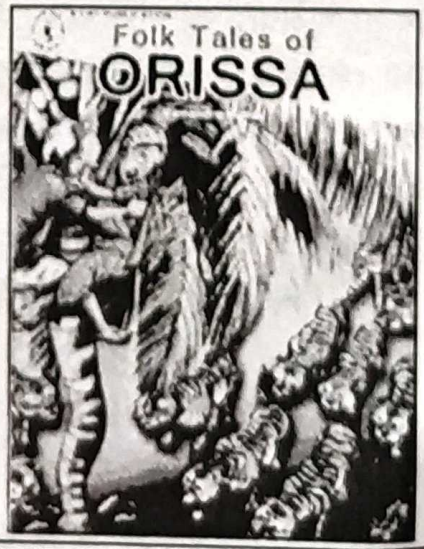

শ্রীনিবাস রামানুজন – গণিত জগতের এক বিস্ময় প্রতিভা

শাশ্বতী চট্টোপাধ্যায় (D-7)

১৮৮৭ সালের ২২ শে ডিসেম্বর। মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই) শহর থেকে প্রায় ৪০০ কি.মি. দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ইরোড শহরে পিত্রালয়ে কোমলতাম্মলের কোল আলো করে সেদিন যে সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছিল পরবর্তী সময়ে সেই শিশুই হয়ে উঠেছিল গণিত জগতের বিস্ময়। এক বিরল প্রতিভাবান, বিস্ময়কর মেধার অধিকারী শ্রীনিবাস রামানুজন, এই বিরল প্রতিভাবান স্বল্পায়ু গণিতজ্ঞ (মাত্র ৩২ বৎসর ৪ মাস ৪ দিন জীবিত ছিলেন) তাঁর অসামান্য মেধা আর স্মৃতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে গণিতের নানান সূত্র, তত্ত্ব, ধর্ম আবিষ্কার করে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণিতবিদদেরই শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাই নয়, তাঁকে অনেকে বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ হিসেবে অভিহিত করেছেন। গণিতশাস্ত্রে তাঁর অসামান্য অবদান ভারতীয় হিসেবে আমাদের গর্বিত করেছে। বাবা কুপ্পুস্বামী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মাদ্রাজের কুম্ভকোনম শহরের এক উচ্চশ্রেনীর নিষ্ঠাবান দরিদ্র ব্রাহ্মণ একটি কাপড়ের দোকানে সামান্য কর্মচারী ছিলেন। যার জন্য শিশু রামানুজ দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছিলেন। মা কোমলতা ছিলেন ভক্তিমতী এবং সুগায়িকা। বাড়ীর কাছেই সারঙ্গপানির মন্দিরে ভজন আর ভক্তিগীতি গেয়ে যৎ সামান্য উপার্জন করে সংসারে কিছুটা হলেও সাহায্য করতেন। মা অন্ত প্রাণ শিশু রামানুজন মায়ের কাছে থেকে ভক্তিগীত, স্ত্রোত্রপাঠ, রামায়ন,মহাভারত এবং পুরানে বহু কাহিনী মুখে মুখে শুনে সবই আয়ত্ব করেন ফেলেছিলেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তার প্রবল আকর্ষণ। বেদ -উপনিষদের শ্লোক শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণের মাধ্যমে আবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করেছিল। মায়ের কাছে শেখা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং সেগুলির নিষ্ঠার সঙ্গে পালন শিশুমনে যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যা কিনা পরবর্তীকালে গভীর চিন্তা এবং প্রচন্ড মানসিক শক্তি অর্জনে সাহায্য করেছিল । অতি শৈশব থেকে তাঁর ভাবুক এবং চিন্তাশীল মনে নানান প্রশ্ন জেগে উঠত।

শুধু শিক্ষকরাই নন, তার সহপাঠীরাও আশ্চার্য হয়ে যেতেন। পৃথিবীর প্রথম মানুষকে, আকাশ কত দূরে, তারারা কোথা থেকে এল, দূরে আরও দূরে এর শেষ কোথায় —এইসব হাজারো প্রশ্ন তাকে চঞ্চল করে তুলত এবং ক্রমে ক্রমে দর্শন (Philosophy) – এবং যুক্তি (Logic) তাঁকে গণিতের প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে রামানুজনের গণিতের সূক্ষ্মতা, বিশ্লেষণী শক্তির ক্ষমতা বুদ্ধির তীক্ষ্মতার পরিচয় ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। বর্তমান নিয়মে তিনি যখন অষ্টম শ্রেনীর সমতুল্য শ্রেনীতে পাঠরত একটি ঘটনার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। একদিন ক্লাসে গণিত শিক্ষক ছাত্রদের বোঝাচ্ছিলেনযে, যে কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল সব সময় এক (ওয়ান) হবে। যেমন তিনজনের মধ্যে তিনটি ফল সমান ভাবে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে

একটা করে ফল পাবে। হাজারটা ফল হাজার জন ব্যক্তির মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে একটা করে ফল পাবে - এই আর কি। চিন্তাশীল এবং যুক্তিবাদী মনের অধিকারী রামানুজন সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ করে শিক্ষক মহাশয়কে বললেন, স্যার, শূন্যকে যদি শূন্য দিয়ে ভাগ করা হয় তবে ভাগফল কি এক (ওয়ান) হবে? উদাহরণ দিয়ে বললেন যে , If no fruits are divided among no one then each will get one? কী অপূর্ব গণিত ভাবনার সূক্ষ্মতা। ওই সময়ের আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর থেকে উঁচু ক্লাসের এক ছাত্র একদিন তাঁকে পরীক্ষা করতে একটি অঙ্ক দিল কারণ সে সেটি কিছুতেই করতে পারছিল না । তাই উত্তর খুঁজতে বা হয়ত জব্দ করতে রামনুজকে বলল, আচ্ছা —

x এবং y এর মান কত হবে যখন -

$$\sqrt{x}+y=7$$

$$x+\sqrt{y}=11$$

প্রশ্নটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে রামানুজন বললেন এটা তো খুবই সহজ। উত্তরটা হল x=9, y=4 তাঁর এই চিন্তা শক্তির দ্রুততায় ছাত্রটি সেদিন অবাক হয়ে গেছিল। যখন তাঁর বয়স ১৩ + বৎসর। এক সিনিয়র ছাত্রের কাজ থেকে পাওয়া S.L. Loney র ত্রিকোনমিতি বইটার প্রায় সমস্ত অঙ্ক কারোর সাহায্য ছাড়াই সমাধান করেছিলেন। গণিতে তাঁর দক্ষতা , পারদর্শিতা, গাণিতিক সমস্যা সমাধানে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি সবাইকে মুগ্ধ করত। এত কম বয়সে অর্থাৎ তিনি যখন **VIII/IX** এর সমতুল্য ক্লাসের ছাত্র তখনই অমূলদ সংখ্যা (irrational number) $e, \Pi, \sqrt{2}$. ইত্যাদির আসন্ন মান নির্নয়, logarithmic শ্রেনী অবকলন এবং সমাকাল বিদ্যার (differential and integral calculas) বিভিন্ন সমস্যা তাঁর নিজস্ব তাঁর পদ্ধতিতে সমাধান গণিত প্রতিভার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত , বিখ্যাত সেই রামানুজন সংখ্যা 1729 এর গল্প আমরা সবাই জানি তাই শুধুমাত্র এখানে উল্লেখ করা হলো, বৃত্তের সমান করে বর্গক্ষেত্র অঙ্কন এবং এর থেকে π এর আসন্ন মানের অনুক্রমটি

(Sequence) $\frac{3}{1}, \frac{22}{7}, \frac{333}{106}, \frac{355}{113}, \frac{103993}{35102}, \ldots\ldots\ldots\ldots$ তাঁরই আবিষ্কার। এই অনুক্রমের চতুর্থ মানটি $\frac{355}{113}$ যা কিনা জ্যামিতিক উপায়ে তিনি প্রমান করেছিলেন,

গণিতের নানান বিষয়ে তাঁর অবাধ বিচরণ সারা বিশ্বের গণিতবিদদের মুগ্ধ করেছে। মৌলিক সংখ্যা নিয়ে তাঁর গবেষণালব্ধ ফল দেখে বর্তমান যুগের কম্পিউটার সায়েন্সটিষ্টর আশ্চর্য হয়ে যান কারণ তখন তো আর কম্পিউটার ছিল না। এত জটিল, পরিশ্রম সাধ্য এবং দীর্ঘায়িত গণনা শুধু মনে রাখাই নয় এদের সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহার অসামান্য প্রতিভাবন রামানুজনের পক্ষেই সম্ভব। তাঁর অসংখ্য গাণিতিক কর্মকান্ডের মধ্যে এই স্বল্প পরিসরে কয়েকটির উল্লেখ

করা যেতে পারে।

(ক) বিভিন্ন ঘাত উন্নীত সংখ্যা সমূহের মধ্যে সম্পর্ক বিভিন্ন সংখ্যার ঘন নির্ণয় এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনই শুধু নয়, অসাধারণ স্মৃতি শক্তির সাহায্যে তিনি সেগুলি মনে রাখা এবং প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে পারতেন। উদাহরণ স্বরূপ $x^3+y^3+z^3=\square^6$ এই সমীকরণকে সিদ্ধ করে এরূপ x, y, z এবং 11 এর পূর্ণ সংখ্যার (intiger) মান নির্ণয় যেমন —

$6^3+(-5)^3+(-3)^3=2^6$

$8^3+6^3+1^3=3^6$

$12^3+(-10)^3+1^3=3^6$

$174^3+133^3+(-45)^3=14^6$

$1183^3+(-509)^3+(-3)^3=34^6$

তাঁর নোট বইতে একটি উপপাদ্যের উল্লেখ আছে।

সেটি হল — $a^2+\alpha\beta+\beta^2=3\lambda\gamma^2$ হলে

$\left(\alpha+\lambda^2\gamma\right)^3+\left(\lambda\beta+\gamma\right)^3=\left(\lambda\alpha+\gamma\right)^3+\left(\beta+\lambda^2\gamma\right)^3$ হবে।

গাড়ীর নম্বর বিষয়ক সিদ্ধান্ত

(রামানুজন যখন অসুস্থ হয়ে রোগ শয্যায় শায়িত তখন পৃথিবী বিখ্যাত ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ G.H. Hardy যে গাড়ীতে করে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন সেটির নম্বর ছিল 1729) বা সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়।

$12^3+1^3=10^3+9^3=1729$

১৭২৯ সংখ্যাটিকে আমরা রামানুজন সংখ্যা হিসাবে চিনি, (একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা) $\alpha\ \beta\ ,\gamma$ এ এর সুবিধামত মান নিলে এরূপ আরও অনেক সংখ্যা পাওয়া যায়।

$16^3+2^3=15^3+9^3=4101$

$24^3+2^3=20^3+18^3=13832$

$34^3+9^3=33^3+16^3=40033$

$174^3+133^3=196^3+45^3=7620661$

ডানদিকের সকল সংখ্যাই হ'ল রামানুজন সংখ্যা যা কিনা দুটি পৃথক ভাবে প্রকাশিত দুটি বিভিন্ন সংখ্যার ঘন এর যোগফল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে তিনি Diophantime Equation $\left(x^3+y^3=u^2\right)$ এবং Euler's Equation $(x^3+y^3+z^3=u^3)$ নিয়ে যেন খেলা করেছেন এবং নিজের মতন করে

অজস্র উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করেছেন।

(খ) মৌলিক সংখ্যা সংক্রান্ত নানা সূত্র তারই সৃষ্টি কোনও একটি সংখ্যা পর্যন্ত কতগুলি মৌলিক সংখ্যা থাকতে পারে । তার একটা বিবরর তিনি লিখে রেখেছেন । যেমন

প্রদত্ত সংখ্যা	100	200	300	1000	10,000	20,000	10^5	10^6
কত গুলি মৌলিক সংখ্যা আছে	25	46	62	168	1229	2262	9562	78, 49,8

10^7	10^8
6,64,579	57,61,455

.কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত কতগুলি মৌলিক সংখ্যা থাকবে তার একটা সহজ সূত্রও তিনি দিয়ে গেছেন। যে কোনও স্বাভাবিক সংখ্যা (Natural number) x পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার সংখ্যাকে যদি $\Pi(x)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তবে তবে ।

$$\pi(x) \sim \frac{n}{\log_e x} \text{ বা } \underset{x \to \alpha}{\propto n} \left(\frac{\pi(n)}{\frac{x}{\log_{ex}}} \right) \to 1$$

বর্তমান যুগে Super Computer এর সাহায্যে বিভিন্ন দেশের Computer Scientist রা একযোগে এর সত্যতা নির্ণয় করেছেন এবং রামানুজনের আবিষ্কৃত $\pi(x)$ এ মানের যে ত্রুটি erro ধরা পড়েছে সেটি সংখ্যার বিশালত্বের তুলনায় খুব নগন্য। প্রায় 115 - 120 বৎসর আগে যখন কিনা Computer বা Calculator কিছুই ছিল না। সেই সময়ের এই গননা আমরা কল্পনা করতেও পারি না।

(গ) অতিমাত্রিক যৌগিক সংখ্যা highly composite number নিয়ে তাঁর গবেষনা গণিতের এক বিস্ময়কর অবদান। এছাড়া Fibonacci number এর যে অনুক্রম sequence অর্থাৎ

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55 .....

$$\{x_n\},\ x_n = x_{n-1} + x_{n-2} \quad n \geq 3$$

$$x_1 = x_2 = 1$$

এই অনুক্রমকে কাজে লাগিয়ে তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি $\log_e^2$ এর মান নির্ণয়। তিনি দেখিয়ে ছিলেন।

$\log_{e^2} = 0.693160826$ যা নাকি $\frac{375}{541}$ এর সঙ্গে প্রায় সমান। সাধারণ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে রামানুজন এমনই সব অদ্ভুত গাণিতিক সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যার গুরুত্ব ছিল সুদূর প্রসারী। (ঘ)ক্রমিক ভগ্নাংশ (Continued Fraction) বিদ্যালয়ে VI বা VII এ পড়ার সময় আমরা প্রায় সবাই ক্রমিক ভগ্নাংশের মান নির্ণয় করতাম এবং বেশ মজা লাগত অনেকটা যেন সিঁড়ি ভাঙ্গার মত। উদাহরণ স্বরূপ $\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{2}}}}$ ইত্যাদি।

রামানুজন শুধু ক্রমিক ভগ্নাংশের সৌন্দর্যে অভিভূত হননি। গণিতের এই শাখায় তাঁর গবেষণা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ আমাদের মুগ্ধ করে। এর বিস্তারিত তথ্যে না গিয়ে শুধু একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ এবং রাশিবিজ্ঞানী (Statishician) প্রশান্ত মহালানবিশ ও ছাত্র হিসেবে ইংল্যান্ডে পড়তে গিয়েছিলেন এবং কালক্রমে রামানুজনের সঙ্গে তাঁর প্রথমে যোগাযোগ এবং পরে পরে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়েছিল। একদিন রামানুজন প্রশান্ত মহালানবিশকে দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রন করেছিলেন। মহালানবিশ যখন রামানুজনের বাসায় যাচ্ছিলেন পথে একটি পত্রিকা কিনেছিলেন যেটিতে গণিতের কতক গুলিধাঁধাঁ ছিল। আর পথে ঐ স্বল্প সময়ে তারই একটি তিনি নিজেই সমাধান করেছিলেন। ধাঁধাঁটি হল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর আধিকারীকদের বাড়ীর নম্বর সংক্রান্ত। গানিতিকভাবে বিশ্লেষন করলে যেটি এইভাবে প্রকাশ করা যায় : দুটি বাড়ীর নম্বর যদি m এবং n হয় তবে m এবং n এর মান কত হবে যখন $m^2 - 10n^2 = \pm 1$। মহানবিশ একটু চেষ্টা করে এরএকটা মনে করেছিলেন $m = 3, n = 1$ মহলানবিশ রামানুজনের বাসায় এসে দেখলেন যে তিনি রান্নায় ব্যস্ত আছেন। ঘরে ঢুকেই রামানুজনকে ব্যস্ততার মধ্যেই ধাঁধাটি বললেন এবং এর সমাধান ও তিনি করেছেন জানালেন। তাঁর বলা শেষ হওয়া মাত্রই ব্যবস্ততার মধ্যেই রামানুজনবললেন এই সমস্যাটির অসংখ্য সমাধান আছে যেমন—

$m = 3, n = 1,\ m = 19,\ n = 6,\ m = 117,\ n = 37, m = 721, n = 228$ পরের টি একটু ভেবে বললেন পাওয়া যায়। $m = 4443,\ n = 1405$ এইভাবে এর অসংখ্য সমাধান মহলানবিশ তো থ তাঁর এই দ্রুত সমাধান শুনে। অবাক বিস্ময়ে রামানুজনের দিকে তাকাতেই তিনি বলে উঠলেন যে এই ধাঁধাঁটির উত্তর লুকিয়ে আছে একটি ক্রমিক ভগ্নাংশের উপর যেটি হল

$$3+\cfrac{1}{6+\cfrac{1}{6+\cfrac{1}{6+.....}}} \text{ বা } 3+\frac{1}{6+}\ \frac{1}{6+}\ \frac{1}{6+\infty}$$

ফলে এর সমাধান $\frac{3}{1}$ বা $m = 3, n = 1$

$3+\frac{1}{6}$ বা $\frac{19}{6}$ $m=19,\ n=6$

$3+\cfrac{1}{6+\cfrac{1}{6+\cfrac{1}{6}}}$ বা $\frac{117}{37}$, $m=117, n=37$,

$\frac{117}{37}$, $m=117, n=37$ বা $\frac{721}{228}$, $m=721,\ n=228$

ধাঁধাঁটির উত্তর বা গাণিতিক সমস্যা $m^2-10n^2=\pm1$ এর সমাধান যে একটি ক্রমিক ভগ্নাংশের প্রথম, দ্বিতীয় , তৃতীয়, অভিসারী। (Covergent) এটা শুনে মহালানবিশ স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন এত দ্রুত তিনি কিভাবে সমাধান করলেন। উত্তরে রামানুজন বলেছিলেন সমীকরনটি শুনেই তাঁর মনে হয়েছিল এর সমাধান অবশ্যই এক ক্রমিক ভগ্নাংশ হবে এবং তৎক্ষনাৎ মনে এসে গেল ক্রমিক ভগ্নাংশটির রূপ কেমন হতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটাও মনে এসে গেল। তিনি যে অসাধারণ, সংখ্যার রাজত্বে তাঁর অবাধ বিচরণ, তাঁর গণিত মেধার এটি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমাকলনকে (Integral) ক্রমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কিংবা Gamma Function কে যে ক্রমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় সেটি তিনি লিখে রেখে গেছিলেন যেমন

— $\int_0^a e^{-x^2}\,dx=\frac{\sqrt{\Pi}}{2}-\cfrac{e^{-a^2}}{2a+}\ \cfrac{1}{a+}\ \cfrac{2}{2a+}\ \cfrac{3}{a+}\ \cfrac{4}{2a+\ldots}$

ii) $\int_0^a \frac{x\quad e^{-x\sqrt{5}}}{\cosh x}\,dx=\frac{1}{4}\left[\cfrac{1}{1+}\ \cfrac{1^2}{1+}\ \cfrac{2^2}{1+}\ \cfrac{2^2}{1+}\ \cfrac{3^2}{1+}\ \cfrac{3^2}{1+}\right]$

iii) $\left\{\frac{\Pi\left(\frac{x+1}{4}\right)}{\pi\left(\frac{x+3}{4}\right)}\right\}^2=\cfrac{4}{x+}\ \cfrac{1^2}{2x+}\ \cfrac{3^2}{2x+}\ \cfrac{5^2}{yx+}\ \cfrac{7^2}{2x+\ldots\ldots}$

সবশেষে রামানুজন এবং হার্ডির দ্বারা সৃষ্ট স্পর্শ প্রবন বিভাজন তত্ত্ব (asymptotic partition theory) যা নাকি গণিতশাস্ত্র একটি সেরা উদ্ভাবন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। সেটি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। প্রশ্ন হ'ল কী এই বিভাজন তত্ত্ব? কোন স্বাভাবিক সংখ্যাকে এক বা একাধিক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল হিসেবে যত রকমভাবে প্রকাশ করা যায় তাকে সেই সংখ্যার বিভাজন সংখ্যার (number of partition) বলা হয়।

স্বভাবিক সংখ্যা যদি n হয় তবে তার বিভাজন সংখ্যাকে আমরা p (n) দ্বারা চিহ্নিত

করি। রামানুজন সর্ব প্রথম বিভাজ্যতার ধর্ম (congruence property) সম্বন্ধে আলোকপাত করেন এবং নানান সূত্রের অবতারণা করেন। এর বিশদ আলোচনায় না গিয়ে শুধুমাত্র প্রাথমিকভাবে বিভাজন তত্ত্বের মূল বিষয় নিয়ে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে।

যেমন -

1= 1 p (1) =1

2= 2 p (2) =2

= 1+1 p (3) = 3

3= 3

= 2+1

=1+1+1

এইভাবে 6 = 6

= 1+5

= 2+4

= 1+1+4

= 1+2+2+1 p (6) = 11

= 1+3+2

= 2+2+1+1

= 1+1+1+1+1+1

= 3+3

= 2+2+2

= 2+1+1+1+1

এইভাবে যদি আমরা ক্রমশ এগিয়ে যাই তবে দেখব -

p (7)=15 , p (10) =42 p (20) = 627

P (50) = 204226 p (100) = 190569292

অর্থাৎ সংখ্যাটি যত বড় হতে থাকবে এর বিভাজন প্রক্রিয়া ততই জটিল অথবা পরিশ্রম সাধ্য হতে থাকবে। ভাবতে আশ্চার্য্য লাগে তখনকার দিনে কি করে রামানুজন p (n) এর এই ক্রমবর্ধমান মান নিখুঁতভাবে নির্ণয় করেছেন। বর্তমান যুগে আমরা পরবর্তীকালে থেকে যে পদ্ধতির সাহায্যে টাকা তুলি সেটি এই বিভাজন তত্ত্বের এক অতি সংক্ষিপ্ত রূপ। টাও অপেক্ষক নিয়ে তাঁর আলোচনা কিংবা Fulers এর ধর্মের উপর তাঁর কাজ গণিতের ছাত্রদের এক অমূল্য প্রাপ্তি। রামানুজনের আরও অনেক গাণিতিক আলোচনা তত্ত্ব, তথ্য ও সম্ভব নয়। ভাবতে কষ্ট হয় যে পৃথিবীর এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ছিলেন স্বল্পায়ু। জন্ম ১৮৮৭ সালের ২২ শে ডিসেম্বর এবং তিরোধান ১৯২০ সালে ২৬ শে এপ্রিল। ভারতের এই কৃতি সন্তান শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ শ্রনিবাস রামানুজনকে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রনাম। তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির মাঝে তিনি আমাদের হৃদয়ে চির অমর হয়ে আছেন। ** গণিত জগতের বিস্ময় রামানুজন - সব্যসাচী সর। জ্ঞানবিচিত্রা প্রকাশনী আগরতলা, ত্রিপুরা।

আগামী দিনের ভাবনা

শাশ্বতী গিরি (এফ-৩৭)

আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে পৃথিবীটা যাতে বাসযোগ্য থাকে তার জন্য সম্প্রতি আন্তর্জাতিক স্তরে নানা চিন্তা ভাবনা হচ্ছে। প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হচ্ছে সম্মেলনের পর সম্মেলন। এই সম্মেলনে শিল্পোন্নত দেশগুলোই অগ্রনী ভূমিকা গ্রহন করে থাকে। আগামী প্রজন্মের কাছে তিনটি সমস্যা প্রধান হয়ে উঠেছে।

১। গ্রিন হাউস এফেক্ট ২) ওজোন স্তরের ফুটো এবং ৩) মুক্ত, বিশুদ্ধ অক্সিজেনের অভাব।

প্রথমত ঃ- গ্রিন হাউস এফেক্ট আগামী দিনে যে কত ভয়ঙ্কর ভাবে আত্ম প্রকাশ করতে পারে সে বিষয়ে ১৯৯৭ খ্রিঃ জুন মাসে অনুষ্ঠিত আটটি শিল্পোন্নত দেশের সম্মেলন থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। এই সম্মেলনে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল গ্রিন হাউস গ্যাস গুলোর প্রতি। বাতাসে ওদের পরিমাণকে বাড়তে না দিয়ে ২০১০ খ্রিঃ মধ্যে কম করে ১৫-২০ শতাংশ কমিয়ে আনার পক্ষে সবাই রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দূষণকারী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করেছে। গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ একই হারে বাড়তে থাকলে সবার ধারনা ২০২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ভয়ঙ্কর এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে পৃথিবী।

দ্বিতীয়ত ঃ- ওজোন স্তরকে যদি আরও ক্ষত - বিক্ষত করা যায় তাহলেও চরম সর্বনাশের সম্মুখীন হবে মানুষের আগামী প্রজন্ম। শিল্পোন্নত দেশগুলি ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC) প্রস্তুতি বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও উন্নতপ্রযুক্তিকে তৃতীয় বিশ্বে চালান করতে সম্মত নন। ফলে শিল্পোন্নত দেশগুলো প্রস্তুতি বন্ধ করলেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অবাধে প্রস্তুত করতে পারবে এবং ওজোনস্তরের ক্ষতকে আরও করবে।

তৃতীয়ত,গাছপালা মাত্রেই সালেক সংশ্লেষের জন্য বাতাস থেকে কার্বন - ডাই - অক্সাইডকে গ্রহন করে এবং বাতাসকে উপহার দেয় বিশুদ্ধ অক্সিজেন। ঐ অক্সিজেনই প্রানী শ্বাসকার্যের জন্য গ্রহন করে। অরণ্য চিরকাল বাতাসের কার্বন - ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেনের মধ্যে সমতা রক্ষা করে আসছে। অরন্য যতই ধ্বংস হবে ততই ঐ সমতা বিঘ্নিত এবং বাতাসে কার্বন - ডাই - অক্সাইডের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। অক্সিজেনের ঘাটতি ঘটলে শ্বাস গ্রহনে কষ্ট হবে। ভবিষ্যৎ মানুষকে কিছুক্ষন কাজকর্ম করার পর অক্সিজেন গ্রহনের জন্য ছুটতে হবে অক্সিজেন সরবরাহকারী কোন বানিজ্যিক সংস্থার কাছে।

আবহাওয়ার পরিবর্তন এখন বিশ্বব্যাপী। এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে তুষার ঝড় ও তুষার পাত। খরা ও বন্যার প্রকোপও বিশ্বব্যাপী। বছরে বছরে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহরূপে ধারণ করেছে। তবু মানুষের যেন চৈতন্য হচ্ছে না। সচেতনও কেউ নয়, আমাদের এই ভারত

উপমহাদেশে পৃথিবীর সব রকম জলবায়ু ও সবরকমের অরণ্য দৃষ্টি গোচর হয়। সারা পৃথিবীর সমূহ বৈচিত্র্য এখানে বিদ্যমান। অথচ আমরা জন সংখ্যা মাত্রাতিরিক্তভাবে বাড়িয়ে সমস্ত বৈচিত্র্যকে লুপ্ত করে দিচ্ছি। পৃথিবীর সবাইকে এখনই অঙ্গীকার করতে হবে, যাদের আমরা পৃথিবীতে আহ্বান জানিয়েছি তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং দীর্ঘ জীবন দান করতে হবে। যদি না করি তাহলে ওরাই আমাদের ব্যঙ্গ করবে, ঘৃণা করবে, আমাদের সমূহ কীর্তিকে পদাঘাত করবে। তাদের জন্যই জনসংখ্যা সীমিত করতে হবে। আমাদের নিজেদেরই স্বার্থে অনাগতদের জন্য ধরাকে বাসযো

প্রিয় বন্ধু

রামশঙ্কর জানা (F-59)

আমি পড়াশোনা ও সবদিকথেকে একজন ভালো ছেলে। কিন্তু আমার একজন বন্ধু হল, - সে আমার কবে থেকে যে প্রিয় হয়ে গেল তা বুঝে উঠতে পারিনি। তাঁর সঙ্গে সব সময় ঘোরা ফেরা, আড্ডা দেওয়া, মজা করা সব কিছুতেই তার সাথে। হঠাৎ একদিন আমার দাদার চোখে পড়লাম। দাদা বলল এই রকম বন্ধুর সঙ্গে ঘোরা ফেরা করলে তুই নির্ঘাত ফেল করবি। কিন্তু আমার বন্ধু যে সবার থেকে প্রিয় তাকে ভুলি কি করে। কিছু দিন পরে আবার আমার মায়ের চোখে পড়ে, বলে তুই দিনের পর দিন এরকম বন্ধুর সঙ্গে যদি মেলামেশা করিস, তাহলে পড়াশোনা কখন করবি। কিন্তু আমার বন্ধু সবার বন্ধু সবার থেকে প্রিয় নিজের অন্তরের বন্ধু। পরে একদিন মাস্টার মশাইয়ের চোখে পড়ে যাই। মাস্টার মশাই তখন বলল, তোমার মতো ভালো ছেলে যদি এই রকম বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দাও তাহলে তোমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। তুমি এই ধরনের বন্ধুর সঙ্গ ছেড়ে দাও। কিন্তু আপনারা সবাই বলুন এই বন্ধুর সাথে না মিশে কি থাকা যায়। আমার অন্তরের বন্ধু ছোটো বেলাকার বন্ধু নাম তার দুই অক্ষরের " ঘুম"।

'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'

— শম্পা বেজ (F-06)

চরিত্র

মা (সুশীলা)
মেয়ে (কমলা)
বাবা (বিমল)
প্রথম সন্তান (নিখিলেশ)
দ্বিতীয় সন্তান (সুজন)
প্রতিবেশী মহিলা (নির্মলা)
প্রতিবেশী পুরুষ (বিমল)
রুমি (প্রতিবেশিনীর মেয়ে)

প্রথম অঙ্ক ঃ- (প্রথম দৃশ্য)

প্রতিবেশী মহিলা (নির্মলা) ঃ জান তো দিদি, আমাদের রুমিকে বিহারের এক ছ্যালা বিনে পয়সায় বিয়ে করে নিয়ে যাবে।

মা (সুশীলা) ঃ তাই বটে, হ্যাঁ ইটা ভালো খবর।

প্রতিবেশী মহিলা ঃ আমাদের রুমি এই বছর কন্যাশ্রীর পঁচিশ হাজার টাকা পাইছে।

মা (সুশীলা) ঃ আমি আমাদের কর্তাকে কমলার সম্বন্ধ দেখতে বলছি । তা যদি ওর বাপ রাজি হয় তা হলে সুখ ধরে।

বাবা (বিমল) - হ্যাঁ, কি কইয়ছো? আমি রাজী হয়নি না তোমার ম্যাইয়া জেদ ধরছে সে আরো পড়বেক!

প্রথম সন্তান - (নিখিলেশ) বাবা ! আমাদের স্কুলে মেয়েদের পড়ানোর কথাই বলে মাস্টার ।

দ্বিতীয় সন্তান - (সুজন) আমাদের দিদিকে কেন বিয়ে দিতে চাইছো? তোমারা তো দেখছো স্কুলে আজকাল সাইকেল, ব্যাগ, জুতো ও ড্রেসের টাকা দিচ্ছে, এমন কি আমরা দুপুরের খাবারটা তো স্কুলেই খেয়ে আসি।

মেয়ে (কমলা) কার বিয়ের কথা কইছো মা ?

মা (সুশীলা) - আমাদের নির্মলার ম্যাইয়া রুমির বিয়ের কথাই কইছি বটে।

মেয়ে (কমলা) - তা রুমির বিয়েটা কবে বটে।

মা (সুশীলা)- তা তো জিজ্ঞেস করলম না।

মেয়ে (কমলা) ঃ- কেন রুমির বিয়ে দিবেক? ও তো বিয়ে করতে চাই নাই, বরঞ্চো ওতো কন্যাশ্রীর টাকাই পড়তে চেয়েছে।

মা (সুশীলা) ঃ- ম্যাইয়াদের বিয়ে দিবেক নাই তো কি করবেক? ম্যাইয়াদের কি ঘরে বসিয়ো খাওয়াবো।

মেয়ে (কমলা) ঃ- তোমরা কি শুনোনি মেরি কম, পিভি সিন্ধু, সাইনা নেওয়াল, সানিয়া মির্জার কথা।

মা (সুশীলা) ঃ- ওতো সব শুনে কাজ নাই।

প্রতিবেশী (নির্মলা) ঃ জানতো বিহারের ছ্যালাটা কালই রুমিকে বিয়ে করে বিহারে লিয়ে যেতে চাইছে।

মেয়ে (কমলা) ঃ- কাকিমা ! তুমি রুমির বিয়ে দিতে পার না।

প্রতিবেশী (নির্মলা) - ওই জন্যই বলি ম্যাইয়াদের ইস্কুলে - টিস্কুলে পাঠাবার দরকার নাই! যেই ইস্কুলে পাঠাবে তেমনি বড় বড় বুলি ফুটবে।

রুমি ঃ- মা, আমি বিয়ে করতে পারবক নাই।

প্রতিবেশী (নির্মলা) ঃ- এর চেয়ে কম খরচে তোর বিয়ে দিতে লারবক।

রুমি ঃ- তুমি শোনোনি প্রধানমন্ত্রীজি কি বলছেন রেডিওর 'মনকি বাত অনুষ্ঠানে'?

মেয়ে (কমলা) ঃ- প্রধানমন্ত্রীজি কন্যা ভ্রূণহত্যা ও পড়ার বিষয়ে কত কথা বলেছেন।

প্রতিবেশী (নির্মলা) ঃ আমি বাপু ওদের ওত কথা শুনতে নারাজ আমি রুমিকে আজ থেকেই ঘরের বার হতে দিবক নাই।

প্রথম অঙ্ক ঃ– (দ্বিতীয় দৃশ্য)

মেয়ে (কমলা) ঃ-(হন হন করে চলে যাবে গ্রামের মাস্টারমশাই কমলেশকে ডেকে আনতে

মাস্টার মশাই (কমলেশ) ঃ প্রতিবেশী নির্মলার বাড়ির দিকে এগোবে।

প্রতিবেশী নির্মলা ঃ- কি মাস্টার মশায় ! তুমি অসময়ে এখানে ক্যানে।

মাস্টার মশাই (কমলেশ) ঃ কমলার মুখে শুনলাম তুমি রুমির বিয়ে দিতে চাইছো বিহারের কোন ছোকরার সঙ্গে।

প্রতিবেশী (নির্মলা) ঃ- তোমার বাবু ওতো কথাই কাজ লাই।

মাস্টার মশাই (কমলেশ) ঃ- আলবাত কাজ আছে! প্রধান মন্ত্রী যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য দপ্তরের প্রধান ভক্ত সেখানে প্রধানমন্ত্রীর কথা পালন করেই ছাড়ব। প্রধানমন্ত্রী হলো গিয়ে স্বামীজির ভাবাদর্শে দীক্ষিত। স্বামীজি বলেছিলেন , " যে দেশে যে জাতি নারীকে শ্রদ্ধা করে না, সে জাতি কখনোই বড়ো হতে পারে না, নারীর পূর্ণতা শুধু নারীত্বেই নয়, দেবীত্বে"।

প্রতিবেশী (নির্মলা) ঃ ওতো বড়ো বড়ো কথা শুনে কাজ নেই।

মাস্টার মশাই ঃ মেয়ে বড় হয়ে তোমাকে টাকা রোজকার করে হাতে টাকা দেবে তখন তোমার দুঃখের অবসান হবে।

প্রতিবেশী (নির্মলা)ঃ হবেক, মাস্টারমশাই !

মাস্টার মশাই (কমলেশ)ঃ তাহলে চলো সকলে মিলে বলি
‘‘ বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’
মেয়ে (কমলা) ঃ মাস্টারমশাই আজ প্রধানমন্ত্রীজির প্রচেষ্টা করতে আমরা বদ্ধ পরিকর হলাম।
কেননা - ‘‘ নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার ’—
রুমি ঃ- দাঁড়া, আমিও তোর সঙ্গে গাইব —
‘‘ নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
হে বিধাতা, আমারে রেখো না ব্যাকহীনা
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের’ পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন
ঝরে কণ্ঠ হতে নির্বারিত স্রোতে।
যাহার মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্তমাঝে পায় মোর প্রিয় !
সময় ফুয়ায় যদি , তবে তার পরে
শান্ত হোক সে নির্ঝর, নৈঃশব্দের নিস্তব্ধ সাগরে”

বিবাহ

শিখা গায়েন(F-09)

বিবরণ শোনাও দেখি পাত্রীর
উচ্চতা, গায়ের রং.....
মুখে আলতো গাম্ভীর্য এনে একে একে
বলি সব .....
আন্তরিকতার আশায় গলা নামিয়ে
ধীরে ধীরে বলে যাই ..... ডিভোসী - নির্দায়
প্রতারিত - সম্পূর্ণ নির্দোষ ।

ওপ্রান্তে খানিক বিরতি
প্রত্যেকটি মুহূর্তে যেন প্রত্যাখানের কঠিন
ইঙ্গিত —
তবু অল্প আছে আশা ..... যদি হয় রাজী

কিন্তু ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে আমার
আশাছেদন - এর প্রস্তুতি;
কি করব তবে ?
শ্যামলা রং, চলনসই দেখতে মায় ডিভোর্সী
.....
এমন মেয়ে চলে নাকি বাজারে ?
শুধিয়েছি শুভাকাঙ্খীদের
বলেছে তারা - ঠিক চলত, যদি হত
মুখশ্রী কিংবা মোটা মাইনের চাকুরীর
চকচকে লোভনীয় সামগ্রী

দুচোখে আঁধার দেখি
শিউরে উঠি মেয়েটার ভবিতব্য ভেবে
তবু আশায় দিন - গুনি।

সংসারী হতে পারেনি যে মেয়ে
তার কি প্রয়োজন- দয়া নাকি আন্তরিকতা?
কে দেখাবে আন্তরিকতা আর খাদহীন ভালোবাসা
অনুসন্ধান করেছি অনেক .....

তবে - তবে কি সেই মেয়ে
টাকা আর রং এর দাঁড়িপাল্লায় চড়বে?
দাঁড়াবে এই - দুইয়ের লোভাতুর - কামুক
অথবা অর্থপিশাচ এর দুয়ারে
দুধে- আলতার পাথরে পাড়ুবিয়ে
অনুসন্ধান করবে নতুন জীবনের —

ভালোবাসা - আন্তরিকতা
এ-সব সহজাত স্বতস্ফূর্ত নাকি
এ-সব আসে রূপ আর চকচকে
কাগজের আনুকূল্যে?

ঘাসফুল

সঞ্চিতা চন্দ (F-66)

রাস্তার দুধারে বাগানে
মাঠে ঘাটে যত্র তত্র ছড়িয়ে
ছিটিয়ে তোমার অবস্থিতি,
রোদ বৃষ্টি শীত জীবজন্তুর
চাপে যন্ত্রনায় তুমি আছ
তোমার লতা, পাতা ফুল ছড়িয়ে
মানুষ তোমাকে মাড়িয়ে
নীরবে চলে যায়
ফিরেও তাকায় না
কিন্তু তুমি আবার উঠে দাঁড়াও
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল প্রস্ফুটিত করে
ছড়িয়ে দাও প্রকৃতির কোলে
তোমার ফুলেও তো ভ্রমর,
প্রজাপতিরা ঘুরে বেড়ায়
প্রয়োজনে, অবহেলা তোমার
প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে ছিঁড়ে
উপড়ে ফেলে দেয় ওরা?
কেন? তুমি গোলাপ নয় বলে?
তুমি পণ্য নয় বলে?
আমি বলি শত লাঞ্ছনা
অবহেলাতেও তুমি দাঁড়াবে,
ফিরে দাঁড়াবে, উঠে দাঁড়াবে
ছড়িয়ে দেবে তোমার গৌরব
প্রকৃতির কোলে, খোলা আকাশে।

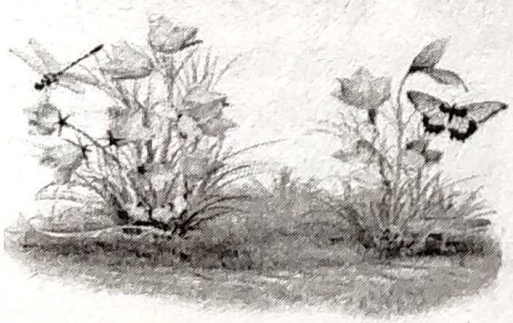

মৃত্যু

সুতপা ঘোষ (F-67)

হঠাৎ অবারিত হলো দ্বার -
অস্পষ্ট অচেনা এক মুখ !
নিঃশব্দে দাঁড়ালো আমার পাশে
একটা আবছায়া ছবি তাকিয়ে আছে,
মুখে নেই কোনো ভাষা —
জিজ্ঞাসা করলুম, কে তুমি?
নেই কোন উত্তর —
চক্ষু যেন তার বিস্ফোরিত,
যেন দাবানলের আগুন
হঠাৎ এক স্পর্শ
আমি নিস্তব্ধ নিস্তেজ হয়ে পড়লুম।
ফের বললুম, কে তুমি ?
একটাই শব্দ
'মৃত্যু'—

স্বাধীনতার এত দিন পরেও

আলিশা খাতুন (F-16)

ভোরের সূর্য দেখলে মনে হয়,
প্রশান্তির বধিরতা ছিঁড়ে
কি যেন বলতে চায় সে
ভেতরকার রক্তিম আভার নিশানা
কলঙ্কের দাগে মুদ্রিত
স্বাধীনতার এত দিন পরেও।
বিপ্লবীর হৃদয়ের স্বপ্ন
ভাঙা আয়নায় কেবল
নিজের মুখ দেখে বেড়ায়।
গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের করাল কান্ডে রক্তিম
খন্ডিত কাঁচের শানিত অস্ত্র।
স্বাধীনতার কত দিন পরেও
আড়ষ্ঠ হাত সামনে বাড়ানো,
শূন্য করে নিয়ে গেল কাল
অন্ধকারের পর্দা টানাকে।
গুমরে কাঁদে সন্তান হারা মা
সিক্ত করে মাতৃভূমি , উপুড় হয়ে
স্বাধীনতার বহুদিন পরেও
পকেটের হাওয়ায় শানানো ,
চকচকে উদ্ধত স্বার্থের তলোয়ারে
ছিন্ন বোঁটা আর পাঁপড়ির রাশি।
দম্ভের সিঁড়ির তলে বসে
বাটি হাতে দেবতার অভিশাপ
স্বাধীনতার সব দিন পরেও।

অবুঝ শিশু

প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল (D-06)

ঠামমা ঠামমা মা কোথায়
কতক্ষন বসে আছি হেথায় ।
দেখব বলে মাকে,
সবার চেয়ে ভালোবাসি যাকে।
তাও তো কোনদিন দেখাও না মুখ,
আলো দেখে কেবল পাই যে সুখ,
মাগো তুমি দেখা দাও একবার,
তোমায় যে আমি ডাকি - বারবার -
এত ডাকি তবুও সাড়া দিলে না ,
একবারও ছেলেকে দেখতে এলে না।
মা না হয় কাজে ব্যস্ত আছে,
বাবা তাহলে কোথায় গেছে?
বাবাও দেখা দিচ্ছে না,
খাওয়াও আমার আর হচ্ছে না।
অনেক রাত তো হলো,
খিদে পায় না বলো ?
আমিও হার মানব না,
ঘুমোতে আমি যাব না।
একবারও কি আমার কথা ভাবল
আমার মনে কতটা ব্যাথা লাগল।
ঠামমা তুমি কাঁদছ কেন?
বাচ্চা মেয়ে বুঝি যেন?
ঠামমা কি করে বলবে হায় -
কষ্টে যে তার প্রানটা যায়।
বাবা - মা যে তার গেছে চলে,
সব মায়ার বন্ধন খুলে।
আজ যে আকাশে মেঘ করেছে,
তাই তো তারারা লুকিয়ে পড়েছে।
কি করে দেখাবে সে তাদের
অবুঝ শিশুটি খুঁজছে যাদের।

চাকরির ডিগ্রী

মৌসুমী মণ্ডল (D-17)

যত পড় যাই কর,
নেই কোন চাকরি।
যদি তুমি না কর,
বি.এড. এর ডিগ্রী।
তাই ভেবে অবশেষে
বহু কাঠ খড় পুড়িয়ে
বি.এড. এর কলেজেতে
চলে এলাম পড়তে।

এখানেও শেষমেশ নেই কোন মুক্তি।
রাতদিন চলে শুধু,
শিক্ষক শিখনের আলোচনা,
আর মনস্তত্ত্বের নানা যুক্তি।

ঘড়ি ধরে সময়েতে,
আসা চাই কলেজে,
ক্লাস যদি কর miss
পড়ে যাবে নিয়মের ফাঁপরে।
এরপর প্রতি ক্লাসে,
করা চাই পড়া।
খাতা ভরে লিখে নাও,
করোনা অবহেলা।

এত কিছু ঝামেলায়
মন শুধু ছুটি চায়।
মনে মনে বলি শুধু
কবে পাব মুক্তি।

এত কিছুর পরেও
রয়ে যায় কিছু স্মৃতি।
পেয়েছি বন্ধুদের ভালোবাসা
আর হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কি।

করেছি বহু অনুষ্ঠানে,
মেতেছি নাচ, গান, কবিতায়
হয়ত হয়েছে অনেক ভুল,
তবু পেয়েছি শিক্ষকদের প্রশয়।

নিজ গুনে তাঁরা
ক্ষমিয়াছেন মোদের
বহু সুপ্ত প্রতিভাকে,
এনেছেন আলোতে।

শিখেছি অনেক বিষয়
পুঁথির বাইরে।
হাত ধরে শিখিয়েছেন
জীবনের দুর্গম পথে চলতে।।

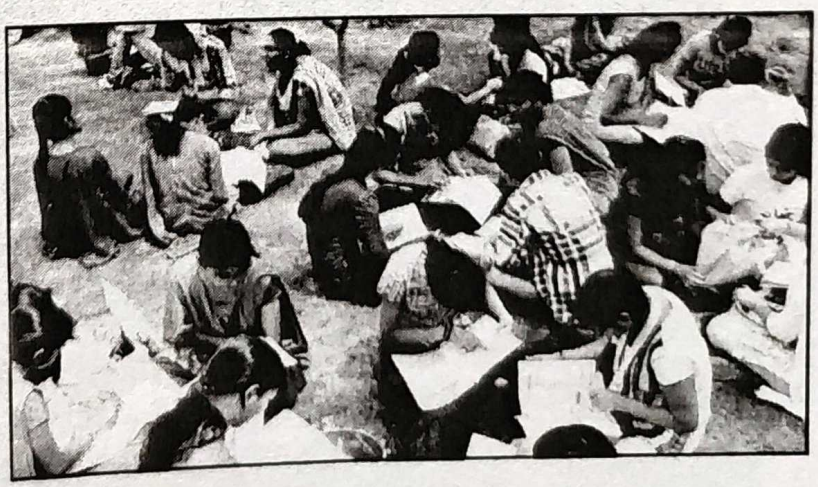

আক্ষেপ – অপেক্ষা

অনিরুদ্ধ চক্রবর্ত্তী (F-53)

অজানা অচেনা এক নারী,
কথার মধ্যে বয়ে চলে ছন্দের সারি।
হঠাৎ একদিন পরিচয় একটি কবিতা দিয়ে,
বলেছিল মোকে কবি কবি ভাব ছন্দের অভাব নিয়ে—
তারপর শুরু হয়েছিল মোদের কথা,
কথার মধ্যে ছিল যত স্ফুট - অস্ফুট গাথা
বাক্যালাপ চলত মোদের ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে,
অমূল্য সময়, তবু চলত সময়কে লয়ে করে।
কি করছ? কি খাচ্ছ? আর থাকত অনেক কিছু,
অজান্তে কিভাবে এগুলো ধাওয়া করল মোর পিছু।
ধীরে ধীরে এ সম্পর্ক পরিণত হল বরফে,
অগ্নি সংযোগে সৃষ্টি হল কয়েকটি হরফে।
অকস্মাৎ একটি কথা আচমকা দমকা হাওয়ার মতো,
উড়িয়ে দিয়েছিল ভরসার কপাটগুলো যতো।
একটা ছোট্ট অপমান বিধ্বংসী করল মোকে।
যা ইচ্ছা তাই করে বললুম তাকে।
মুখ বুজে সয়ে গেল সে সবই
ভেসে উঠল মোর সামনে তার প্রতিবাদহীন ছবি।
অজ্ঞাত আমি নিয়ে কথা খানি,
কোনটা ঠিক ভুল কোনটা কিছুই জানি না।
আজো সেই আঘাত দিল পদাঘাত,
তার করল হৃদয়কাত
সেই বেদনা এখনো ও আমার বুকের মধ্যে
নিষ্কলঙ্ক চাঁদ কি পেয়েছ নিজ সাধ্যে?
যদি পার ক্ষমা করো মোরে,
মিত্র না হয়, শত্রু মনে করে।
ভালোবেসে কি করেছিনু কোনো ভুল?
তাই গুনছি এখনোও ভুলের মাসুল?
মনে আসে বার বার সেই অদেখা মুখখানি?
মন না মানলেও মানিয়ে নিয়েছি আপনি।
কালিকার এত কথা,
পরিণত আজ নীরব বার্তা।
উর্দ্ধমুখী গতি আজ —
আধোমুখে দিল লাজ।
রক্তিম সূর্যের বাঁকা হাসি,
দোষহীন নির্দোষকে দিল শুধু ফাঁসি।
ছোট্ট একটি ভুলের কি নেই কোন ক্ষমা?
দাও না একটি দাঁড়ি, না দিলেই বা কমা
অবুঝ মনের, সবুজ প্রাণের নব কিশলয়,
আলো, বাতাস, জল সেচনে হবে তার জয়।
ভয়হীন অক্ষমতা —
চাইছে তোমার সাথে করতে সমঝোতা।
সহস্র কোটি আলোকবর্ষ দূরের একটি তারা,
আজো আপন করেনি তাকে যারা।
তুমি কি পার না তাকে আপন করে নিতে?
নিজ হাত রাখতে তার হাতে।
নইলে বাঁধা পড়বে সে কুহকজালে —
আক্ষেপ - অপেক্ষা সাথী হবে তার নিত্যকালে।
তাই দীর্ন হৃদয়ে বলব শুধু ভাবো একবার
ভগ্ন কাঁচ জোড়া লাগুক আবার।

সেতুর ঠাকুর

বিদিশা দাস **(F-22)**

হঁ গ - বাবুরা
একটা কথা লিবেন
গাঁয়ের মুখ্যু চষা আমি
লিখ্যা পড়্যা জানি লাই
ভগবানের দয়াকে আশ কইরে
চাষ করইল হ্যাম ফিসন।।
আংরা পুড়া কপ্যাল মোদের
খরা বন্যায় আকাশ যেন
কুটুম হঁ - ই যাঁইছে।।
পরথম সরকারি বাঁধের জলে
'চাষ করি আনন্দে'
কে যেন গান বাঁধছিল ইটা
জানাটার বই লিখে ছিল নাকি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
উটা কি ঠাকুর বটে!
উহার পূজা কুন মাসে হয়?
মন্দিরটা কুথাকে - গ !
কইলকতা যায়েছিলাম একবার মিছিল করে
মিটিন শুনতে
যাতে যাতে একটা ভুকলা
টাঙা পেলে পরে দেখাই বইলাম্
ইটা রবীন্দ্রের সেতু !
হঁ - গ বাবুরা রবীন্দ্রনাথ
কিই টাকর‍্যা এত বড় পোল
বনহাই ছিল ? ইকলা ইকলা!
বইলতে হবেক ঠাকুর বটে
হাঁসরাই জেন কেনে ?
তুদের বাপ লাগে গ
তুদের বাপ লাগে গ
বনহা দেখি আর কেটা
ই - রকম রবীনদের সেতু !
নিজের চোখে দেখে য্যাঁছি
কত লুহার পাটা , লুহার বাঁশ
খঁজে খঁজে কত বড় বড় কপাট খাঁচাইছে!
কিন হাঁসরাই জেন কেন - গ বাবুরা?
গাঁয়ের মুখ্যু চষ্যা আমি লিখ্যা পড়্যা জানিলাই বটে
কিন্তু ক সে চাকুরটার ছি চরণে
গড় করি — গ
অনেক — অনেক গড় করি।

জীবনের সারাংশ

বীথি দেবাচার্য্য (F-38)

জীবন মানে সুখ দুঃখ
জীবন মানে ছন্দ,
জীবন মানেই কান্না হাসি
জীবন মানে দ্বন্দ্ব ।।
জীবন মানে নদীর দুপার
ভাঙ্গে আবার গড়ে,
জীবন মানেই নিছক খেলা
গরীব দুখীর তরে।।
জীবন মানে জয় পরাজয়
অনেক রঙিন আশা ,
জীবন মানেই স্বপ্ন দেখা
সবার ভালোবাসা।।
জীবন মানে যুদ্ধ লড়াই
চলার পথে বাধা,
জীবন মানেই অজস্র ভুল
আস্ত গোলক ধাঁধাঁ ।।
জীবন মানে হার না মেনে
সত্যের মুখোমুখি,
জীবন মানেই প্রতিপদে
অনেক আছে ঝুঁকি
জীবন মানে নতুন সূর্য
পুব আকাশের কোনে
জীবন মানেই বদলে যাওয়া
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।।

গ্রীষ্ম চেতন

রোজিনা খাতুন (F-07)

গ্রীষ্ম মানে, সূর্য্যি মামা প্রতাপ দেখা অতি,
দগ্ধ প্রাণ তপ্ত বাতাস বিশ্বজনার ক্ষতি।
সৃষ্টি তখন ধুঁকছে কেবল,
নিষ্ঠা প্রাণের যুদ্ধ প্রবল।
মগ্ন চেতন জন সমাজ,
বিপন্নতায় ভ্রষ্ট আজ
লাভ ক্ষতিরই অঙ্ক কষে
বেজায় পড়ে সূর্য রোষে
বৃক্ষ সকল দাঁড়িয়ে আছে,
- রৌদ্র লোকের বেজায় কাছে
তাপ তো তারা গ্রহন করে
জীর্ন দেহে শুকিয়ে মরে।
আজ প্রভাতের সরস ঘাসে,
রৌদ্রতাপে হয় ফ্যাকাশে
মানুষজনা লুকিয়ে থাকে ,
সূর্য তাপের ক্ষিপ্র ফাঁকে
ঘর্ম দেহে বাতাস করে,
জিরিয়ে নিয়ে অনেক পরে
কার্যোদ্ধারের তাগিদ নিয়ে,
দাবদাহের মধ্যে দিয়ে
ব্যস্ত প্রানের নিত্যটানে,
স্বস্তি পাওয়ার গ্রীষ্মগানে।
ছায়া খোঁজে বৃক্ষতলে।
মধ্যাহ্ন আবার হোক সকালে।
সন্ধ্যা পরে স্বস্তি মেলে,
তাও যদি পবন খেলে
বদ্ধ প্রাণের গুমোট ঘরে,
ম্লান চোখে নত শিরে।
প্রার্থনা করি বৃষ্টি আসার,
রদ্ধ প্রাণের মুক্ত ভাসার
তবু ও তো গ্রীষ্মকালে,
বাঁধন হারা, শেকল ছেঁড়া
আনন্দেতে মনদেশে।

স্বপ্ন

লতিকা বেরা (F-60)

স্বপ্ন মানে
হৃদয় ছোঁয়া অন্তরের অনেক ভাষা,
আবার স্বপ্ন মানেই
লুকিয়ে থাকা মনের ইচ্ছে - আশা।
স্বপ্ন আসে
দুই নয়নের পাতা এক হলে,
আবার স্বপ্ন ভঙ্গ
হঠাৎ করে ঘুমটা ভেঙ্গে গেলে।
স্বপ্ন আসে বলে
মনে জাগে অনেক বিশ্বাস,
আবার স্বপ্ন ভাঙ্গলে
মনে থাকে না কোন আশ্বাস।
স্বপ্ন নিয়ে যায়
অনেক দূরের জগৎ কল্পনাতে
আবার স্বপ্নই ফিরিয়ে আনে
জটিল বাস্তবের জগতে
স্বপ্ন সফল হলে
সবাই আনন্দিত হয়,
তবুও স্বপ্ন কেন অধরা
সত্যি কেন নয় ?

কর্তব্যা কর্তব্য

বিশ্বজিৎ মণ্ডল (F-34)

শিষ্য আচার্য মবদৎ কিং কর্তব্য মকর্তব্যম বা
ভবন্তম পৃচ্ছামি অহং বিনাশয় মম সংশয়ঃ।
একেন শ্লোকেন পৃষ্ট শিষ্য যৎ প্রশ্নম্
তস্য প্রত্যুত্তরং সপ্তভিঃ শ্লোকৈ দিৎসতি আচার্যঃ ।।
সত্যং বদ, সত্যং চর, সত্যং মন্তব্যঞ্চ
সত্যং পরিতজ্য মিথ্যায়ার বলম্বনঃ কদাপি নাকর্তব্যম্।
গুরুনাঃ উপদেশয়তি যৎ শিষ্যেন নালঙ্ঘায়াত তৎ
সর্বেষাং মনসি স্থিতে যা বিদ্যা আপত্রে প্রদিতুং নাকর্তব্যম্ ।।
দানো হি সুপাত্রে কর্তব্যং ন তু অপাত্রে
চেষ্টয়া সিদ্ধ্যতি কার্যং ন তস্য পরিতছ্যম্।
দুঃখ যদা আগমিষ্যসি চক্রবৎ পরিবর্তনেন
তদা স্থিরিং স্থাব্যম্, স্থিরং জ্ঞাতব্যম্, স্থিরঞ্চ চিন্তয়িতব্যম্।।
হংস যদা জলং পরিতছ্য পয়ং গৃহাতি
তদা অশুভং পরিতছ্য তব শুভ গ্রহনং কর্তব্যম্।
বায়ুঃ যথা সর্বত্র পরিভ্রমতি বিচরতি চ
তদ্বং জ্ঞানার্থং সর্বত্র বিচরনং কর্তব্যম্।।
অর্ক যথা দিবসে পরিভ্রমতি ন হি রাত্রিকালে
দিবসে সৎকর্ম কর্তব্যম্, রাত্রৌ চ বিশ্রমনীয় ।।

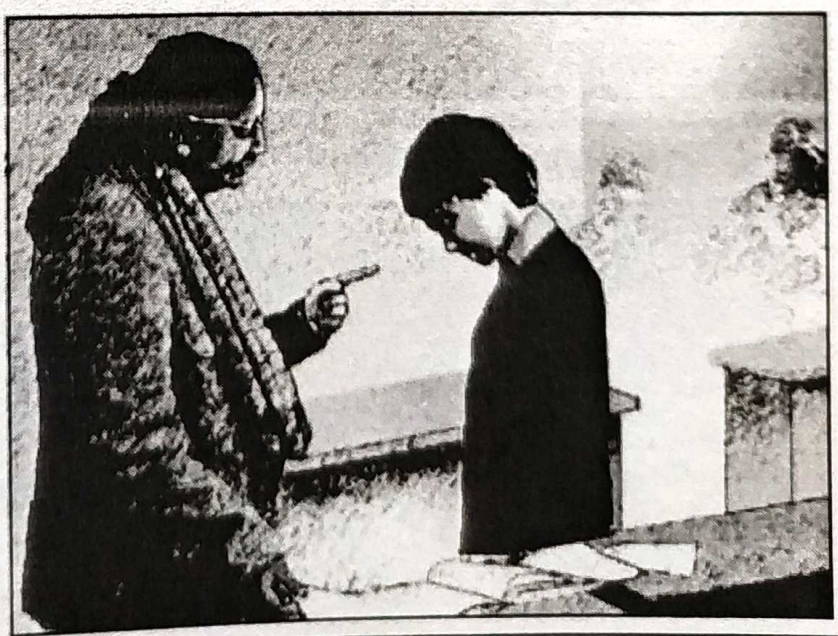

যুগ যন্ত্রনা

কৃষ্ণা মাইতি(F-41)

একবিংশ শতাব্দীর প্রত্যুষে
যান্ত্রিক সভ্যতার ঘর্ঘর ধ্বনিতে বিকল প্রান,
চিমনির ধোঁয়া মানুষের মন
ঝুলকালিতে ঝাপসা
সত্য - ন্যায় - আর্দশ - এ সব
সভা গরম করা সভাসদদের গালভরা দুটো কথার কথা
নিরন্ন ছাপোষাদেরকে খানিকটা আফিং দেওয়া,
স্বার্থান্ধতার যুগে মানবিক মূল্যবোধ
চলে গেছে 'লাশ কাটা ঘরে
টেবিলের পরে
বিস্ফারিত জন সমুদ্রে শিক্ষিত বেকার
মাথাকুটে মরে, একটা চাকরির আশায়
কিন্তু —
চাকরিতো কেবল
উচ্চপদস্থ বাবুর শ্যালক বোনাই কিংবা জামাইয়ের
নয়তো —
কোটিপতি ধনীর দুলালের
যাদের চায়ে চুমুক দিয়ে
বাবুর নাড়িতে পড়েছে মরিচা
এ সভ্যতা তো
সকলের তরে নয়,
সভ্যতা, গুটি কত বুর্জোয়া শ্রেনীর
আর তাদের চাটুকারীদের !

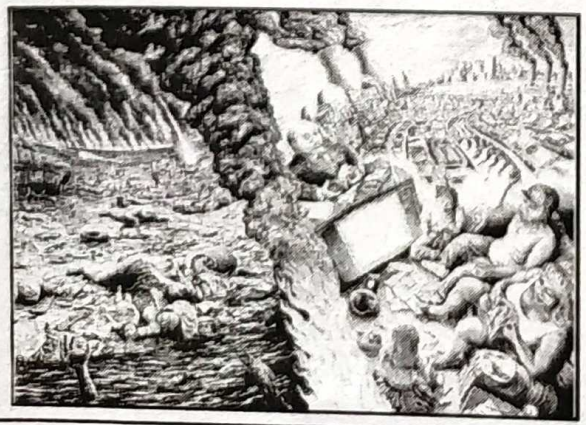

দূষণ

মৌমিতা রায় (F-05)

দূষণ ! দূষণ! দূষণ! দেখ রে সবাই
দূষণ সারা পৃথিবীটায়
দূষণ ছাড়া স্নিগ্ধ বাতাস
পাবেনা খুঁজে তুমি শত চেষ্টায়।
জল দূষণ,বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ
দূষণ যে বাড়ছে চারিদিকে -
ময়লা, গন্ধ আর আর্বজনায়
ভরালো এ সুন্দর ধারাকে।।
ব্যকটেরিয়ার ভারি মজা
ভাইরাসরাও আজ খুশি -
এ ধরণীর দুর্দশাতে
পাচ্ছে তাদেরই হাসি
ম্যালেরিয়া আর জন্ডিস
বাড়ছে দিবা রাত্রি
আমাদেরই ভুলের তারা দিচ্ছে মোদের শাস্তি ।
মশা মাছি ব্যস্ত সবাই , অসুখ হওয়ার কাজে
অজানা সব জীবানুরা আসবে নতুন সাজে।
এই চিন্তায় বিজ্ঞানীদের সুখ নেই যে রাতে
কি সমাধান দেবে তারা বিশ্ববাসীর হাতে
তুমিও ভাবো আমিও ভাবি
যদি উত্তর মেলে পাছে
আমার ঠিকানা @world
পাঠিয়ে দিও তাতে ।।

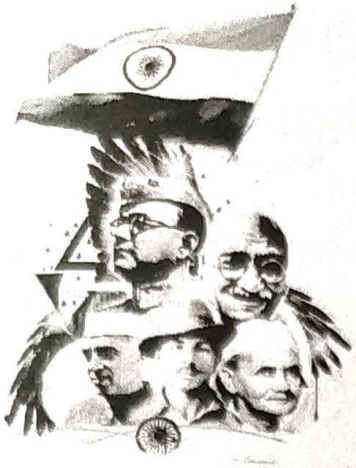

স্বাধীনতার সুখ

ঐশী সাইতি (F-55)

সাধ করে কিনে আনা সুন্দরী ময়না
কাতর আকুতি করে মোর পানে চেয়ে।
বহু যত্নে খেতে দেওয়া,
পেস্তা বাদাম আর রুচে না তার।
আত্মসুখ ছেড়ে লোহার খাঁচায় বন্দী,
আদুরে ময়নাটিকে তাই ভোরের
সোনালী আলোয়,
উড়িয়েছি আকাশের তলে,
মুক্ত হাওয়ায় অনভ্যস্ত ছোট্ট ডানা
মেলে একবার পিছু ফিরে উড়ে গেল,
আকাশের দেশে।
যতদূর চোখ যায় চেয়ে দেখি
আহ্লাদী, ক্ষণিক, অসহায় সাথীটিকে।
বনের পাখীর দলে মিশে অবাধ সুখে
চলে যায় ছুটে
কোন স্থানে ঠিকানা নাইকো তার।
কণ্ঠে জড়ানো বন্দীর মালা খুলে
মুক্ত কণ্ঠে মুক্তির স্বাদ এতো
স্বর্গ সুখ বয়ে আনে তার
সমস্ত খাঁচার দোর খুলে নীল
আকাশের কোলে দিই যদি এইভাবে
প্রাণগুলি ছেড়ে,
জুড়ায় অনন্ত মন শূণ্য পানে চেয়ে।

বঙ্গনারীর প্রতি

অংশুমান সাইতি, (F-14)

হে নারী,
শুধু লাগলে ভালো
ভালোবেসো না।
যে তোমারে বাহ্যিক চায়
তার হয়ে যেও না
যার আছে মন, নাহি অর্থ
ভালোবাসো তারে।
উঠে যাও তারই জীবনদ্বারে।
অর্থ দিয়ে নয়,
জীবনের মূল্য দিয়ে রাখিবে তোমারে।
পাবে সুখ পাবে স্বাচ্ছন্দ্য
আর অনন্ত ভালোবাসা ।
যাকে মূল্য দিয়ে করা যায় না ভাষা
কিন্তু, যে তোমারে খাওয়াবে রোল
চড়াবে মোটর সাইকেল
এসব পুরোটাই ছলনা
বলবে, " কবে হবো তোমার বলো না"।।
ওসব রং, ওসব ঢং
তাই বলছি , ওদের নিয়ে ভেবো না।
হয়তো জীবন রস দিয়ে মেটাতে হবে তার কামনা।
শুধু বলি, না থাকলে সুদীর্ঘ মন
পাবে না , খাঁটি আপনজন।

আলোর সন্ধানে

শুক্লা সিন্‌হা মহাপাত্র (F-69)

জীবনের রংবেরং দিন চলে যায়
থেকে যায় অমানিশা।
চলতে থাকে চিলের হাহাকার
বাড়তে থাকে জীবনের ক্ষিদে
বেঁচে থাকার লড়াই
অবিশ্বাসের ঋণ,
কৃতঘ্নের লজ্জাহীনতা
নারীত্বের লুণ্ঠন।
হারিয়ে গেছে মানবতার গান
ধূলি- ধূসরিত আজ বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ —
সমাজ মেকি দেশনেতাদের
অঙ্গুলিহেলনে টাল মাটাল।
বন্যা মড়কের চেয়েও দুঃসহ
তাদের প্রতিশ্রুতির বান।
যা ঠেলে দিচ্ছে আমাদের
আশারূপ নিরাশার আলোহীনতায়
জানি না, আবার কবে আসবে আলো
যে আলো জ্বলেছিল চৈতন্যের ভক্তিবাদে
যে আলো জ্বেলেছিলেন
বিদ্যাসাগর তাঁর বর্ণপরিচয়ে।।

প্রকৃতি মা

রণিতা সাউ(F-63)

চারিদিকে যখন মৃত্যুর হাতছানি
তখন তুমি এলে।
তুমি আমাদের আশা ভরসা।
তুমি যেমন আমাদের কাঁদাও, তেমনি হাসাও
যেমন ভালোবাসো,
তেমনি দূরে ঠেলে দাও।
জীবন যখন গভীর রাত্রি
তখন তুমি প্রদীপ হাতে পথ দেখাও।
যখন হৃদয় বেদনায় বিদীর্ন
তখন তুমি তোমার শান্ত প্রেমের গান
মধুর কণ্ঠে শোনাও
কিন্তু তোমার মূল্য কেউ দেয় না
তুমি যতই ভালোবাসো, প্রেম দাও,
এই নিষ্ঠুর মানব হৃদয় তোমায়
কোনদিন মূল্য দেবে না। তবে .....
কেন এই প্রেম? কেন ভালোবাসা ?
ও বুঝেছি , তুমি বুঝি এই নিষ্ঠুর মানব জীবনের
নির্মম মনুষ্যত্ব বোধকে পরিবর্তন করতে চাও.
পারবে ! তুমি পারবে!
তোমার বিশাল হৃদয়াকাশ থেকে তুমি
পারবে শান্তির বারি বর্ষণ করতে।
তুমি অনেক দিয়েছো , নাওনি কিছুই ।
আজ আমি তোমায় দেব তোমার
চরণ কমলতলে আমার অন্তরের
তুমি যে আমার ' প্রকৃতি মা'।
ভালোবাসা - শ্রদ্ধা - প্রার্থনা।

আমি কে

বর্ণালী মাইতি (F-08)

নিজেকে খুঁজেছি .....
নিষিদ্ধ অন্ধকার মাখা একমুঠো বালিতে
ছিঁড়ে যাওয়া কাগজের অস্পষ্ট লেখায়
নিজের বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি দেখার প্রয়াসে
ঘুমিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত হৃদয়হীন .....
এলোমেলো স্বপ্নের কালিমেখে প্রতিকৃত হওয়ার চেষ্টা করছি।

উষ্ণ নিঃশ্বাসে কান্না মাখা বাষ্পে
হাত দিয়ে ভাবছি !
আমি কি এখানে ?
দুরন্ত পাহাড়ের শেষ চূড়ায়.....
আমি কি বিলীন হয়ে গেছি?
গুমরো উত্তাপে মাখা জলহীন চোখে
আয়নায় মুখ ঢেকে নিজেকে চিনে নিতে চেষ্টা করছি।
আমি কি কালো ছায়ার মতো নিশ্চুপ
কাদা জড়ানো বাহুতে নাম লিখে
বার - বার ছুরি দিয়ে হাত কেটেছি .....
এই হাত কি আমার !
কালো হয়ে আসা মেঘ কপালে রেখে
এক পসলা বৃষ্টির আশায় করুন আড় চোখে
তাকিয়ে নিজেকে ভাবছি
হৃদয় কম্পনের এঁটো সুরে
আমি কি বিরক্তিকর !
আমার আমি কে না হয় নাইকো বা জানলাম
তোমার মধ্যে রঙিন আলোতে
নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছি।

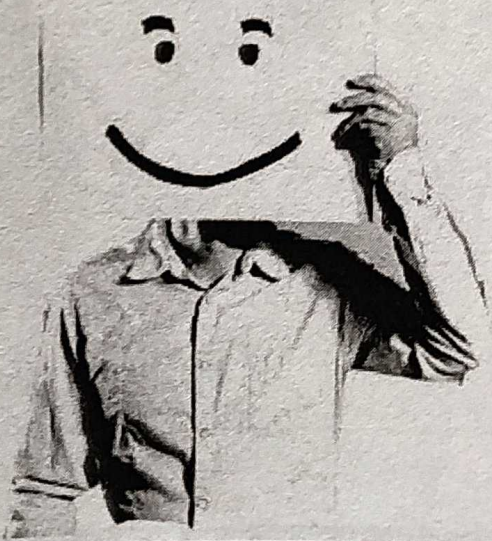

ছেলেবেলা

দেবলীনা মিদ্যা (F-17)

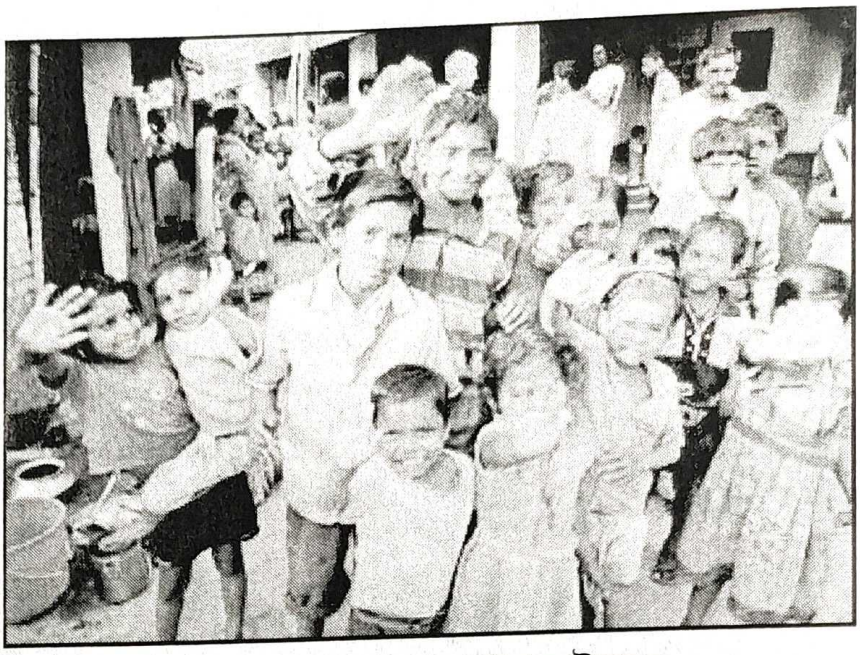

সেই,
ফেলে আসা ছেলেবেলা
এলেবেলে ছেলেখেলা
কেন মনে পড়ে যায়
একলা এ বরষায়
যত
মন খারাপের ছেলে বেলা
জল ফোঁটা টুপটাপ
জানালায় চুপচাপ
একা বসে থাক ছেলেবেলা
এক
মন খারাপের ছেলেবেলা
ফাঁকি মেরে ইস্কুলে

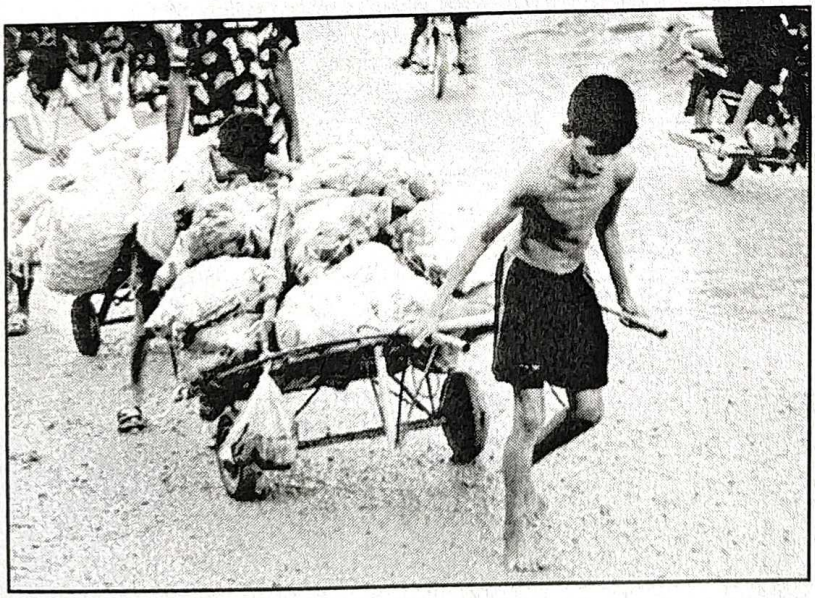

কাদা মেখে ফুটবলে
জল ভেজা মাঠে ছেলেবেলা
খুব
মন খারাপের ছেলেবেলা
অলি গলি নদী ধারা
খাতা ছিঁড়ে ভাঁজ করা
নৌকা ভাসানো ছেলেবেলা
কোনো
মন খারাপের ছেলেবেলা
তাল বড়া মুড়ি মাখা
উনুনের আঁচলাগা
যার পাশে বসে ছেলেবেলা
কত
মন খারাপের ছেলেবেলা
কেন আজ বারবার
বড়বেলা বর্ষার
মেঘ ছিঁড়ে আসে ছোট বেলা ?
মিছে
মন খারাপের ছেলে বেলা ?

আন্ধার পানি

সঙ্গীতা বেরা **(F-24)**

(পূর্ব বঙ্গীয় উপ ভাষায় লেখা)

মাঝি ওরে আর কতদিন
কইরবি খেয়া পার ?
দিনের আলো যায় ফুরায়ে
ঘনাইলো আন্ধার!
নদী বইয়া যায় দরিয়ায়
দরিয়া সাগরে
আগায় না জীবনের খেয়া
থাইকলে কিনারে
বাতাসে যা রে দাঁড়
দিনের আলো যায় ফুরায়ে
ঘনাইলো আন্ধার!
ভরা কোটাল আইবে কি বান
গাঙের উজানে ?
ছাইড়ো না হাল সামাল সামাল
বাদল তুফানে
সাঁইঝের বেলায় মরণ খেলায়
মাইনো না রে হার
দিনের আলো যায় ফুরায়ে
ঘনাইলো আন্ধার!

আসমান থিক্যা পানি ঝরে
চোখের জমিনে
কোনও দিশা না হয় ঠাহর
অথই গহীনে
পাইলি কি পারানির কড়ি
মিটল সকল ধার?
দিনের আলো যায় ফুরায়ে
ঘনাইলো আন্ধার!

কৈশোর ফুরায়ে যৌবনও যায়
আইল ভাঁটার টান
দুই এর তলে বৈঠা থুইয়ে
নিশীথে শনসান
এন্তেকালে মাটির শয়ান
পাইবি নদীর পাড়
দিনের আলো যায় ফুরায়ে
ঘনাইলে আন্ধার!
(পূর্ববঙ্গীয় উপ- ভাষায় লেখা)

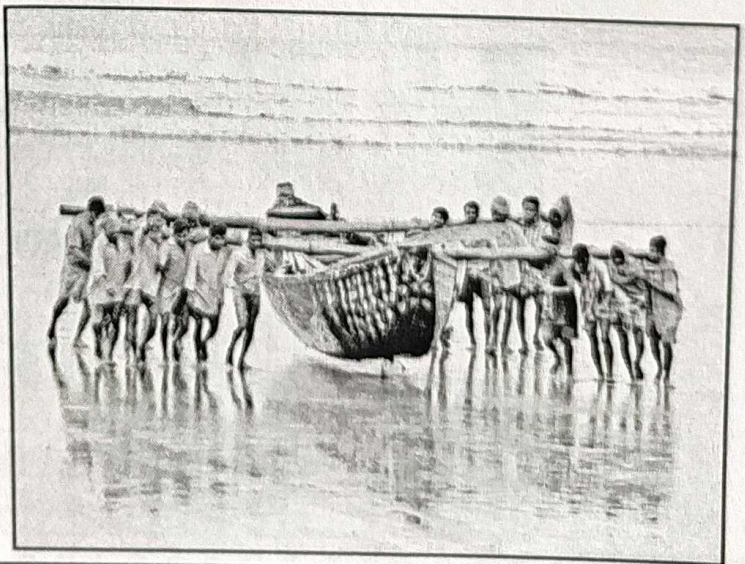

মাতৃভূমি

প্রতিমা পাত্র (D-02)

মাতৃভূমি আমার সবচেয়ে সুন্দর,
সবুজে সবুজে ঘেরা ওই যে প্রান্তর।
পথের পাশে ফোটা হলদে ফুলের কলি,
বিপদ এলে আমরা সবাই একসাথে চলি।
নাই অহংকার, নাই যে ঘৃনা মনে,
যতদিন চাঁদ সূর্য থাকবে রাতে দিনে।
জন্ম থেকে দুধে - ভাতে রেখেছ আমায়?
কি দিয়ে পূর্ণ করব, এই ঋণ তোমায়?
আঁকা বাঁকা পথের পাশে সোনার ফসল ফলে,
সবাই খেয়ে বেঁচে আছি একই আকাশ তলে ।
চাই না সোনা আমি, চাই না জহর রত্ন,
চাই যে ভালোবাসা , তোমাদের আদর যত্ন।
কুঁড়ে ঘরে থাকি তবু নাই দুঃখ মনে,
একথা বলি আমি প্রতি জনে জনে।
নির্জন রাত্রি আর ঐ চাঁদের নীরবতা,
মনে মনে বলে যায় কত অজানা কথা।
চাই না অট্টালিকা, চাই না প্রাসাদ আমি,
চাই যে বাঁচাতে শুধু মাতৃভূমিতে আমি।।

—০—

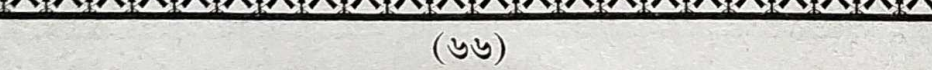

We Are Also Human

Jaya Samanta (F-49)

We are Zenith of all
but yielding to society
we are the thought of all
but not life.
Our urge one thing
we get another.
We also feel our Organs
but they always Zip in a boundary.
We can't touch Can't feel
Which we want to feel.
Our heart say something
but our tongue Cannot
We are the instruement of enjoyment
but where our joy ?
We are the empty vessel
always grope for love
We Can not watch, Can't Smell one
but One Car enjoy us from top to leese .
Always we immolate our perception
but we are also human .
we are woman , we carry our
Physique
and 'Freedom' is just a ' word' for us.
we are also human.

AS i got you

Santu Pattanayak (D-10)

As I got you
Light Comes to the gloomy nither
I trust you
You Coloured my heart
With your colour of language
Water comes to the deep of eyes
That's only for you.
I get my heart – beat
From your existence.
As you are with me
I get so much Peace.
Often,Remembrance enlighten,
My grief stricken heart .
You touch my heart
Like dawn's breeze
Then the light of hope
Decorates my heart
With beautiful pleasure
Then I think,
As I got You.

The Dear Is no More

Poulami Maity (F-29)

Who knocked at the door?
I opened the door and asked
But there was no one.
Once again I asked
But there has no one
In the darkness of night
everything was black
but still I saw some one.
I ran towards that shadow
And became surprised
Oh! That was my dear friend
Who came to meet me
She was talking with me full of joy
But at a sudden sound
I woke up from bed and
Found that it was a dream.
My eyes filled with tears
at the breaking of the dream
I was talking with her in my dream
But it can't be real ,
Cause , the dear is absent
The dear is no more.

_0_

খুঁজে চাই

যোগেন্দ্র নাথ শীট **(F-77)**

কবিতা তোমায় খুঁজছি হন্যে হয়ে
ভোরের আবছা আলোয়
কুয়াশা ভেজা মাটির ছোঁয়ায়
কুটি কুটি সাদামেঘের ভেলায়
পোড়া রোদ্দুরে ক্লান্ত বটের ছায়ায়
মেঠোপথে বাউলের সুরে
ঘুনপোকা গান গায় কাছে আর দূরে।
কবিতা, এখনো তোমায় খুঁজছি
শিশুদের কলরবে, সমুদ্র কল্লোলে
পাহাড়িয়া বনানীর হিমেল হিল্লোলে
ভুবন পরিধি ধীরে ধীরে আজ
নম্রতায় ভরে গেছে, কৃত্রিম এলাজ,
তবু বলি, কবিতা তোমাকেই চাই
নীলকন্ঠ আমি, তুমি ছাড়া পৃথিবীতে
আর কিছু নাই ।।

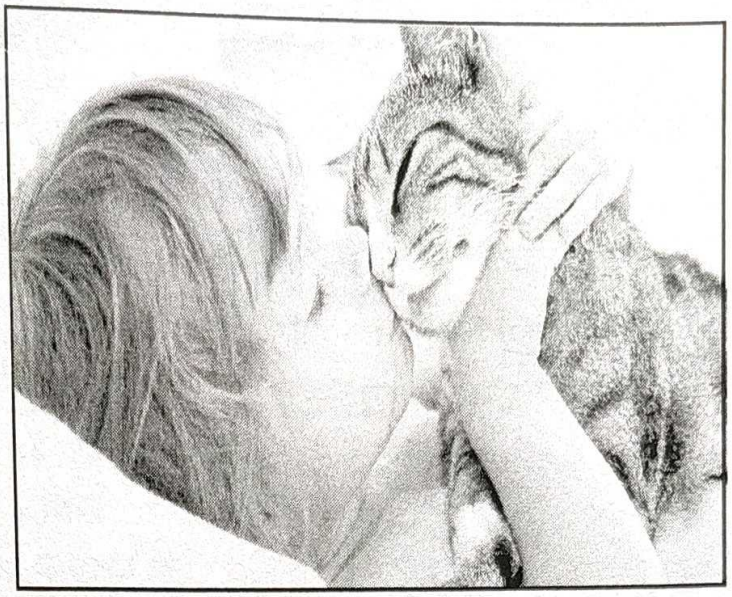

একটু উষ্ণতার ছোঁয়া

সূর্যকান্ত ধাড়া **(F-79)**

যদি তুমি স্পর্শ চাও, আমি দিতে পারি
দিতে পারি নিজের আলিঙ্গন
উষ্ণতার ছোঁয়ায়।
ক্ষনিকের আলাপন গাঢ় রহস্যময়তায় ভরে ওঠে
সৃষ্টির প্রথম আবেগ, উল্লাস উদ্দামতা,
লৌহপিন্ডের মতো উত্তাপ শোধন করতে থাকে।
বিস্তৃত ব্যবধান মুহুর্তের মধ্যে সংকীর্ন হয়,
সংকীর্ণ হয় শ্বাসবায়ু,
জড়তাগ্রস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বন্ধন মুক্তি ঘটে।
রোমাঞ্চকর অনুভূতির যাদুদন্ডে,
অকস্মাৎ সচল হয় জনজীবন
যেখানে তুমি আর আমি
দাঁড়িয়ে আছি শতকোটি আলোকবর্ষ দূর
ব্যস্ত উষ্ণতা গ্রহনের উত্তেজনায়
সংকোচের চৌকাঠ ছাড়িয়ে ।

আমার আকাশ

সত্যজিৎ পন্ডা, রোল নং- **(D-09)**

আমার আকাশে ফাগুনের মেঘ
আগুন ঝরানো দিন!
আজ নয় বসন্ত —
রাতের আঁধারে ফিসফাস করে
ভাগ করে দুনিয়া ;

বানরের রুটি ভাগে টান পড়ে
মুঠোভরা স্বপ্ন সকাল।
চলে যায় পথ স্বপ্ন সড়ক ছুঁয়ে
বন্ধ থাকুক নরকের দরজা ।

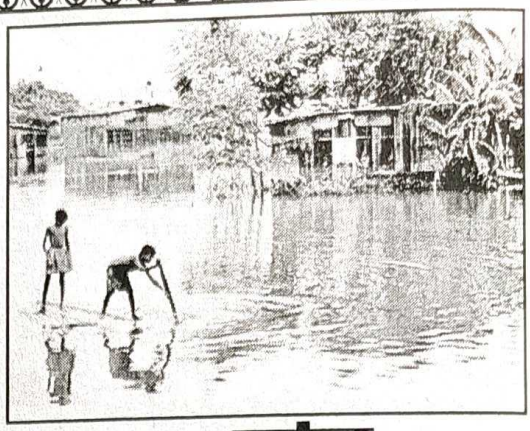

বান

মধুমিতা মাইতি **(F-81)**

নদীর কানা ভরলো জলে
আকাশ যে আজ কালো
পশু - পাখী দৃষ্টি গোচর
এই বুঝি বান এলো।।
চাষের জমি ডুবলো জলে
বন্ধ হলো চাষ,
শিশু বৃদ্ধ, ঘরের চালে
দুখের বাঁচার আশ ।
ঢেউয়ের তোড়ে যাচ্ছে পড়ে
লক্ষ লক্ষ গাছ,
কোনো মায়া মমতা নেই
তীব্র জলোচ্ছ্বাস ।।
সঙ্গে সবার বুকের ভেতর
হু হু করে উঠে —
গরু বাছুর পালে পালে
ডাঙার দিকে ছোটো ।।
মানুষ পশু সকল প্রাণী
হয়েছে বান ভাসি,
সর্বনাশা বানের হানায়
মিলিয়ে গেছে হাসি।।

আদরের ছোট ভাই

মৌমিতা মণ্ডল (F-27)

মায়ের কোলে যবে থেকে এসেছিস তুই
তখন থেকে আমি শুধোই তোকে আমার ভাই
তোর দুষ্টু মিষ্টি কান্না আর বদমাসি গুলো
ভালো লাগে আমার ভাই খুবই ওই গুলো
কেন তুই আর কিছুদিন আগে এলিনা
তাহলে আমি ভাই ফোঁটাতে কখনো কাঁদতাম না
তুই এসেছিস তাই ভালো লাগছে আমার
তুই এসেছিস তাই ভালো লাগছে সবার
তোকে ঘিরে কত শত খুশির হইচই
মা যে বলে শুধু তোদের নিয়ে বাঁচতে আমি চাই
ভাই তুই জীবনভোর পাবি কতআদর
কখনো তোর মনে হবে না একা তুই জীবনভোর
পৃথিবীর আলো, বাতাস, বায়ু, প্রকৃতি পরিবেশ
গড়ে তুলুক তোকে তারাই বিশেষ।
তোকে নিয়ে ভীষণ ভাই চিন্তা হয় আমার
কখনো তুই আমাদের ছেড়ে চলে যাবি না তো আবার
মনে মনে প্রার্থনা করি ভগবানকে
ভগবান তুমি ভাইকে রেখো সারাজীবন সুখে
দুঃখ যেন কখনো না আসে তোর জীবনে
জীবনে সফল হলে বুঝতে পারিস সব মানে ।

প্রকৃতি - প্রেম

শান্তনু পন্ডা (রোল নং- **F-57**)

সূর্য আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে
উঠল পূবের আকাশে,
রক্ত রাঙা ভোর হলো আজ
স্নিগ্ধ বিমল বাতাসে।

রিক্ত প্রাণে দুঃখ ভুলে
সুর দিল আজ এই গানে,
মনের কথায়, সুখ দিলে ভাই
মগ্ন বীণার লয় - তানে।

মন হল আজ উদাস বাউল
গাইতে সে চায় এ অঞ্চলে,
মন ভুলে যায় শূন্য হৃদয়
দিগন্ত গাঢ় চঞ্চলে।
দুপুর বেলায় বকুল তলায়
মাতে বকুল ফুলের গন্ধে
মন হতে চায় মুক্ত বিহগ
বরণীয় এই আনন্দে।

—০—

ক্যানভাস

বিজয়লক্ষ্মী পাত্র (রোল নং- **F-11**)

আজ বসন্ত।
আর ..... কোকিল ডাকে না।
(অথবা) তার কুহুস্বর চাপা পড়ে গেছে
আধুনিক সভ্যতার ঔদ্ধত্যপূর্ণ সৃষ্টির
গভীর ..... ভীষণ আওয়াজ .....

কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটেনি
ঝরে পড়ে গেছে ভরা ফাগুনে
জাগরণ ক্লান্ত গনিকার ঘোলাটে চোখের মতো ;
আসছে দারুণ চৈত্র —
তাকে বানাবে উষ্ণ, লাল শিককাবাব।

আছে হেমন্ত আর হলুদের ছড়াছড়ি .....
টাটকা - সবুজ, নরম হৃদয়ে রিক্ততা
নিঃস্ব অসহায়তার কোলাহল।
তবুও আশা করছে
কালের মন্দিরায় নতুন আগমনীর সুরে
রক্ত আর অশ্রু মুছে
একে অপরের হাতে তুলে দেবে
সম্ভাবনাময় সবুজ প্রানের সুগন্ধি গোলাপ।

—০—

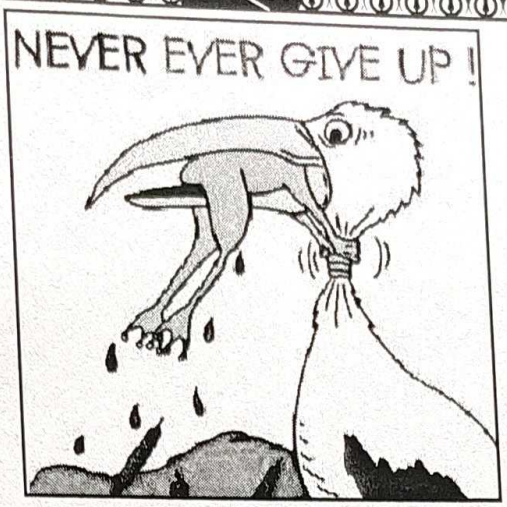

NEVER GIVE UP

Samapti Jana (F-10)

It's Madness .....
To hate all roses,
because you got scratched by one thorn .
To give up all your dreams,
because one did not come true
To lose faith in prayers,
becasue one was not answered.
To give up on your efforts,
becasuse one of them failed.
To Condemn all your friends,
because one of them betrayed,
Not to believe in love,
because some one was unfaithful .
Remember that,
Another chance may come up.
A new friend , A new love, A new life.
Never give up on anything !

বিবেকানন্দের বাণী

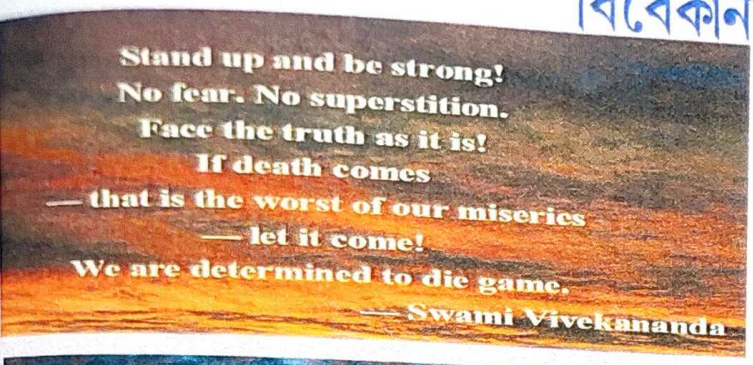
Stand up and be strong!
No fear. No superstition.
Face the truth as it is!
If death comes
— that is the worst of our miseries
— let it come!
We are determined to die game.
—Swami Vivekananda

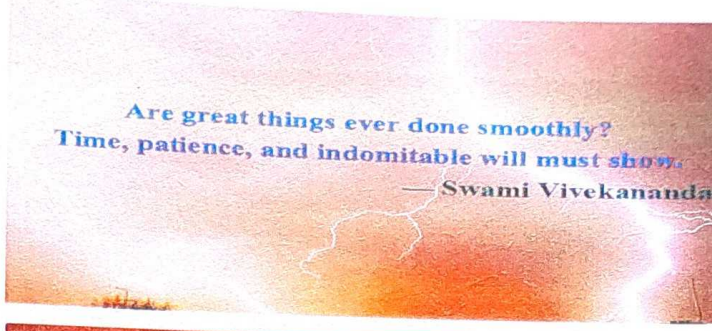
Are great things ever done smoothly?
Time, patience, and indomitable will must show.
—Swami Vivekananda

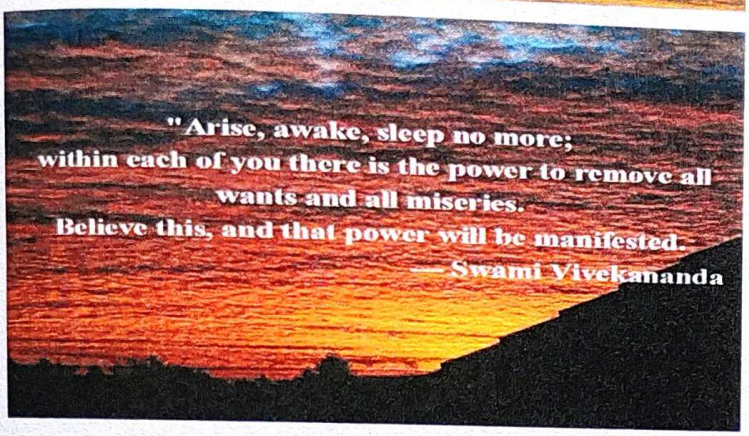
"Arise, awake, sleep no more;
within each of you there is the power to remove all
wants and all miseries.
Believe this, and that power will be manifested.
—Swami Vivekananda

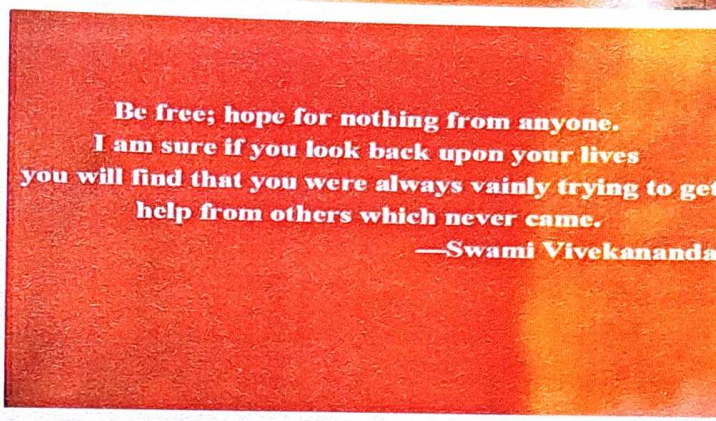
Be free; hope for nothing from anyone.
I am sure if you look back upon your lives
you will find that you were always vainly trying to get
help from others which never came.
—Swami Vivekananda

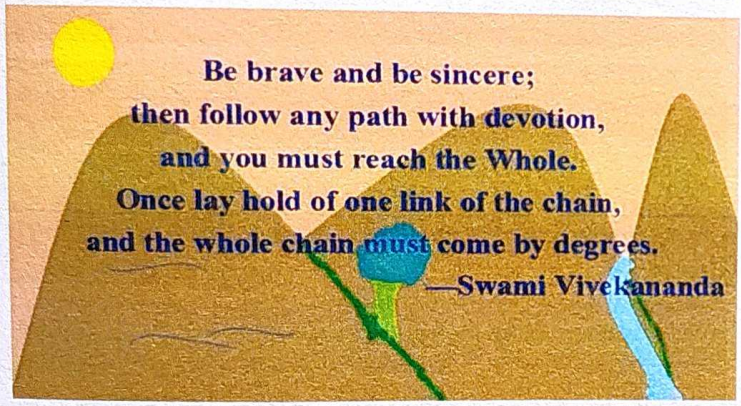
Be brave and be sincere;
then follow any path with devotion,
and you must reach the Whole.
Once lay hold of one link of the chain,
and the whole chain must come by degrees.
—Swami Vivekananda

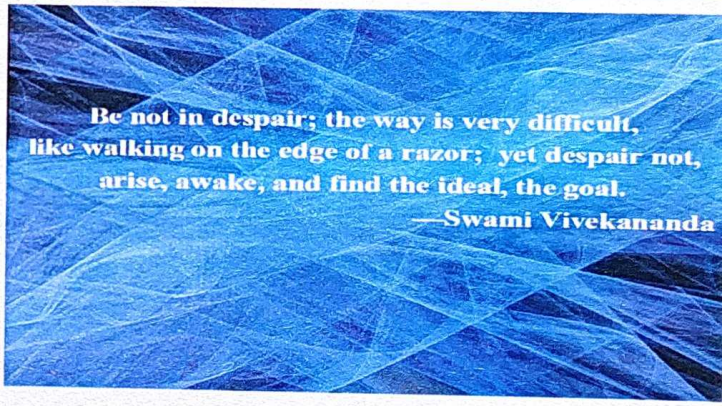
Be not in despair; the way is very difficult,
like walking on the edge of a razor; yet despair not,
arise, awake, and find the ideal, the goal.
—Swami Vivekananda

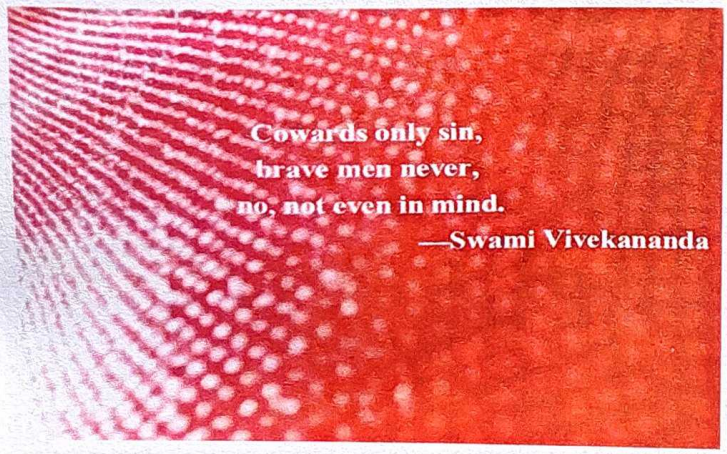
Cowards only sin,
brave men never,
no, not even in mind.
—Swami Vivekananda

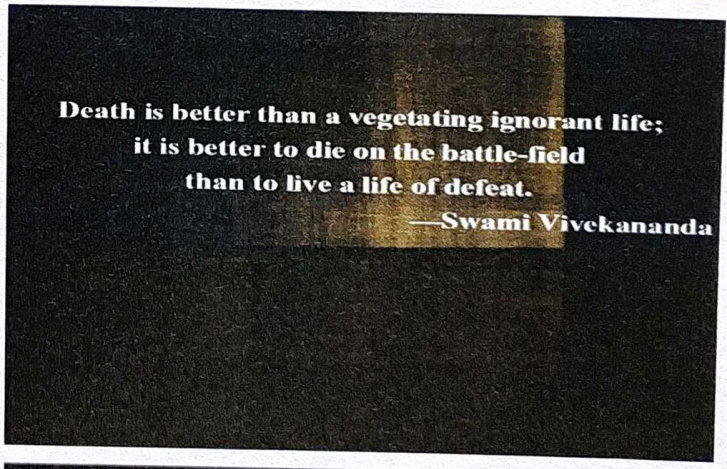
Death is better than a vegetating ignorant life;
it is better to die on the battle-field
than to live a life of defeat.
—Swami Vivekananda

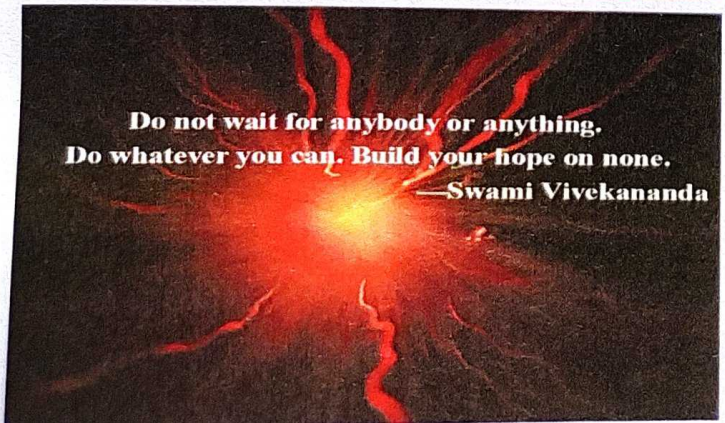
Do not wait for anybody or anything.
Do whatever you can. Build your hope on none.
—Swami Vivekananda

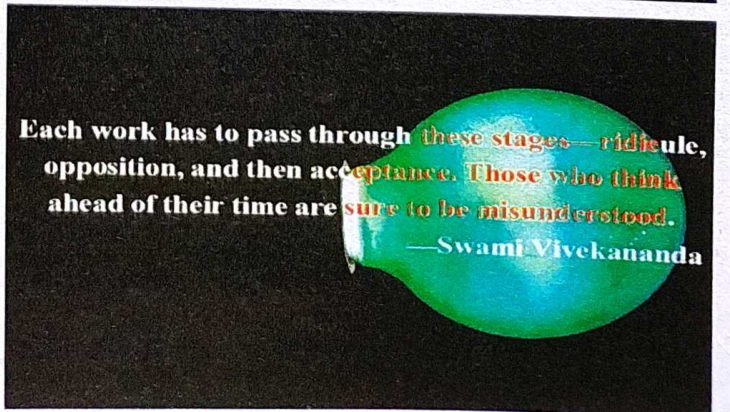
Each work has to pass through these stages—ridicule,
opposition, and then acceptance. Those who think
ahead of their time are sure to be misunderstood.
—Swami Vivekananda

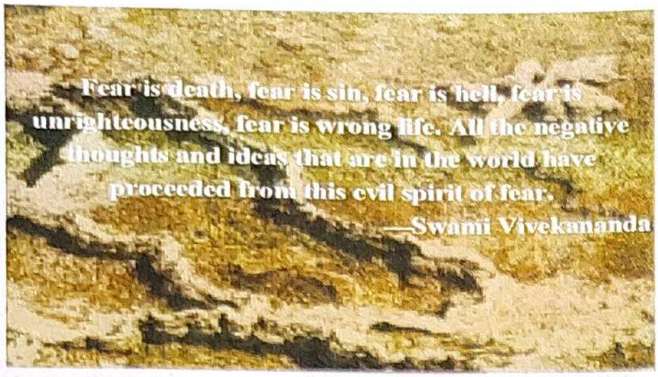
Fear is death, fear is sin, fear is hell, fear is unrighteousness, fear is wrong life. All the negative thoughts and ideas that are in the world have proceeded from this evil spirit of fear.
—Swami Vivekananda

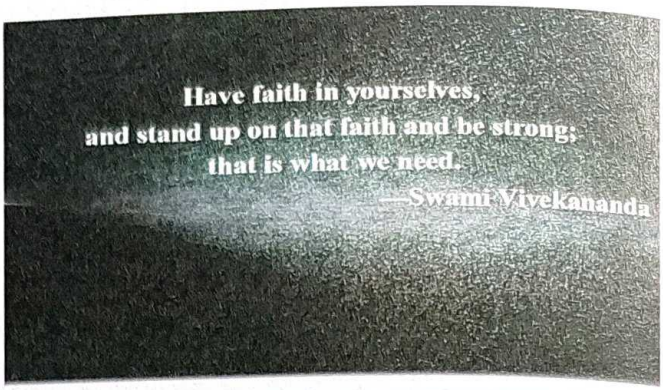
Have faith in yourselves,
and stand up on that faith and be strong;
that is what we need.
—Swami Vivekananda

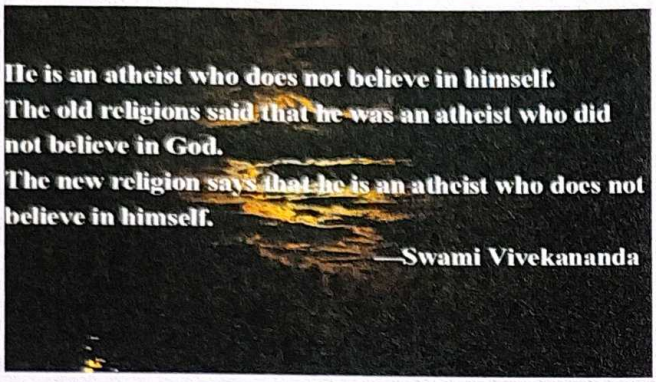
He is an atheist who does not believe in himself.
The old religions said that he was an atheist who did not believe in God.
The new religion says that he is an atheist who does not believe in himself.
—Swami Vivekananda

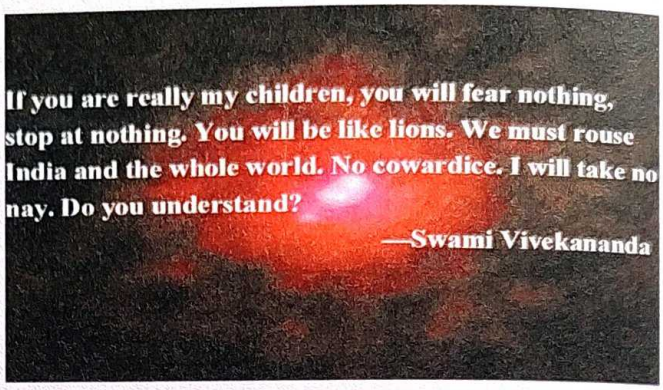
If you are really my children, you will fear nothing, stop at nothing. You will be like lions. We must rouse India and the whole world. No cowardice. I will take no nay. Do you understand?
—Swami Vivekananda

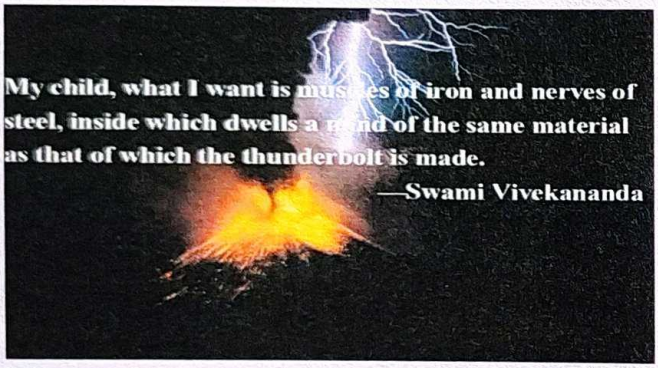
My child, what I want is muscles of iron and nerves of steel, inside which dwells a mind of the same material as that of which the thunderbolt is made.
—Swami Vivekananda

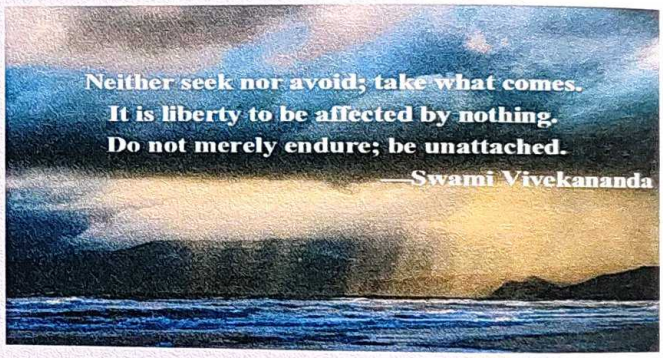
Neither seek nor avoid; take what comes.
It is liberty to be affected by nothing.
Do not merely endure; be unattached.
—Swami Vivekananda

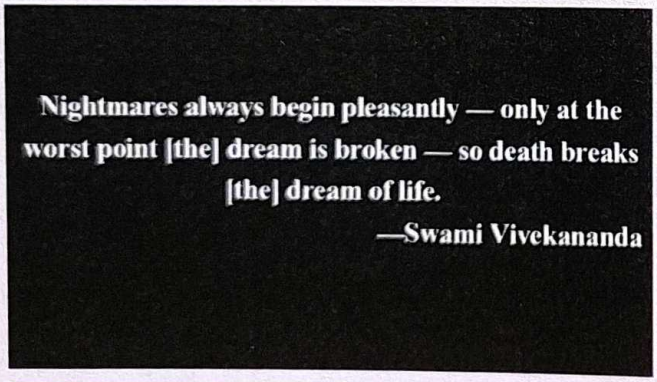
Nightmares always begin pleasantly — only at the worst point [the] dream is broken — so death breaks [the] dream of life.
—Swami Vivekananda

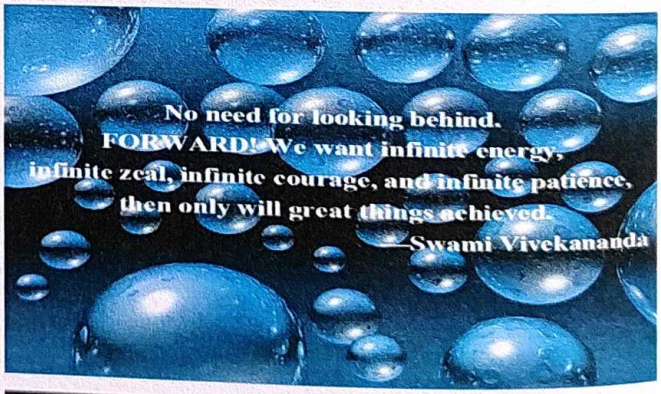
No need for looking behind.
FORWARD! We want infinite energy,
infinite zeal, infinite courage, and infinite patience,
then only will great things achieved.
—Swami Vivekananda

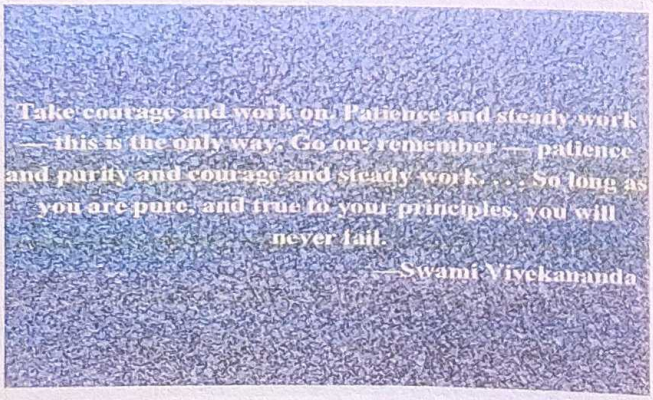
Take courage and work on. Patience and steady work — this is the only way. Go on; remember — patience and purity and courage and steady work. . . . So long as you are pure, and true to your principles, you will never fail.
—Swami Vivekananda

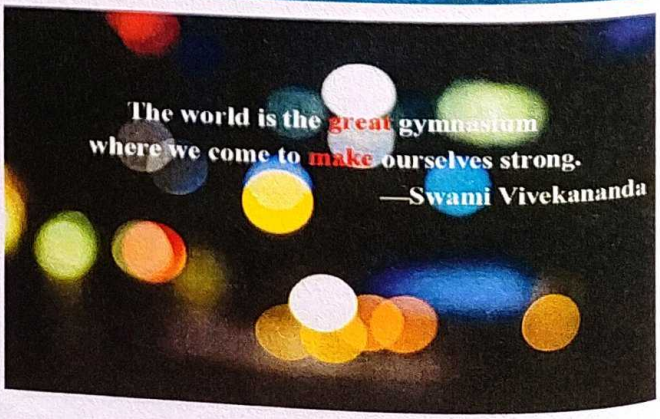
The world is the great gymnasium
where we come to make ourselves strong.
—Swami Vivekananda

STUDENTNAME	ADDRESS	CONTACT NO
PRATIMA PATRA	VILL KASBA EGRA WARD NO-01 PURBA MEDINIPUR.	9564573393
MAYNA PARIA	VILL& P.O DURIA PASCHIM MEDINIPUR PIN -721467	8145157831
MOUSUMI DAS	DAKSHIN KARANJI PURBA MEDINIPUR, PIN -721401	9735618743
SUBIR KUMAR SHEET	VILL- MANNYA PASCHIM MEDINIPUR PIN -721424	9046765373
PRIYANKA MONDAL	VILL - SRIDHARPUR KUKRAHATI PURBA MEDINIPUR PIN -721658.	8768289788
SASWATI CHATTERJEE	MECHEDA PURBA MEDINIPUR VILL -721137	9735643902
SUNIPA BHUNIA	KRISHNANAGAR KRISHNANAGAR(CONTAI) PURBA MEDINIPUR -721430	8001923596

STUDENTNAME	ADDRESS	CONTACT NO
SATYAJIT PANDA	SANM BNGMM MURISAI PURBA MEDINIPUR PIN -721452	7407873530
SANTU PATTANAYAK	JATIBARA BARANGI PASCHIM MEDINIPUR PIN - 721457	9932508131
RAMEN KUMAR JANA	VILL - SHIMILBARI PAUSHI PURBA MEDINIPUR PIN -721444	9564522798
MONALISA MONDAL	VILL.-MUKUNDAPUR BASANTIA PURBA MEDINIPUR PIN - 721442	9474712023
RINILIKAM MAITY 9609747171	BARANAWAI DHANGHARA PURBA MEDINIPUR PIN -721444	
SUBHRA PRAMANIK	AMDABAD PURBA MEDINIPUR PIN - 721650.	9932188066
PRIYANKA MUKHERJEE	GOBINDAPUR SHIBRAMNAGAR PURBA MEDINIPUR PIN -721635.	9564165270
RUPASREE PATRA	BALITHA BALITHA BANKURA PIN - 722141	97344437914

STUDENTNAME	ADDRESS	CONTACT NO
MOUSUMI MONDAL	SARKAR ROAD HENTALKHALI SOUTH 24 PARGANA KOLKATA -700137	9874384374
SOMA DAS	HALDIA TOWNSHIP PURBA MEDINIPUR PIN-72160.	8900015950
MALLIKA PAL	UPARDANGA PASCHIM MEDINIPORE PIN - 721102.	9933657598
MADHURIMA PRADHAN	KUMARPUR CONTAI PURBA MEDINIPUR PIN -721401	8116473863
SUNIL JANA	PASCHIMCHAK JALCHAK PASCHIM MEDINIPUR PIN - 721155.	8927492842
MOUMITA ROY	7 G.V.R. LANE NARIKELDANGA KOLKATA - 700011	9804449346
SHAM Bez	DAHUKA SANM JUJUR BANKURA - 722138	9153079497
ROJINA KHATUN	VILL-BELERYA MOHISDA PASCHIM MEDINIPUR PIN - 721150.	8640864675

STUDENTNAME	ADDRESS	CONTACT NO
BARNALI MAITY	ANDICHAK GHOSHPUR PASCHIM MEDINIPUR PIN - 721150.	8145220809
SIKHA GAYEN	MAJNA, CONTAI PURBA MEDINIPUR PIN -721433	8972568401
SAMAPTI JANA	VILL- SOUTH KARANJI, RAMNAGAR, KARANJI PURBA MEDINIPUR PIN - 721423.	9734923697
BIJAYLAKSHMI PATRA	LAKSHIPARI LAKSHIPARI PASCHIM MEDINIPUR PIN - 721155.	7407218067
SAIBAL PANDIT	KAMARGERIA JAGATPUR PASCHIM MEDINIPUR PIN - 721424.	8116618487
ATASI BANGAL	VILL SIBCHAK BISHNUPURBAZAR PASCHIM MEDINIPUR PIN - 721144.	7407382087
ANSHUMAN MAITY	RAMCHANDRAPUR DAKSHIN BADALPUR PURBA MEDINIPUR PIN - 721423 .	8001010685
SOVAN DAS	NARANDIA NARANDIA PURBA MEDINIPUR PIN -721423 .	8972194646

STUDENTNAME	ADDRESS	CONTACT NO
ANISHA KHATUN	VILL - BHANGAGARA DEULPOTA PURBA MEDINIPUR Pin -721670	9735164176
DEBLINA MIDYA	NEGUA PURBA MEDINIPUR PIN -721448.	9046176213
SUMAN MAHAPATRA	OLMA, CONTAI PURBA MEDINIPUR PIN -721401.	9734326974
PRITAM PRDHAN	VILL- KARKULI PRADHAN CONTAI PURBA MEDINIPUR PIN -721401 .	9933696936
ANWESHA JANA	PAYA MEDINIPUR, PURBA MEDINIPUR PIN -721428.	9800059659
BIDISA DAS	VILL-SAIYADPUR RAMNAGAR PURBA MEDINIPUR PIN -721441.	9474060744
DEBASHREE GIRI	DHANDIGHI, CONTAI, PURBA MEDINIPUR PIN -721401.	9126028910
SANGITA BERA	KHEJURDA PURBA MEDINIPUR PIN - 721422.	8945829137

STUDENTNAME	ADDRESS	CONTACT NO
AMRIT KUMAR GHORAI	KISHORENAGAR CONTAI, PURBA MEDINIPUR PIN - 721401.	9434400498
TAGARI CHANAK	VILL - DIRGHAGRAM DIRGHAGRAM PASCHIM MEDINIPUR PIN -721212	9143653568
MOUMITA MONDAL	UTTAR DARU DARUA PURBA MEDINIPUR PIN -721401.	9153275850
PALLABI MAITY	RANGAMATI PASCHIM MEDINIPUR PIN-721102	9547231550
POULAMI MAITY	SOUTH KAUSHALLYA KHARAGPUR PASCHIM MEDINIPUR PIN -721301.	9635091191
TANUSHRT MAITI	VILL-GOPALPUR KULBARI PURBA MEDINIPUR -721625.	8001784386
MADHURIMA PAL	VILL-ATHILAGORI CONTAI PURBA MEDINIPUR -721401.	9836893115

STUDENTNAME	ADDRESS	CONTACT NO
KHUKUMONI OJHA	GHERSAI ALANKARPUR PURBA MEDINIPUR PIN -721441	9735757492
ANIMA ROY	NABINMAHESHPUR FATHEPUR PASCHIM MEDINIPUR PIN -721146.	9679737154
BISWAJIT MONDAL	NISCHINTAPUR NISCHINTAPUR PASCHIM MEDINIPUR PIN -721148	9635519248
AMRIT DALAPATI	GANGADHARCHAK GANGADHARCHAK PURBA MEDINIPUR PIN -721444.	9933515828
SUDIP CHANDA	KASHIABAG PASCHIM MEDINIUR PIN -721420	9735758513
SASWATI GIRI	VILL- SHERPUR ETOWAUBAR, CONTAI PURBA MEDINIPUR - PIN - 721401	7687913042
BITHI DEBACHARYA	DEBACHARYA ROAD, KOLKATA-700010.	9477044368

STUDENTNAME	ADDRESS	CONTACT NO
SOMA MAITY	SINGPUR CHAKLA PASCHIM MEDINIPUR PIN -721133.	9733839336
SWARNALATA DUTTA	DARIALA BURARIHAT PURBA MEDINIPUR PIN -721137	9153322119
SINGRAY TUDU	GOPALPUR DOLGRAM PASCHIM MEDINIPUR PIN-721125 .	7797439457
ANANYA PANDA	KACHUA BNGMM TAGARIA PURBA MEDINIPUR PIN -721433.	9564236484
SUDIPA RAUL	KABRA, HIRAPUR PURBA MEDINIPUR PIN -721441.	8348703601
SUMANA ADHIKARY	BULBULCHATI KHARAGPUR PASCHIM MEDINIPUR PIN -721301.	8759983298
JAYA SAMANTA	PALPARA PURBA MEDINIPUR PIN -721458.	9733742982

STUDENTNAME	ADDRESS	CONTACT NO
KINGSHUK JANA	VILL-GOBINDAPUR GOBINDAPUR+BAJITPUR PURBA MEDINIPUR -721645.	9475035084
KUNTAL TUNGA	VILL- MIRIKPUR MIRIKPUR PURBA MEDINIPUR PIN -721649	9593193621
MOUMITA KUILA	VILL ASHURALI KOLAGHAT PURBA MEDINIPUR PIN -721134.	9932601800
ANIRUDDHA CHAKRABORTY	VILL- MADHYAM PARSURA PASCHIM MEDINIPUR PIN -721150.	9732573379
MITALI MANDAL	GUNADHAR MANDAL. VILL-KARKULI CONTAI, PURBA MEDINIPUR PIN -721401.	9547360304
BAISHAKHI SAU	EKTARPUR PURBA MEDINIPUR PIN - 721628.	8436266969
OISHI MAITY	UTTAR DARUA PURBA MEDINIPUR PIN -721401.	9126510130

STUDENTNAME	ADDRESS	CONTACT NO
SANTANU PANDA	VILL-PAYRACHALI NAKIBASAN PURBA MEDINIPUR PIN -721649	9733701198
RAMSANKAR JANA 9800089667	VILL- KAUSHALYA DHANGHARA PURBA MEDINIPUR PIN-721444.	
LATIKA BERA 9635566729	DHARMADASBAR CONTAI PURBA MEDINIPUR PIN -721401.	
MONALISHA CHANDA	VILL - JATIMATI DIGHA NEW TOWNSHIP PURBA MEDINIPUR PIN -721463.	9474041269
DIPANJAN GHOSH	KHARAR KHARAR PASCHIM MEDINIPUR PIN -721222	9749974976 0
RANITA SAHOO	TERAPEKHYA MAHISHADAL PURBA MEDINIPUR PIN -721628.	9563161514
TANUSHREE SING	MARKANDACHAK BISHNUPUR BAZAR PASCHIM MEDINIPUR PIN -721144.	8001077343

STUDENTNAME	ADDRESS	CONTACT NO
SANGITA DEY	GOSAIBAZAR CHANDRAKONA PASCHIM MEDINIPUR PIN -721201.	9547316919
SANCHITA CHANDA	MATIBERUAN MATIBERUAN PASCHIM MEDINIPUR PIN - 721457	8373869809
SUTAPA GHOSH	BANDHGORA JHARIA BANDHGORA PASCHIM MEDINIPUR PIN -721517.	9932721458
AMIRUL HAQUE	KUMRUL BANKURA -722205.	7872654928
SUKLA SINHA MAHAPATRA	KUMARPUI SARENGA BANKURA, PIN-722150.	9775318640
DOLAN CHANPA KAr	S.ATTIKARI BALARAMPUR PURBA MEDINIPUR PIN -721137	8942888352
SABITA PAL	JHARBONI AMLAGORA PASCHIM MEDINIPUR PIN - 721121.	9614690878
BINAY KUMAR PAUL	VILL-SUNDARPUR CHAULKURI PASCHIM MEDINIPUR PIN -721144.	8389837349

STUDENTNAME	ADDRESS	CONTACT NO
PUJA CHOWDHURY	HOWRAH - 711312	7872317969
KESHOB HEMBRAM	KANDNASOLE SARIA PASCHIM MEDINIPUR PIN -721506.	9748182944
POPPY GIRI	VILL-LAUDANDA NAMAL, CONTAI PURBA MEDINIPUR PIN - 721401.	9735375112
AYASAN ALI KHAN	CHHOTOBAZAR MIDNAPORE PASCHIM MEDINIPUR - 72110.	9563342119
JOGENDRA NATH SHIT	VILL - JERTHAN,EGRA PURBA MEDINIPUR PIN -721420.	7063657166
BABITA CHOWDHURY	VILL- KALMAGHAT AMARSHI PURBA MEDINIPUR PIN - 721454.	7797354670
SURYAKANTA DHARA	VILL-KOTBAR SAURI PASCHIM MEDINIPUR PIN -721466.	9614974177

STUDENTNAME	ADDRESS	CONTACT NO
MADHUMITA MAITY	VILL-DHARMADASBAR CONTAI, PURBA MEDINIPUR PIN-721401	7384184319
SWATILEKHA MAITY	FULESWAR CONTAI, PURBA MEDINIPUR PIN -721401.	8348022735
DIPANKAR DEY	BHURANGI PASCHIM MEDINIPUR PIN -721457.	8967565184
SUMANA ACHARYA	UTTAR KADUA SISUSADAN, PURBA MEDINIPUR PIN -721433.	8972707350
SWASTIKA MAITY	BODHRA RAMNAGAR PURBA MEDINIPUR PIN- 721401.	8116356109
BARNALI SAHOO	KALMAPUKURIA PASCHIM MEDINIPUR PIN -721159.	9800940402

STUDENTNAME	ADDRESS	CONTACT NO
GOUR BERA 7407352649	DURMUTH , FULESWAR PASCHIM MEDINIPUR PIN - 721401	
IPSITA MISHRA	SANTRA JOSHHTEGAORI PURBA MEDINIPUR PIN- 721446	8001815283
JAYA SAMANTA	VILL & P.O.- PALPARA PURBA MEDINIPUR PIN- 721458	9749268182
KRISHNA MAITY	PITUALSAHA KHARI PURBA MEDINIPUR PIN - 721134	9547248348
MAMONI DAS	PANIFALIA CHAKSAHANA PASCHIM MEDINIPUR PIN - 721126	8768479234
PARVIN KHATUN	KESHAI (RAINE) GOPALNAGAR PURBA MEDINIPUR PIN - 721130	9775888778

প্রভাত কুমার মহা
বি.এড. সেমিনার হল
এবং আন্তর্জাতিক
তারিখ- ২২.০২.২০১৬
উদ্বোধক -
সভাপতি-

"If You judge people, you have no time to love them".

Mother Teresa

Ma Kali Xerox- 9734399947